(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

লক্ষ্মীবিলাস পবলিসিং হাউস্ ;

১২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

মূল্য ১।৹ টাকা।

উৎসর্গ।

স্বর্গীয়া

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশে

উৎসৃষ্ট

হইল।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

"মণিব বব" প্রকাশিত হইল। এখানিও সামাজিক উপন্যাস, সুতবাং সমাজেব দোষ গুণ যতটা পারিয়াছি দেখাইবাব চেষ্টা করিয়াছি। তবে দেখাইব মনে করিয়াছিলাম, নানা কাবণে তাহা পারিলাম না। যদি কখন ইহাব দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়, তবে সেই সময়ে এ ক্ষোভটুকু দূব করিবার চেষ্টা করিব।

"অভিমান" যাহাদের নিকট আদবনীয় হইয়াছে, 'মণির বর'ও তাঁহাদের নিকট আদর পাইবে বলিয়া আশা কবি। ইতি—

কলিকাতা,
শ্যামপুকুর,
আষাঢ়, ১৩২৪।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র শর্ম্মা।

মণির বর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ওলো মণি, ও কালামুখী, হতভাগী, কাণের মাথা কি খেয়েছিস্?"

দিদিমার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর স্বর ও তদপেক্ষা সুমধুর সম্বোধনবাণী শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়া মণি ছুটিয়া আসিল, এবং ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটা গুটাইয়া কাঁধের উপর ফেলিতে ফেলিতে সহাস্যে বলিল, "না দিদিমা, এখনও তোমার মত একেবারে খেতে পারি নাই।"

দিদিমার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; তিনি কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া ডান হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "মরণ আর কি, হাসতে একটু লজ্জাও করে না। ষোল বছরের ধেড়ে মেয়ে, বর জুটলো না, আবার পোড়ারমুখে হাসি!"

ষোড়শবর্ষীয়া না হইলেও চতুর্দ্দশবর্ষীয়া মণি পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "তা দিদিমা, তুমি যদি বল, তা হলে না হয় একটা বর জুটিয়ে নিই। তখন হাসলে তো আর দোষ হবে না?"

মুখভঙ্গী করিয়া দিদিমা চড়া গলায় বলিলেন, "তাই বর জোটাতেই বুঝি দিনে দুপুরে পাড়ায় নেচে বেড়াস্?"

মণি মুখখানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া বলিল, "মাইরি দিদিমা, পাড়ায় একটীও বর নাই; আর তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, আমি মোটেই নাচতে পারি না।"

দিদিমা রাগে জ্বলিয়া বলিলেন, দেখ্ মণি, কথায় কথায় যদি আমাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিস্, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি, খেংরা মেরে বিদেয় করে দেব।"

মণির কৃত্রিমগম্ভীব মুখখানা এবার সত্যসত্যই গম্ভীর হইয়া আসিল; চোখ দু'টা ছল ছল করিতে লাগিল। দিদিমা তাহা লক্ষ্য করিলেন; তাঁহার স্বরটা যেন নরম হইয়া আসিল। তিনি অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিলেন, "সাধে কি এমন কথা বলি, তোর আক্কেলকে বলি। ঠিক দুপুর বেলা কোথায় গিয়েছিলি?"

মণি মাথা নীচু করিয়া ক্রোধগম্ভীর স্বরে বলিল, "চুলোয়।"

দিদিমা বলিলেন, "মেয়ের কথার শ্রী দেখ। ইচ্ছে করলেই যদি চুলোয় যাওয়া যেত, তা হ'লে এতদিন এই বুড়ীকে যমযন্ত্রণার উপর তোদের এত বাক্যযন্ত্রণা সইতে হ'ত না।"

দিদিমার গলার স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। মণি একটু লজ্জা অনুভব করিয়া বলিল, "কোথায় আর যাব? সইদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম।"

দিদিমা। সেখানে কেন? ঘরে কি জায়গা নাই? একে তো ঘরে আইবড় মেয়ে থাকলে লোকে কত কথা বলে, তার উপর এই রকম পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালে পাঁচজনে যে মুখে চুণ কালি দেবে।

মণি। দেয় দেবে, তাই ব'লে আমি দিন রাত তোমার কাছে মুখটী বুজে বসে থাকতে পারব না।

দিদিমার সুপ্ত ক্রোধ আবার জাগিয়া উঠিল; তিনি মণির মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে তীব্রস্বরে বলিলেন, "তা পারবে কেন, রাস্তায় রাস্তায় খেমটা নেচে বেড়াবে।"

মণিও রাগিয়া উত্তর করিল, "তাই নেচে বেড়াব।"

দিদিমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বটে লা কালামুখী, তোর বড় তেজ হয়েছে। আসুক রমা বাড়ীতে, তোর তেজ যদি ভাঙ্গতে না পারি, তবে আমার নাম ত্রিপুরা বামনীই নয়!"

"নিশ্চয়ই নয়।"

এক সৌম্যকান্তি যুবক সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয়ই নয়।"

ক্রোধের উচ্ছ্বাসে দিদিমার অঙ্গবস্ত্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি তাড়াতাড়ি তাহা সামলাইয়া লইয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন, "বিনোদ যে? এস ভাই এস।"

মণি আর সেখানে দাঁড়াইল না, ধীর সগর্ব্ব পদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

দিদিমাও বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন, এবং তাহাকে বসিতে আসন দিয়া তাহার ও তাহার মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কার তেজ ভাঙ্গছিলে দিদিমা, মণির না কি?"

দিদিমা ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর ভাই, কেন বল, রোগে শোকে তো দেহ জরজর, তার উপর ঐ এক হতভাগা মেয়ে এসে আমার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছে। ওকে একজনের হাতে দিতে না পারলে মরণেও আমার সোয়াস্তি নাই। তা যেটের কোলে

পা দিয়ে চোদ্দয় পড়েছে, এ পর্য্যন্ত তো বর জুটলো না। একে পয়সা নাই, তার মা বাপ খেকো মেয়ে, সহজে কি কেউ নিতে চায়? তার উপর ও যদি দিনে দুপুরে পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়ায়, তা হ'লে লোকে কি বলবে বল তো?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ভাল বলবে না। ঘরের ভিতর না হয় দু' একবার নাচলে, কিন্তু রাস্তাঘাটে নাচাটা কি ভাল?"

বিনোদ ঘরের ভিতর বক্র কটাক্ষপাত করিল। মণি তাহার দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

দিদিমা বলিলেন, "এই কথা বলতে গেলেই মেয়ের রাগ, মুখে মুখে সমান উত্তর। আমার ভাই এত জ্বালা আর সহ্য হয় না। রমা আসুক, আর অত রাজপুত্তুরের খোঁজে কাজ নাই, একটা যেমন তেমন দেখে ওকে বিদেয় ক'রে দিক্।"

বিনোদ বলিল, "মন্দ যুক্তি নয়। আমার সন্ধানে একটা পাত্র আছে; দেখতে শুনতে সব ভাল, তবে বয়সটা একটু বেশী, পঞ্চাশের কিছু উপর?"

দিদিমা বলিলেন, "ঐ বা কোন্ পাঁচ বছরের খুকিটা।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "তা বটে, তবে পঞ্চাশ বছরের বুড়োই দেখা যাক্।"

বিনোদ আর একবার বক্রদৃষ্টিতে ঘরের দিকে চাহিল, কিন্তু এবার আর মণিকে পূর্ব্বস্থানে দেখিতে পাইল না, কেবল অন্তরাল হইতে চুড়ির ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনিতে পাইল। বিনোদ উৎসাহের সহিত বলিল, "কি বলেন দিদিমা, তা হলে চেষ্টা দেখি?"

দিদিমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, ম্লান হাসি হাসিয়া

বলিলেন, "তা দেখ ভাই, রমাও আসুক, দেখি কি বলে। তার যে আবার রাজপুত্ত র না হলে পছন্দ হয় না।"

বিনোদের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। দিদিমা বলিলেন, "সে এক পাগল। বলে কি জান, এমন সোণার পিত্তিমে জলে ফেলে দেব?"

বিনোদ মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সেটাও বড় মিছে কথা নয়।"

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "মিছে তো নয়ই। তবে কি করব ভাই, আমাদের কি সে কপাল?"

দিদিমা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিনোদ দিদিমার মৌখিক ও আন্তরিক দুইটা অভিপ্রায়ই অবগত হইয়া মনে মনে হাসিল; প্রকাশ্যে বলিল, "তা হ'লে দিদিমা, যুক্তি ক'রে যা হয় একটা ঠিক ক'রে ফেলুন। যদি বুড়োর দরকার হয়, আমাকে খবর দেবেন।"

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি এখন কেবল বুড়োর সন্ধানেই আছ?"

বিনোদ বলিল, "ঠিক তাই। ছোঁড়া ছুড়ী ছেড়ে এখন বুড়োবুড়ী নিয়েই কারবার আরম্ভ করেছি।"

দিদি। ছোঁড়া ছাড়, কিন্তু ছুঁড়ী ছাড়লে তো চলবে না। তুমি কি মনে করেছ, আর বিয়ে থা করবে না?

বিনোদ। এমন বিশ্রী কথা একটুও মনে করি না দিদিমা। বাঙ্গালীর ছেলের দু'চার দিন উপোষ দিলেও বরং চলে যায়, কিন্তু বিয়ে না করলে একটা বেলাও চলে না। একটা কি বলছেন, আমি পাঁচ সাতটা বিয়ে করতেও রাজী।

দিদি। আগে একটা ক'রেই তার প্রমাণ দেখাও দেখি।

বিনোদ। নিশ্চয়ই দেখাব। কেবল মনের মত পাত্রী পাওয়ারই যা বিলম্ব।

দিদি। কি রকম পাত্রা চাই? বুড়ী নাকি?

বিনোদ। ঠিক আপনার মত বুড়ী নয়, তবে নেহাৎ ছুঁড়ীও না হয়।

দিদিমা হাসিয়া উঠিলেন। তারপর ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওলো মণি, বিনোদকে দু'টো পান দিয়ে যা না। এটাও কি ব'লে দিতে হবে?" পরে বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত বড় মেয়ে হয়েছে ভাই, কিন্তু একটুও জ্ঞানবুদ্ধি হ'লো না। তাই ভাবি, এর পর পরের ঘরে গেলে কি হবে?"

বিনোদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটা মস্ত ভাবনার কথা বটে।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু পান আসিল না; কেহ যে ঘরের ভিতর পান সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমনও কিছু শোনা গেল না। দিদিমা অসহিষ্ণুভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "পান কোথায় লো? কথাটা কি কাণে গেল না?"

ঘরের ভিতর হইতে ক্রোধবিস্ফুরিত চাপা গলায় উত্তর আসিল, "না।"

বিনোদ বলিল, "থাক্ থাক্, ও বেচারী যখন পান সাজতে জানে না, তখন আর ওকে লজ্জা দিয়ে কাজ কি?"

বিনোদের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতর পানের বাটার ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিল, এবং অবিলম্বে একখানা ছোট রেকাবীতে চারি খিলি পান রাখিয়া মণি দরজার কাছ হইতে রেকাবীটা সজোরে বিনোদের দিকে ঠেলিয়া দিল। রেকাবীটা আসিয়া বিনোদের হাঁটুতে লাগিল। বিনোদ হাসিতে হাসিতে দুই খিলি পান মুখে পুরিয়া এবং বাকী দুই

থলি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর একবার ঘরের দিকে, তারপর দিদিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ তবে আসি দিদিমা, মণি বেশ অতিথিসৎকার শিখেছে। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে আহার, এ একরকম মন্দ ব্যবস্থা নয়।"

বিনোদ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। দিদিমা উঠিয়া মণির সম্মুখে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "হাঁলা পোড়ারমুখী, তোর রকম-খানা কি?"

মণি ঘাড় উচু করিয়া, চোখ নাচাইয়া বলিল, "আমার ঐ রকম।"

মুখ ফিরাইয়া দিদিমা বলিলেন, "মুখে আগুন তোমার রকমের।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যখন ধুমধামের সহিত বেড়গাঁয়ের শ্রীপতি গাঙ্গুলীর পুত্র দীনেশ গাঙ্গুলীর সহিত কন্যা অপর্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তিনি বা তদীয় গৃহিণী স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এজন্য পরে তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে। আত্মীয় বন্ধুরা পাত্রের চরিত্রের উল্লেখ করিয়া অনেক নিষেধ করিলেও কুল বা বিদ্যাবত্তা বিষয়ে কোন ত্রুটী না দেখিয়া ব্রজনাথ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, গৃহিণীর সহিত একমত হইয়া তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন ও বিদ্বান্ জামাতার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু শেষে আত্মীয়গণের কথাই ফলিল; স্বামি-গৃহে অশেষপ্রকারে নির্য্যাতিতা অপর্ণা অচিরাৎ সপত্নীসমাগম সম্ভাবনায়

যে দিন কঙ্কালসার দেহে প্রহারের নিদারুণ চিহ্ন এবং ক্রোড়ে এক বৎসরের শিশু কন্যা মণিকে লইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সেদিন ব্রজনাথ কন্যার অবস্থা ও জামাতার আচরণ দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী ত্রিপুরাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া কন্যার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মাতৃহৃদয়ের অসীম স্নেহধারা, পিতৃহৃদয়ের নিদারুণ ব্যাকুলতা, চিকিৎসকের প্রাণপণ যত্ন, কিছুই অপর্ণাকে আরোগ্যের পথে আনিতে পারিল না, তাহার রোগজীর্ণ শরীর দিন দিন জীর্ণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর যেদিন স্বামীর পুনরায় বিবাহের সংবাদ আসিল, সেদিন সে মণিকে মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, অশ্রুব্যাকুল দৃষ্টিতে পিতাব মুখের দিকে চাহিয়া অন্তিম নিশ্বাস গ্রহণ করিল। শোকে, অনুতাপে ব্রজনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অল্পদিনেব মধ্যেই তিনিও কন্যার অনুসরণ করিলেন। দুঃসহশোকভারের সহিত দেড় বৎসরের দৌহিত্রীকে বুকে চাপিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী একা শূন্য সংসারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতৃহীনা পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা মণি কতক আদরে কতক অনাদরে মাতামহীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

মা-খেকো মেয়ে বলিয়াই হউক বা সংসারের উপর বিরক্তিবশতই হউক, ত্রিপুরাসুন্দরী মণিকে ততটা ভালবাসা দেখাইতে পারিতেন না। সংসারের কঠোর আঘাতে তাঁহার মেজাজটা কড়া হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং স্নেহভিখারিণী বালিকা যখনই মাতামহীর নিকট অবশ্যপ্রাপ্য স্নেহ আদায় করিতে যাইত, তখনই স্নেহের পরিবর্ত্তে গালি খাইয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিত। তখন একমাত্র রমাদা ছাড়া তাহার বিষাদ মলিন মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ থাকিত না।

রমানাথ ত্রিপুরাসুন্দরী বা মণির আপনার কেহই নহে, কিন্তু পর

হইলেও সে নিতান্ত আপন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজনাথ যখন নপাড়ায় নায়েবী করিতেন, তখন সেখানে শ্যামাচরণ ঘোষাল নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শ্যামাচরণের বিষয় আশয় যথেষ্ট ছিল। যেখানে বিষয় সেইখানেই মামলা মোকদ্দমা। শ্যামা-চরণ একবার জ্ঞাতিবিরোধে মিথ্যা মারপিটের মোকদ্দমায় পড়িয়া ব্রজনাথেরই বুদ্ধিকৌশলে তাহা হইতে উদ্ধার পান। তদবধি তিনি ব্রজনাথকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, এবং খুড়ামহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। শ্যামাচরণের স্ত্রী ব্রজনাথকে বাবা বলিত, আর পাঁচ বৎসরের পুত্র রমানাথ দাদামহাশয়ের কোলে পিঠে পড়িয়া অপুত্রক ব্রজনাথের হৃদয়ে পুত্রস্নেহের আকুল বাসনা জাগাইয়া দিত।

ব্রজনাথ সহসা একদিন শুনিলেন, জেলাকোর্টে মোকদ্দমা করিতে গিয়া শ্যামাচরণ বিস্চিকারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ব্রজনাথ জেলায় ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি পৌছিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল, শ্যামাচরণের চিতাভস্ম পর্য্যন্ত নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ব্রজনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর শ্যামাচরণের অন্তিমকালে কৃত এক উইল বাহির হইল। সে উইলে শ্যামাচরণ আপনার খুল্লতাতপুত্র বিমলাচরণকে সম্পত্তির এক-মাত্র অছি করিয়া গিয়াছেন। উইল আদালতে দাখিল হইল। ব্রজনাথ উইলের প্রতিবাদ করিলেন, মোকদ্দমা চলিল ; কিন্তু ব্রজনাথের প্রতি-বাদ টিকিল না, শেষে প্রমাণের বলে বিমলাচরণই জয়ী হইলেন। শ্যামাচরণের স্ত্রীর হাতে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহা মোকদ্দমায় খরচ হইয়া গেল।

মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া বিমলাচরণ বিষয়সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে আনিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা ঋণের ফর্দ্দও বাহির

হইতে লাগিল। প্রজা ও খাতকদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিল। ব্রজনাথ বুঝিতে পারিলেন, শ্যামাচরণের সমগ্র সম্পত্তি শীঘ্রই ঋণমুক্ত হইয়া বিমলাচরণের পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইবে, সাবালক হইয়া রমানাথকে সে সম্পত্তির চিহ্নমাত্র দেখিতে হইবে না।

শ্যামাচরণের বিধবা স্ত্রীকে অধিক দিন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, বৎসর কালের মধ্যেই তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র রমানাথকে ব্রজনাথের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন, "বাবা, বিষয় চুলোয় যাক, আমার রমাকে বাঁচিও।" ব্রজনাথ চোখের জল মুছিয়া রমানাথের ভারগ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে উইলের অছি বিমলাচরণের লুব্ধদৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্তরিত করিয়া আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলেন।

মাতৃপিতৃহীন রমানাথ পুত্রসন্তান বিহীন ত্রিপুরাসুন্দরীর পুত্রস্থান অধিকার করিয়া বসিল। ব্রজনাথ তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু একে রমানাথের বুদ্ধিবৃত্তিটা উত্তমরূপ তীক্ষ্ণ ছিল না, তাহার উপর এই অনাথ বালকের প্রতি ত্রিপুরাসুন্দরী যেরূপ অতিরিক্ত স্নেহ যত্ন দেখাইতে লাগিলেন, তাহাতে রমানাথের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা মৎস্যকুলের সংহারেই রমানাথের অধিকতর মনোযোগ দৃষ্ট হইল; পক্ষিশাবকগণের উপরেও তাহার যত্নের ত্রুটী ছিল না। সুতরাং তিন বৎসর যাবৎ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থান করিবার পর রমানাথ স্কুলের কঠোর কাষ্ঠাসন এবং তদপেক্ষা কঠোর পাঠ্যপুস্তকের বৈচিত্র্যহীন নীরসতা ও শিক্ষকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনমণ্ডলের সান্নিধ্য হইতে আপনাকে দূরে অপসারিত করিল।

দিদিমা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হাঁরে রমা, লেখাপড়া ছেড়ে দিলি, খাবি কি ?"

রমানাথ বলিল, "তোমার রান্না ভাত।"

দিদিমা বলিলেন, "আমি কি চিরকাল রেঁধে ভাত দেব ?"

রমা। যতদিন পার দাও তো।

দিদিমা। তারপর ?

রমা। তারপর মণি আছে। কি বলিস্ মণি ?"

মণি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "রমাদা !"

রমানাথ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কেন রে মণি ?"

ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মণি বলিল, "আমার শালিকটা উড়ে গেছে।"

রমানাথ কোঁচার খুঁটে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "তার আর কি, একটা গেছে, দু'টো এনে দেব।"

ঘাড় হেলাইয়া মণি বলিল, "দাও।"

মুখভঙ্গী করিয়া দিদিমা বলিলেন, "এখনি নাকি ?"

দিদিমাব কাছে ধমক খাইয়া মণি দুই হাতে চোখ ঢাকিল। রমানাথ তাহাব হাত ধরিয়া বলিল, "কাঁদিস্ না, আয়।"

দিদিমা বলিলেন, "ঐ অভাগা মেয়েটাই তোর মাথা খেলে, রমা।"

"তা থাক্" বলিয়া রমানাথ পক্ষিশাবকান্বেষণে চলিল ; মণি আহ্লাদের হাসি হাসিয়া নাচিতে নাচিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নায়েবী চাকরী করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিলেও অমিত-ব্যয়িতানিবন্ধন ব্রজনাথ সামান্য জমিজমা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর দিন একটু কষ্টে চলিতে লাগিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রমানাথ যখন সে কষ্ট অনুভব করিতে পারিল, তখন তাহার মৎস্যশিকার প্রবৃত্তি এবং পক্ষিশাবকের উপর আন্তরিক অনুরাগ আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসিল। এদিকে মণিও ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিবাহ দিতে হইবে, এবং অর্থের অল্পাধিক্যের উপরেই সে বিবাহের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং রমানাথ অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেকের উপাসনা করিয়া কলিকাতার সওদাগরী আফিসে একটী কুড়ি টাকা বেতনের চাকরীর যোগাড় করিল, এবং একটা ছোটখাট মেসে বাসা লইল।

রমানাথ প্রথম যখন কলিকাতা যাত্রা করিল, তখন দিদিমার চোখে জল দেখা দিয়াছিল; মণি কিন্তু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। দিদিমা তাহাকে ধমক্ দিলেন, রমানাথ কষ্টে চোখের জল চাপিয়া যাত্রা করিল। মণি কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল।

রমানাথ প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিত। মাসকাবারে যেদিন মাহিনা পাইত, সেদিন মণির জন্য খেলানা, খাবার প্রভৃতি লইয়া আসিত। দিদিমা ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে রমানাথ বলিত, "আহা, ওকে দেবার আর কে আছে দিদিমা?"

এক বৎসর পরে রমানাথের পাঁচটাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে দিদিমা তাহার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু রমানাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিল। বলিল, "আগে মণির একটা গতি ক'রে দিই দিদিমা, তারপর দেখা যাবে।"

দিদিমাও বুঝিলেন কথাটা ঠিক। মণি বড় হইয়া উঠিয়াছে, এগার ছাড়িয়া বারোয় পা দিয়াছে। সুতরাং রমানাথকে রাখিয়া আগে মণিরই বিবাহের চেষ্টা করা আবশ্যক।

বিবাহের চেষ্টা চলিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। মেয়ে সুন্দরী হইলেও তাদৃশ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অর্থরূপ সুগন্ধবিহীন শিমুল ফুলের মত মেয়েটীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। রমানাথেরও প্রতিজ্ঞা, সে এমন সোণার প্রতিমাকে যাহার তাহার হাতে তুলিয়া দিবে না। সুতরাং মণি দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিল, তথাপি পাত্র জুটিল না। ত্রিপুরাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে রমা, মেয়ে যে আর রাখা যায় না।"

রমানাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "বল কি দিদিমা, এত বড় বাড়ীতে ঐ একরত্তি মেয়েটাকে রাখা যাবে না?"

দিদিমা। বাড়ীতে রাখা গেলে কি হবে, লোকে যে ছি ছি করছে?

রমা। সেটা লোকের স্বভাবের দোষ!

দিদিমা। কিন্তু এত বড় আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখা কি দোষ নয়?

রমা। যার তার হাতে এমন সোণার প্রতিমাকে তুলে দেওয়া তার চেয়েও দোষের কথা।

দিদি। কিন্তু হাবাতের ঘরের এই সোণার পিতিমিকে কোন রাজ-পুত্তুরই নিতে আসবে না।

রমানাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই আসবে। এই আমি ব'লে রাখছি দিদিমা, রাজপুত্রের সঙ্গেই মণিব বিয়ে দেব, এ তুমি দেখে নিও কিন্তু।"

"পাগল" বলিয়া দিদিমা হাসিতে লাগিলেন।

মণি ত্রয়োদশও অতিক্রম করিল, কিন্তু কোন রাজপুত্রই তাহাকে গ্রহণ কবিতে আসিল না। সম্বন্ধ অনেক আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোন সম্বন্ধই স্থায়ী হইল না; কোথাও ববপক্ষ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইল, কোথাও বা ছেলে মূর্খ, অসচ্চরিত্র, নির্ধন প্রভৃতি হেতুবাদে রমানাথ প্রত্যাখ্যান করিল। এইরূপে কত সম্বন্ধ আসিল ও ভাঙ্গিল। ক্রমে ত্রিপুরাসুন্দরী অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাঙ্গারাশ মেয়েটার উপরেই তাঁহার বেশী রাগ হইতে লাগিল। ইহাব ফলে মণি দিনরাত তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইত।

মাতামহীব তিরস্কার মণি প্রায়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিত, তবে মাত্রাটা যখন বেশী হইত, তখন না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না। দিদিমা তাহার সে ক্রন্দনে ততটা কর্ণপাত করিতেন না, করিত শুধু রমানাথ। মণিকে কাঁদিতে দেখিলে রমানাথ অস্থিব হইয়া পড়িত, মণির একবিন্দু চোখের জল তাহার নিকট সমগ্র বিশ্বের উচ্ছলিত অশ্রুসাগর বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং মণিকে শান্ত করিতে গিয়া রমানাথ দিদিমাকেও পাঁচকথা শুনাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিত না।

সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দিদিমা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, রমানাথের কিন্তু বিরক্তি বা বিরাম ছিল না। প্রায় প্রতিমাসেই সে কোন না কোন স্থানে ছেলে দেখিতে যাইত, বরপক্ষকে আনিয়া মেয়ে দেখাইত, তারপর এক পক্ষের অমনোনীত হইলে পুনরায় অন্য চেষ্টা দেখিত।

শনিবারে রমানাথ বাড়ী আসিত। বাড়ী আসিলে ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে তাড়া দিতেন, মণির যে আর বিবাহ হইবে না এরূপ সম্ভাবনা দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেন। রমানাথ হাসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সোমবারে কলিকাতায় চলিয়া যাইত।

রমানাথ মণিকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছিল, মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে ভাল ভাল বহি আনিয়া দিত। মণি সংসারের কাজ-কর্ম্মের দিকে বড় একটা মনোযোগ দিত না, বই পড়িয়া, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইত। দিদিমা বকাবকি করিলে কখন কাঁদিত, কখন তাঁহাকে পাঁচকথা শুনাইয়া দিত। তারপর রমানাথ বাড়ী আসিলে দিদিমা মণির অবাধ্যতাকাহিনী, আর মণি দিদিমার অত্যাচারকাহিনী তাহার নিকট বিবৃত করিত। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ অভিযোগ শুনিয়া বিচারক শুধু হাসিতে থাকিত।

কিন্তু রমানাথের মুখের হাসি ক্রমেই মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মণির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার ক্রমেই তাহার বুকে জমাট বাঁধিয়া বসিতে আরম্ভ করিল। হায়, সংসারে কি রত্নের আদর নাই?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবারে সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া, জামা কাপড় ছাড়িয়া রমানাথ তামাক সাজিতে সাজিতে ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা?"

রন্ধনশালা হইতে দিদিমা উত্তর দিলেন, "কেন রে রমা?"

রমানাথ বলিল, "এদিকে এস, শুনে যাও।"

দিদিমা বলিলেন, "একটু সবুর কর্, ভাত পুড়ে যায়।"

রমানাথ হুঁকা কলিকা হস্তে রন্ধনশালার দরজায় গিয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "রেখে দাও তোমার ভাত, আগে কথাটা শোন।"

দিদিমা। শুধু কথায় তো পেট ভরে না, ভাত পুড়ে গেলে খাবি কি?

"তোমার মাথা" বলিয়া রমানাথ হাতা লইয়া উনানের ভিতর হইতে আগুন টানিতে লাগিল।

দিদিমা ফুটন্ত হাঁড়ী হইতে কয়েকটা ভাত তুলিয়া মাটীতে ফেলিয়া টিপিতে টিপিতে বলিলেন, "কি কথা রে রমা?"

কলিকায় আগুন তুলিতে তুলিতে রমানাথ একটু উদাসভাবে বলিল, "কিছু না, এমন বিশেষ কিছু নয়।"

দিদিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবু বল্‌না, শুনি।"

রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কাজের সময় কি কথা শোনে? রাঁধাবাড়া সেরে, আমাদের খাইয়ে দাইয়ে, বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে ধীরে সুস্থে কথাটা শুনবে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বুঝিলেন, রমা রাগিয়াছে; তাহার রাগের মূল্যও তিনি জানিতেন। সুতরাং তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন

না। রমানাথ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বাহিরে আসিল, এবং হুঁকায় দুই চারিটা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আপনমনে বলিল, "দূর হোক্, আমারই কি এমন মাথাব্যথা! বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই'। যাক্, কেন ছুটাছুটি ক'রে মরি, যেমন তেমন একটা ধ'রে দেওয়া যাক্।"

ত্রিপুরাসুন্দরী মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "হাঁরে রমা, সে সম্বন্ধটার কি হ'ল?"

বিরক্তির স্বরে রমানাথ বলিল, "কোন্ সম্বন্ধ আবার?"

ত্রিপু। সেই যে গেল শনিবারে যেখানকার কথা বলেছিলি।

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "ওঃ, সেই হরিরামপুরের কথা তো?"

ত্রিপু। তা হবে। সেই যে বল্‌লি, ঘর বর সব ভাল।

রমা। ছাই ভাল। আরে রামঃ! ছেলে তো যেন কাত্তিক, তার উপর চাল নাই, চুলো নাই। সেখানেও আবার মেয়ে দেয়?

সেদিন কিন্তু রমানাথ এই ঘর বরেরই শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল। সে কথা মনে থাকিলেও রমার রাগের আশঙ্কায় দিদিমা আর তাহার উত্থাপন করিলেন না; রমানাথের কথাতেই সায় দিয়া বলিলেন, "তাতো বটেই, যে সে ঘরে কি মেয়ে দেওয়া চলে?"

রমানাথ এবার রন্ধনশালার দরজা চাপিয়া বসিল, এবং বাম হাতে হুঁকাটা মুখের কাছে ধরিয়া রাখিয়া ডান হাতটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এই বল তো দিদিমা, যে সে ঘরে যার তার হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়? লোকে বলে, যেমন তেমন দেখে মেয়ে পার ক'রে দাও। আরে একি নদী পার না খাল পার যে, একবার পার হ'লেই চুকে গেল? এ মেয়ে পার, হুঁঃ, এ মেয়ে পার!"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "বটেই তো, মেয়ে পার করা কি কথার কথা? তা আর কোথাও চেষ্টা দেখ্‌লি?"

রমানাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ্‌ব না? তুমি কি মনে কর দিদিমা, আমি শুধু মেসে যাই, আর আপিসে কলম পিষি? তা নয় দিদিমা, আমি ঠিক ওৎ পেতে আছি। দেখি, এবার মা দুর্গা কি করেন?"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে কোথায়?"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "এবারে আর যেখানে সেখানে নয়, একেবারে জমিদারেব বাড়ী। এইবারে দেখে নিও, রমানাথের কথায় যা, কাজেও তাই।"

ত্রিপুরাসুন্দবী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "বলিস্ কি রে রমা?"

রমানাথ হাত নাড়িয়া বলিল, "এর আর বলাবলি কি, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, শুধু বরের বাপের পছন্দটী বাকী। কাল সকালে উঠেই আমি নসীগঞ্জে যাচ্চি, হয় তো সঙ্গে ক'রে এনে আশীর্ব্বাদীটা সেরে ফেলব। মস্ত বড় লোক দিদিমা, জমি জমা, পুকুর বাগিচে, তেজারতী, তালুক মুলুক; মস্ত বড় ঘর। তেমনি ছেলে, কার্ত্তিক বল্লেই হয়, তার উপর বিএ পাশ। একটী পয়সা চায় না, শুধু মেয়েটী পছন্দ হইলেই হয়।"

ত্রিপু। কিন্তু মেয়ে পছন্দ হ'লে তো?

রমা। তা আর হবে না? এমন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা পছন্দ হবে না? তাদের চোখ নাই? তুমি কিছু ভেবনা দিদিমা, ও ঠিক হয়ে গেছে।

ত্রিপু। তুই তো এমন তিন শো গণ্ডা ঠিক করলি?

ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে রমানাথ বলিল, "তিন শো গণ্ডা ঠিক করলাম

ব'লে তিন শো গণ্ডাই কি হবে? দশটা ঢিল ছুড়তে ছুড়তে একটা লেগে যায়। কথায় বলে, 'লাখ কথায় বিয়ে'।"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "তোর কিন্তু রমা, পাঁচ লাখ কথা হ'য়ে গিয়েছে।"

অগ্নিশূন্য হুঁকায় একটা নিষ্ফল টান দিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল; বিরক্তভাবে বলিল, "তবে তো মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে? বিয়ে তো গাছের ফল নয় যে পেড়ে আন্‌ব। এ বিয়ে—মেয়ের বিয়ে—হুঁ।"

রমানাথ হুঁকা রাখিয়া, গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরঘাটে হাত পা ধুইতে গেল।

হাত পা ধুইয়া আহ্নিক সারিয়া রমানাথ আসিলে মণি ডাকিল, "রমাদা, জল খাও।"

উদাসভাবে রমানাথ বলিল, "থাক্, কি আর খাব?"

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "গরীবের ঘরে যা আছে, আজ তাই খাও। কাল তখন জমিদারের বাড়ী গিয়ে ক্ষীর ছানা খাবে।"

মণিকে ধমক্ দিয়া রমানাথ বলিল, "দেখ্ মণি, তুই বড় জেঠা হ'য়ে পড়েছিস্।"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মণি বলিল, "ও মাগো, তুমি বল কি রমাদা, আমি এই এক রত্তি মেয়ে, আমি হলুম জেঠা?"

রমানাথ হাসিয়া উঠিল। যখন হাসিল, তখন তাহাকে জল খাইতেও হইল। এক মুঠা মুড়ি আর একটু গুড় দিয়া জল খাওয়া শেষ করিয়া রমানাথ দাবার উপর মাদুর পাতিয়া বসিল, মণি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।

তামাক টানিতে টানিতে রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে মণি, তুই কি বলিস্, গরীবের ঘরে বিয়ে হওয়া কি ভাল?"

মণি মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "মোটেই ভাল না।"

হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া, মণির দিকে চাহিয়া রমানাথ সহাস্যে বলিল, "কেন বল্ দেখি?"

মণি বলিল, "কেন আবার কি? গরীবের ঘরে না আছে টাকা পয়সা, না আছে গয়নাগাঁটি; কেবল রাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।"

রমা। খাটুনীটা কি এতই মন্দ?

মণি। মন্দ নয়তো কি? চাটুজ্যেদের ছোট বৌ, আহা বেচারী দিনরাত খাটচে, একটু গল্প করতে পায় না, একটু বই পড়তে পায় না।

রমা। এসব না পেলেও গরীবের ঘরে আর একটা জিনিস বোধ হয় খুব পায়।

মণি। সে কি?

রমা। ভালবাসা।

"ছাই" বলিয়া মণি নাসিকা কুঞ্চিত করিল। রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিল। মণি বলিল, "গরীবের ঘরে আবার ভালবাসা! গরীবে নাকি ভালবাসতে জানে?"

মণি চলিয়া গেল; রমানাথ একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল। তখন একখানা পাতলা মেঘে নক্ষত্রগুলা ঢাকা পড়িয়াছিল; রাস্তা দিয়া কে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা।

পরদিন সকালে উঠিয়াই রমানাথ ছাতা চাদর লইয়া দুর্গাস্মরণপূর্ব্বক নসীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার সময় রমানাথ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়াই ত্রিপুরাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, রমানাথ সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য

হইয়াই ফিরিয়াছে। এ সময়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। মণিও সন্ধ্যার প্রদীপটা বড় ঘরের ভিতর রাখিয়া শাঁখ বাজাইয়া, দিদিমার কাছে আসিয়া বসিল।

রমানাথ জামা চাদরটা আল্‌নার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বিরক্তির সহিত আপন মনে বলিল, "বাপ, বাড়ীতো নয়, যেন নিবন্ধপুরী, কারো মুখে টু শব্দটী পর্য্যন্ত নাই। সকলেই যেন বোবা হাবা কালা। ঝাঁটা মার বাড়ীর মুখে। আস্‌ছে শনিবারে আর কোন শা—বাড়ী আসে। দিব্যি মেসে থাকা যাবে।"

রমানাথের এই স্বগত আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মণি খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "কি হ'ল রে রমা?"

রমানাথ বিরক্তভাবে বলিল, "হ'ল তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু। কিসের আবার কি হবে?"

ত্রিপু। কোথায় গিয়েছিলি?

রমা। চুলোয় গিয়েছিলাম—যমালয়ে।

রমানাথ কাপড় ছাড়িয়া গাড়ুটা টানিয়া হাত পা ধুইল। তারপর তামাক সাজিয়া, দাবার উপর আসনপিড়ী হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে আপন মনে বলিতে লাগিল, "চামার, চামার, বেটা বড় লোক নয় তো, আস্ত চামার। অমন সব উপযুক্ত ছেলে, আর বুড়ো বেটা বলে কিনা বিয়ে করব। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি?"

ত্রিপুরাসুন্দরী সবিস্ময়ে বলিলেন, "বুড়ো!"

হুঁকায় দুই তিনটা টান দিয়া একটু কাশিয়া রমানাথ বলিল, "বুড়ো ব'লে বুড়ো, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। বেটা আবার বলে কিনা, একখানা মহল লেখা পড়া ক'রে দেব। খেংরা মারি তোর

মহলের মুখে! বেটা আবার ভয় দেখায়, বুঝলে মিদিমা, ভয় দেখায় হুঁ, রমানাথ ভয় পাবার ছেলে কিনা?"

একটু হাসিয়া রমানাথ আবার হুঁকায় জোর টান দিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"মা!"

"কেন রে বিনু?"

"কিছু দান ক'রবে?"

"কি দান ক'রব?"

"এই টাকা—পয়সা।"

"কা'কে দিতে হবে?"

"যার নাই।"

"টাকা পয়সা তো অনেকেরই নাই।"

"হাঁ, তবে মনে কর, টাকার জন্য যাদের মেয়ের বিয়ে আটকায়।"

"আজকাল তো টাকার জন্য অনেকেরই মেয়ের বিয়ে আটকাচ্চে। আমি ক'জনকে দান করব?"

"সকলকে কি আর দিতে বলছি; তবে যার নেহাৎ আটকেছে।"

মা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাগল ছেলে! কার আটকেছে তাই খুলে বল্ না।"

মাকে হাসিতে দেখিয়া ছেলে একটু অপ্রতিভ হইল; একটু ইতস্ততঃ

করিয়া বলিল, "ঐ দক্ষিণ পাড়ার ব্রজ মুখুজ্জের মেয়ে।" মা বলিলেন, "ওঃ, সেই বেজ মুখুজ্জে, যে কর্ত্তার কাছে পাশা খেলতে আসতো?"

ছেলে বলিল, "হাঁ।"

মা। তার আবার মেয়ে কোথায়? মেয়ে তো অনেকদিন মারা গেছে?

ছেলে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "মেয়ে নয়, নাতনি।"

মা বলিলেন, "তাই বল্, নাতনি।" তারপর একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী দেখতে কেমন রে বিনু?"

বিনোদ মাথাটা নীচু করিয়া উত্তর করিল, "মন্দ নয়।"

"বয়স কত?"

"তের চোদ্দ হবে।"

"এত বড়?"

বিনোদ বলিল, "বড় বৈকি, তা কি করে বল, পয়সা না হলে তো ভাল ছেলে মেলে না। আর অমন মেয়েকে যার তার হাতে দেওয়া, সেটা কি ভাল?"

মা একটু হাসিলেন, ছেলের মুখখানা লজ্জায় যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তাদের সঙ্গে তোর জানা-শুনা আছে?"

বিনোদ বড় সমস্যায় পড়িল, কিন্তু মায়ের কাছে মিথ্যা বলিতেও পারিল না। দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এক আধটু জানা শুনা আছে। ও-পাড়ায় গেলে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ীতে যাই। বেজ মুখুজ্জের স্ত্রী আমাকে খুব যত্ন আত্তি করে।"

ছেলের মুখের উপর স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মা বলিলেন, "কোথাও সম্বন্ধ স্থির হয়েছে? ছেলে দেখা আছে?"

বিনোদ। না।

মা। তবে ?

বিনোদ। আগে টাকা, তারপর ছেলে।

মা। কিন্তু টাকার আগে যদি ছেলে পাওয়া যায় ?

বিনোদ সবিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিল; মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ বাজারে তা আর হয় না মা।"

মাও হাসিয়া বলিলেন, "তোর মায়ের কাছে সব হয় বিনু। কি রকম ছেলে চাই ?"

বিনোদ। একটু লেখাপড়া জানা, খেতে পরতে পায়।

মা। এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছেলে আমার সন্ধানে আছে।

বিনোদ। ভাল ছেলের অভাব কি ? অভাব পয়সার।

মা। এক পয়সারও দরকার নাই।

বিনোদ বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বল কি মা, সত্যি ?"

মা বলিলেন, "তোর মা কি মিথ্যা বলে ?"

বিনোদ একটু লজ্জিত হইল। মা বলিলেন, "কিন্তু মেয়েটা একবার দেখা দরকার।"

বিনোদ বলিল, "তাঁদের এখানে আসতে ব'লে দেব ?"

মা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাতে আর কাজ নাই, আমিই যাব।"

"তুমি যাবে মা ?"

"দোষ কি ? কাল পঞ্চানন্দ তলায় যেতে হবে। ফেরবার মুখে ওদের বাড়ী হ'য়ে আসব।"

বিনোদ সানন্দে উঠিয়া গেল। মা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, জমিজমা এবং তেজারতী

কারবার সব ফেলিয়া রত্নেশ্বর রায় মহাশয় যখন পরলোকের পথিক হইলেন, তখন অনেকেই মনে করিল, পুত্র বিনোদ এবার পিতার কষ্টার্জ্জিত টাকাগুলা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে, এবং পাঁচ ভূতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া আপনাদের শূন্য উদর পূর্ণ করিতে থাকিবে। এই আশায় পাঁচ ভূতও আসিয়া জুটিল; কিন্তু গৃহিণী অন্নপূর্ণার গৃহিণী-পণায় এবং বুড়া সরকার রামজয় ঘোষের তীক্ষ্ণদর্শিতার ফলে তাহা-দিগকে একে একে সরিয়া পড়িতে হইল। এদিকে বিনোদও বি-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল; টাকার ছিনিমিনি খেলার দিকে আদৌ মনোযোগ দিল না।

সেবারে বিনোদ যখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল, তখন সে ছুটীতে একবার বাড়ী আসিয়াছিল। সেই সময়ে মহেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গণেশের বিবাহ হয়। গণেশ বিনোদের বাল্যবন্ধু, সুতরাং বন্ধুর অনুরোধে বিনোদকে বিবাহ দিতে যাইতে হইল। বিবাহে কিন্তু বড় গোলযোগ বাধিল। গ্রামে দলাদলি ছিল। সেই সূত্রে বিবাহসভায় একটা কথা উঠিল যে, মেয়ের মার চরিত্র দূষিত ছিল। মেয়ের বাপ বিপ্রদাস স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা জানিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে, এবং পুলীশকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কথাটা শুনিয়া মহেশ চক্রবর্ত্তী শিহরিয়া উঠিলেন, এবং কুলটার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়া বর উঠাইয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। বিপ্রদাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা আসিয়া বরের বাপকে বুঝাইল যে, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীসাধ্বী ছিলেন, হৃদ্-রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পুলীশ আসিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও ঐ বিপক্ষদলের চক্রান্তের ফল।

মহেশ চক্রবর্ত্তী কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, আর তিনশত টাকা নগদ পাইলে এই কার্য্যে মত দিতে পারেন।

বিপ্রদাসের তখন আর পাঁচ টাকা দিবার সঙ্গতি ছিল না, সর্ব্বস্ব বেচিয়া, বন্ধক দিয়া পণের আটশত টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি মহেশ চক্রবর্ত্তীর পায়ে পড়িলেন, বরযাত্রীদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না, মহেশ চক্রবর্ত্তী বর উঠাইয়া লইলেন। বিপ্রদাস আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

বিনোদ গিয়া বরের হাত ধরিল; বলিল, "গণেশ, বিয়ে কর্।"

গণেশ বলিল, "বাবার মত চাই।"

বিনোদ। তিনি মত দেবেন না।

গণেশ। তাঁর অমতে আমি বিয়ে করতে পারব না।

বিনোদ। ব্রাহ্মণের জাতি ধর্ম্ম যায়।

গণেশ। তিন শো টাকা দিলেই সব রক্ষা পায়।

গণেশের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ তীব্র কণ্ঠে বলিল, "তুই না লেখাপড়া শিখেছিস্?"

গণেশ মাথা হেঁট করিল। মহেশ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "লেখা-পড়া শিখলে বুঝি দাতাকর্ণ হ'তে হয়?"

বিনোদ। দাতাকর্ণ হয় না, মানুষ হয়।

মহেশ। যে মানুষ সে টাকার কদর বুঝে।

ভ্রূকুটী করিয়া বিনোদ বলিল, "টাকা পেলেই বিয়ে দিবেন?"

মহেশ। নিশ্চয়।

বিনোদ। বেশ, আমি তিন শো টাকা দেব।

মহেশ হাত পাতিয়া বলিলেন, "দাও।"

বিনোদ বলিল, "আমার সঙ্গে টাকা নাই, কাল পাবেন।"

মহেশ হাসিয়া বলিলেন, "এ সব ধারের কাজ নয় বাবাজী। এস গণেশ।"

বিনোদ জোরে গণেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্চি।"

মহেশ। হ্যাণ্ডনোট নিয়ে আমি বুঝি তোমার নামে নালিশ করতে যাব?

বিনোদ। তিন শো টাকার জন্য আপনাকে নালিশ করতে হবে না।

মহেশ। নিশ্চয়ই হবে। টাকা তো তোমার সেই বুড়ো সরকার বেটার হাতে? সে বেটাকে কে না চেনে?

বিনোদ তখন কন্যাপক্ষীয়দের নিকট টাকা ধার চাহিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে সেই রাত্রিকালে তিনশত টাকা আনিয়া দিতে পারে। দুই একজনের সে সঙ্গতি থাকিলেও দিতে রাজী হইল না; স্বগ্রামবাসী যাহাকে বিশ্বাস করিল না, বিদেশী তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারে? মহেশ চক্রবর্ত্তী পুত্রের হাত টানিয়া বলিলেন, "চলে এস।"

বিনোদ রুদ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই?"

মহেশ রাগিয়া উত্তর করিলেন, "না। তোমার যদি থাকে, তবে এই কুলটার মেয়েকে বিয়ে ক'রে সে পরিচয় দাও।"

"নিশ্চয়ই দেব" বলিয়া বিনোদ গণেশের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিল, এবং ভূপতিত বিপ্রদাসের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "চলুন, আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করব।"

বিপ্রদাস আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বিনোদকে

আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি রাজা হও বাবা।"

স্তম্ভিত মঙ্গল শঙ্খ আবার বাজিয়া উঠিল। বিপ্রদাস যথারীতি বিনোদের হস্তে কন্যা উমাকে সম্প্রদান করিলেন।

পরদিন সকালে রামজয় সংবাদটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, এবং ছুটিয়া গিয়া গৃহিণীকে দারুণ দুঃসংবাদের মতই এই অতর্কিত বিবাহের সংবাদটা শুনাইল। গৃহিণী কিন্তু সংবাদটাকে তেমন অশুভ-ভাবে গ্রহণ করিলেন না; তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা আর কি করবে রামজয়, বিনু যখন এ কাজ করেছে, তখন আমাদেরও তা স্বীকার ক'রে নিতে হবে। এখন আমার বৌমাকে আমার বৌএর মতই জাঁকজমকে নিয়ে এস।"

রামজয় আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে লোকজন ও বাদ্যভাণ্ড লইয়া বধূ সহিত বিনোদকে ঘরে আনিল। গৃহিণী বধূর মুখ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রামজয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ রামজয়, আমার ঘরের লক্ষ্মী এসেছে।"

বধূর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া রামজয়ও সে কথা অস্বীকার করিতে পারিল না। তবে মথুরাবাটীর জমিদারের মেয়ে, আর সেই সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাতছাড়া হওয়ায় সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

আর একজনেরও যথেষ্ট মনঃক্ষোভ হইল, তিনি মহেশ চক্রবর্ত্তী। বিনোদের ব্যবহারে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন, এবং বিনোদ এতটা বাড়াবাড়ি না করিলে যে আট আর তিনে এগার শত টাকা নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইত এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া ফেলিলেন। তিনি অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা লইয়া

সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিনোদ ধনে মানে ক্ষমতায় সকল বিষয়েই তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া তাঁহাকে আপাতত অপেক্ষা করিতে হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রত্নেশ্বর রায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বিনোদ গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র সকলকেই আহ্বান করিত। সে বৎসরেও বিনোদ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উদ্যোগ আয়োজন করিল। কিন্তু মহেশ চক্রবর্ত্তীর ষড়যন্ত্র তখন পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধদিবসে মধ্যাহ্নকালে গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া পাঠাইল। রামজয় শুনিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, "রতন রায়ের ছেলেকে একঘ'রে করে কোন্—; বেটাদের ঘাড়ে ধরে এনে খাওয়াব।"

রামজয়ের স্পর্দ্ধিত বাক্যশ্রবণে লোকে আরও চটিয়া গেল; যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত রাগিয়া উঠিল। তখন সকলে একবাক্য হইয়া বলিল, "রতন রায়ের ছেলে একটা বেশ্যার মেয়েকে ঘরে এনেছে, সে মেয়ে থাকতে আমরা তার বাড়ীতে জলগ্রহণ করব না।"

গৃহিণী অন্নপূর্ণা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বিনোদ আসিয়া ডাকিল, "মা!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এতদিনে সব গেল বিনোদ।"

বিনোদ বলিল, "কিছুই যাবে না মা,, আমি পাল্কী ঠিক করতে পাঠিয়েছি।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "পাল্কী ? পাল্কী কি হবে ?"

বিনোদ বলিল, "যার জন্য এত গোলযোগ, তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব।"

গৃহিণী বলিলেন, "কা'কে ? বৌমাকে ? বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

বিনোদ দৃঢ়স্বরে বলিল, "যার জন্য বাবার শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়, রায়-বংশের মাথা হেঁট হয়, সে লক্ষ্মীই হোক্ বা সাক্ষাৎ ভগবতীই হোক্, এ বাড়ীতে তার জায়গা নাই।"

বিনোদ দ্রুতপদে আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। গৃহিণী ডাকিলেন, "বিনোদ, শোন্।"

বিনোদ ফিরিয়া চাহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বয়ং উমার হাত ধরিয়া তাহাকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। রামজয় আসিয়া গৃহিণীর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গিন্নী মাগো, বাড়ীর লক্ষ্মী চলে গেল।"

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না, স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদ আসিয়া বলিল, "জয়দাদা, ব্রাহ্মণদের পাতা ক'রে দাও।"

রামজয় তাহার উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। বিনোদ স্বয়ং পাতা করিতে চলিল।

লোকজন খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর গৃহিণী বিনোদের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ!"

বিনোদ তখন জানালার ধারে দুই হাতে মাথা টিপিয়া একখানা

চৌকীর উপর বসিয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; পুত্রের মাথায় হাত দিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিনোদ, বাপ!"

বিনোদ শূন্য দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা গভীর বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন এ কষ্ট বুক পেতে নিলি বিনু?"

রুদ্ধকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "একটা দিনের জন্য তোমার অবাধ্য হ'য়েছি মা, আমায় ক্ষমা কর।"

অন্ন। আমার ক্ষমা করবার কিছুই নাই বাপ, আমি শুধু ভাবছি—

বিনোদ। তার কথা ভুলে যাও মা, সে নিতান্ত হতভাগিনী।

বিনোদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; অন্নপূর্ণা পুত্রের মাথায় হাত দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু থামিয়া বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কিন্তু কি বিনু?"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু নিজের শক্তি না বুঝে একটা বালিকার জীবন কেন নিষ্ফল ক'রে দিলাম মা?" বিনোদের বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "নিষ্ফল কেন হবে বাপ?"

বিনোদ সকাতর দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী, তার জীবন কখনই নিষ্ফল হবে না। তবে সীতা দেবীকেও অনেক কষ্ট সহ্য করতে হ'য়েছিল।"

আশার মৃদু আলোকপাতে বিনোদের মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা ছেলের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখন কিছু মুখে দিবি আয়।"

বিনোদ মুখ নীচু করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুই না খেলে আমি যে কিছু মুখে দিতে পারব না।"

বিনোদ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, "চল মা।"

মা ছেলের হাত ধরিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বিনোদ বলিল, "জয়া দাদা খেয়েছে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাকে দেখতে পাচ্চি না।"

"আমি দেখছি" বলিয়া বিনোদ ত্রস্তপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

বিনোদ গিয়া দেখিল, রামজয় তাহার ছোট ঘরখানিতে রাশীকৃত খাতাপত্র লইয়া খুব মনোযোগের সহিত হিসাবনিকাশ করিতেছে। বিনোদ ডাকিল, "জয়দাদা !"

রামজয়ের হাতের কলম আরও জোরে চলিতে লাগিল। বিনোদ গিয়া কলমটা কাড়িয়া লইল। রামজয় স্ফীত রক্তিম চোখ দুইটা তুলিয়া একবার বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নত করিল। বিনোদ বলিল, "এমন সময়ে খাতাপত্র নিয়ে কি হচ্চে ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রামজয় বলিল, "হিসেব নিকেশগুলা সেরে রাখচি।"

বিনোদ বলিল, "হিসেব সারবার কি আর সময় পাবে না ?"

"যদিই না পাই" বলিয়া রামজয় কলমটা তুলিয়া লইল। বিনোদ বলিল, "হিসেব থাক্, এখন কিছু খেতে হবে ?"

রামজয় সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আঙ্গুল গণিয়া পাঁচ আর উনিশের যোগফল ঠিক করিতে লাগিল। বিনোদ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "উঠে এস।"

মুখ না তুলিয়াই রামজয় বলিল, "একটু পরে যাচ্চি।"

বিনোদ বলিল, "মা এখনও মুখে জল দেন নি।"

আপন মনে অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে রামজয় খাতা তুলিয়া বিনোদের পশ্চাদবর্ত্তী হইল।

অতঃপর বিনোদ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু মা বলিলেন, "সেখানে বড় লোকদের দেখতে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে, কিন্তু এখানে গরীবদের দেখবার কেউ যে নাই বিনু?"

সুতরাং বিনোদের আর কলিকাতায় ডাক্তারী করা হইল না, দেশেই বাড়ীতে ডাক্তারখানা খুলিল। ব্যবসায় বেশ চলিল; সকালে সন্ধ্যায় রোগীতে ডাক্তারখানা ভরিয়া যাইতে লাগিল। তবে রোগীর আমদানীর ন্যায় টাকার আমদানী হইল না, বরং রামজয়ের খাতায় খরচের ঘরে অনেকগুলা টাকার অঙ্ক বাড়িয়া উঠিল। মাসান্তে রামজয় খাতা বগলে আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "এ মাসে তিন শো টাকার ওষুধ খরচ হয়েছে, গিন্নী মা।"

গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মোটে তিন শো?"

রামজয় খাতা লইয়া পলাইয়া গেল। ইহার পর তিন অঙ্কের স্থলে পাঁচ অঙ্ক আসিয়া বসিলেও সে আর কখন গৃহিণীর নিকট অভিযোগ করিতে যায় নাই।

ব্যবসায় চলিল, নামডাক যথেষ্ট হইল, অর্থাগমও যে না হইতে লাগিল এমন নয়, কিন্তু বধূ উমার আর কোন খোঁজখবর লওয়া হইল না। রামজয় খোঁজ লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদের সম্পূর্ণ অসম্মতি দেখিয়া সে সাহস করে নাই।

মহেশ চক্রবর্ত্তী ইদানীং বিনোদের একজন পরম শুভানুধ্যায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেশ্যাকন্যাকে ত্যাগ করিয়া বিনোদ যে ব্রজেশ্বর রায়ের উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছে, এ কথার উল্লেখ করিয়া তিনি প্রায়ই বিনোদ বাবুর প্রশংসা করিতেন, এবং শীঘ্রই যে কোন রাজকন্যার সহিত বিনোদের বিবাহ হইবে এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ করিতেও

ছাড়িতেন না। এরূপ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর বিরলকেশ মস্তকে চপেটাঘাত করিবার জন্য রামজয়ের সময়ে সময়ে হস্তকণ্ডূতি উপস্থিত হইত, কিন্তু সে বিনোদের ভয়ে সে কণ্ডূতি নিবারণ করিতে পারিত না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পরিত্যক্তা বধূর কথা উত্থাপিত হওয়ায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শুনিয়া রামজয় বলিয়াছিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়, গরু মারলে তার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

চক্রবর্ত্তী উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রাজাপত্য ব্রত।"

রামজয় হাসিয়া বলিয়াছিল, "কেউ কেউ বলে জুতো দান।"

কথাটা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা যে তাঁহার অন্তরের হাসি নয়, তাহা কেবল রামজয়ই বুঝিতে পারিয়াছিল।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেলে বিনোদের পুনরায় বিবাহ-সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। রামজয় যখন দেখিল যে, পরিত্যক্তা বধূকে পুনরায় গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন সে অগত্যা গৃহিণীর নিকট প্রস্তাব করিল যে, বৌমাকে ত্যাগ করা হইলেও তাঁহার খাওয়া পরার সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত, অতএব তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করা হউক।

অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রামজয় স্বয়ং এ বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য বিনোদের শ্বশুরালয় বেলপুকুরে যাত্রা করিল। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে হতাশ হইয়া পড়িল! শুনিল, শিবপ্রদাস দেশত্যাগ করিয়াছেন; উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তিনি শোকে দুঃখে কন্যাকে লইয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন।

কলিকাতায় যে দুই চারিজন পরিচিত লোক ছিল, তাহাদিগের

দ্বারা রামজয় অনুসন্ধান করাইল, কিন্তু বিপ্রদাস বা তদীয় কন্যার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন সকলেই উমার আশা ছাড়িয়া দিল। রামজয় পুনরায় বিনোদকে সংসারী করিবার জন্য তাহার বিবাহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

মা কিন্তু ছেলের বিবাহে আদৌ মনোযোগী হইলেন না। বধূকে ত্যাগ করিয়া বিনোদ হৃদয়ে কত গভীর আঘাত পাইয়াছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিনোদের হৃদয়ের সে আঘাতজনিত ক্ষত শুষ্ক হইবার জন্য সময় দিতেছিলেন। বিবাহের জন্য উৎপীড়ন করিয়া সে ক্ষতে লবণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাতা পুত্রের উপর স্নেহের দাবী করিতেন, কিন্তু উৎপীড়নের দাবী রাখিতেন না।

দুই চারিবার চেষ্টা করিয়া রামজয় যখন পুত্রের বিবাহে মাতার সম্পূর্ণ উপেক্ষা বুঝিতে পারিল, তখন অগত্যা সে নিরস্ত হইল। বিনোদ আপনার ডাক্তারী ব্যবসায় আর পুস্তকের রাশি লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এইরূপে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন অন্নপূর্ণা সহসা ছেলের কথায় বেশ একটু ইঙ্গিত পাইয়া আশায় বুক বাঁধিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন অন্নপূর্ণা দক্ষিণপাড়ায় পঞ্চানন্দের পূজা দিতে গেলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তন পথে ব্রজ মুখুজ্জের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন। অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব করিলেন, নানা কথায় তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা জানিয়া লইলেন; মণিকে দেখিলেন, দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলেন। শেষে কথায় কথায় এমন একটু আভাস দিলেন, যাহা ত্রিপুরাসুন্দরীর কল্পনার অতীত। অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলে তিনি তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়া আশার সফলতার জন্য ঠাকুর দেবতাকে বিস্তর মানসিক করিলেন।

অন্নপূর্ণা সেইদিন সন্ধ্যার পর বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ ব্রজ মুখুজ্যের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

বিনোদ আগ্রহের সহিত মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মণিকে দেখলাম; দিব্যি মেয়ে।"

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কিন্তু বাপু, টাকা পয়সা দিয়ে আমি ওদের সাহায্য করতে পারব না।"

বিনোদ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

অন্ন। তাতে ওদের অপমান করা হয়। আর মণির দিদিমা বোধ হয় সে অপমান মাথা পেতে নেবে না।

বিনোদ। সে কথা সত্য।

অন্ন। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্‌, একটী ভাল ছেলের চেষ্টা দেখ।

বিনোদ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "কিন্তু ভাল ছেলে তো অমনি পাওয়া যাবে না, পয়সা চাই।"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, "তা হবে না বাপ, বিনা পয়সায় একটী খুব ভাল ছেলে চাই।"

বিনোদ হাসিল; বলিল, "বরং আকাশের চাঁদ পাওয়া যেতে পারে, তবু এমন একটী ছেলে পাওয়া সম্ভব নয়।"

অন্ন। সংসারে অসম্ভব কিছু নাই বিনু।

বিনোদ। দু'একটা আছে বৈকি মা, যেমন বামনের চাঁদ ধরা।

অন্ন। কিন্তু যে বামন নয়, তার পক্ষে চাঁদ ধরাটা অসম্ভব নাও হ'তে পারে।

মায়ের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি কিন্তু তাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছি।"

বিনোদ। কি আশ্বাস দিয়ে এসেছ?

অন্ন। একটী খুব ভাল ছেলে যোগাড় ক'রে দেব ব'লে এসেছি।

বিনোদ। পাবে কোথায়?

অন্ন। সে ভার তোর উপর।

চমকিত হইয়া বিনোদ বলিল, "আমার উপর? আমি কোথায় পাব মা?"

ঈষৎ হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না পাস্‌, তোর মা মিথ্যাবাদী হবে।"

বিনোদ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ভাবছিস্‌ কি?"

বিনোদ বলিল, "বড় কঠিন ভার মা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি কিন্তু যোগ্যপাত্রেই সে ভার দিয়েছি।"

বিনোদ স্থির দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

মা ছেলের হাত খানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "তোর প্রাণে কি ব্যথা, তা আমি জানি বিনোদ, কিন্তু তোর মায়ের বুকে কি ব্যথা, তা কি ভেবে দেখেছিস্?"

বিনোদ দুই হাতে মুখ ঢাকিল; অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তারপর সংসারের কথা পড়িল। খাজনা আদায়ের কথা, মাসিক খরচের কথা, হীরু পালের ছেলের ব্যারামের কথা, ইত্যাদি অনেক কথাই হইল। কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল। পাচিকা বিনোদের খাবার আনিয়া দিল। মা কাছে বসিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বিনোদ কিন্তু সে দিন ভাল খাইতে পারিল না। অন্নপূর্ণা তাহাকে অতঃপর অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া শুইতে যাইতে বলিলেন।

বিনোদ আপনার ঘরে গিয়া আলোটা কমাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একখানা খাতা বাহির করিল। খাতার ভিতর একখানা চিঠি ছিল। বিনোদ চেয়ারে বসিয়া, আলোটা কাছে টানিয়া আনিয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিল।

চিঠিখানা অনেকদিনের পুরাতন, প্রায় দুই বৎসর আগেকার লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল,—

"শ্রীচরণেষু,

প্রায় এক বৎসর পরে তোমায় পত্র লিখছি। পরিত্যক্তার পত্র লেখায় কোন দোষ আছে কি? দোষ থাক্ আর নাই থাক্, আমি কিন্তু পত্র না লিখে আর থাকতে পারলাম না। এতদিন লিখি নাই কেন? রাগ ক'রে কি লিখি নাই? না, রাগ নয়, লিখতে সাহস হয় না।

রাগ? কি জন্য রাগ হবে? আমায় ত্যাগ করেছ, কিন্তু সে দোষ তো তোমাদের নয়, দোষ আমার—আমার অদৃষ্টের। আমার অদৃষ্ট যে বড় মন্দ। তিন বছরের বেলায় মা হারিয়েছিলাম, বার বছরে আবার মা পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম তোমাকে। তুমি—তুমি যে কি, তা আমি বলতে পারি না। দেবতাদের কথা শুনেছি, কখন চোখে দেখি নাই, সুতরাং বলতে পারি না, তুমি দেবতার চেয়েও বড় কি না। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে আমি সব হারালাম। জীবনের সুখস্বপ্ন ক্ষুদ্র ছয়টী মাসের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। আমার অদৃষ্টের দোষ নয় কি?

আমাকে ত্যাগ করায় তুমি হয় তো—হয় তো কেন, নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমার জন্য একটুও কষ্ট ভেবো না। আমার তো কোন কষ্টই নাই। আমি তোমার সঙ্গ হারিয়েছি বটে, কিন্তু তোমাকে তো হারাই নাই। তুমি যে আমার ভিতরে বাহিরে, ইহকালে পরকালে। রামচন্দ্র প্রজাদের সন্তোষের জন্য সীতাকে বনে দিয়েছিলেন, তুমি বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমায় ত্যাগ করেছ। তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপ্রাণ স্বামী কয়টা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটে? আমার ঘটে ছিল, কিন্তু অদৃষ্টে সইলো না। তাই আমিও সীতার মতই দিনরাত ঠাকুরদেবতাদের কাছে প্রার্থনা করচি, যেন জন্মজন্মান্তরে তোমাকেই স্বামী পাই, কিন্তু আর যেন তোমার চরণসেবা হ'তে বঞ্চিত না হই।"

বিনোদ ডান হাতে মাথাটা টিপিয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; তারপর আবার পড়িতে লাগিল,—

"আমার যদি কিছু কষ্ট থাকে তবে সে তোমার জন্য। আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাকবে? শুনলাম, তুমি নাকি আর বিয়ে করতে চাওনা। সত্য কি? কেন? কার জন্য? কথাটা শুনে আমার খুব গর্ব্ব বোধ হচ্চে, আহ্লাদে চোখের জল চাপতে পাচ্চি না। কিন্তু হায়, এ আনন্দের পাশেই যে তোমার বিষাদ-মলিন মুখখানা দেখতে পাচ্চি। ছি ছি, তোমার সে দুঃখের কাছে আমার সুখ? লোকে যাই বলুক, আমার সতীসাধ্বী মা স্বর্গে গেছেন, আমি তাঁরই মেয়ে।

আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না, কেবল একটা ভিক্ষা আছে। আমার সে অনুরোধ রাখবে? তুমি আবার বিয়ে ক'র, আমার মাথার দিব্যি, তুমি বিয়ে কর। মনে ক'র না, তাতে আমার মনে কষ্ট হবে। আমি সত্যি বলছি, একটুও কষ্ট হবে না। আমরা হিঁদুর মেয়ে, স্বামীই আমাদের সর্ব্বস্ব, স্বামীর সুখেই আমাদের সুখ। যেদিন শুনব তুমি আবার বিয়ে করেছ, সেদিন আমার যে সুখ হবে, সত্যি বলছি, তুমি আমাকে পুনরায় গ্রহণ করলেও আমার তত সুখ হবে না।

একটা স্ত্রীলোকের জন্য আপনার জীবনটাকে নষ্ট ক'রো না। আবার বলছি, যদি আমায় একদিনের জন্যও পায়ে স্থান দিয়ে থাক, একটুও ভালবেসে থাক, তবে তুমি আবার বিয়ে কর। ইতি

দাসী উমা।"

বিনোদ পত্রখানা একবার দুইবার তিনবার পড়িয়া তাহাকে আবার খাতার মধ্যে রাখিয়া দিল; তারপর দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু হাতের চাপে চোখের জল থামিল না, তাহা হাতের ফাঁক দিয়া গড়াইয়া টেবিলের উপর টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শনিবারে বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার পর যখন জল খাইতে বসিল, তখন জলখাবারের জায়গায় মুড়ির পরিবর্ত্তে ক্ষীরের সন্দেশের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি দিদিমা ?"

দিদিমা বলিলেন, "খেয়েই দেখ্ না কি ; ক্ষীরের সন্দেশ।"

রমানাথ বলিল, "সন্দেশ তা তো দেখেই চিনেছি ! কিন্তু এলো কোথা হ'তে ?"

দিদিমা বলিলেন, "কেন, আসতে কি নাই ?"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "আসতে আবার নাই ? হরি করুন নিত্যি নিত্যি আসুক। তবে আগমনটা কোথা হ'তে হ'ল, সেইটাই জানতে চাই।"

দিদি। তা না জানলে বুঝি খেতে নাই ?

ঘাড় নাড়িয়া রমানাথ বলিল, "উহুঁ, কি জান দিদিমা, সকল জিনিসেরই উৎপত্তি, গতি, স্থিতি জেনে তবে তার ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ উদরের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তার কুলশীলটা ভাল রকমেই জানা দরকার।"

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, কুল শীল গাঁই গোত্তর সব বলছি, তুই খা।"

দিদিমা দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলান মালাছড়াটা পাড়িয়া লইয়া

রমানাথের সম্মুখে বসিলেন। রমানাথ ততক্ষণ একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার আস্বাদ অনুভব করিতে করিতে বলিল, "চমৎকার !"

দিদিমা সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু তোকে আজ যে খবর শোনাব, তা এর চেয়েও চমৎকার।"

রমানাথ ব্যস্তভাবে বলিল, "তবে একটু থাম দিদিমা, আগে এ ক'টাকে গালে ফেলে দিই। ভাল জিনিসের পর আর মন্দ জিনিস মনে ধরবে না।"

রমানাথ ত্বরিত হস্তে সন্দেশ কয়টা গালে ফেলিয়া দিয়া খানিকটা জল খাইল; তারপর কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া বলিল, "এখন তোমার চমৎকার খবরটা বল।"

দিদিমা বলিলেন, "তুই আগে বল্, এ সন্দেশ কোথা হ'তে এসেছে ব'লে তোর মনে হয় ?"

রমানাথ একটু ভাবিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তেমন কিছু মনে হ'ল না।"

হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "ধন্যি তোর মন ? ঘরে আইবড় মেয়ে থাকতে সন্দেশ আসবার ভাবনা কি ?"

রমানাথ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিল।

দিদিমা বলিলেন, "তুই তো এত ছুটাছুটি করেও কিছু করতে পারলি না। আমি কিন্তু ঘরে ব'সে সব ঠিক করে ফেলেছি।"

রমানাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সব ঠিক ?"

দিদি। হাঁ, সব ঠিক। কাল তুই আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবি। ছাব্বিশে বিয়ে।

রমা। একেবারে বিয়ে ?

দিদি। একেবারে নয় তো কি সাতবারে? একি তোর পাত্তর দেখা?

দিদিমা একটু গর্ব্বের হাসি হাসিলেন; রমানাথের মুখখানা যেন গম্ভীর হইয়া আসিল। দিদিমা বলিলেন, "যেমন বর, তেমনি ঘর। তুই যেমনটী চাস্ ঠিক তেমনটী। তাই তোর মত না নিয়েই সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

রমানাথ ললাটে মধ্যমা ও তর্জ্জনী ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "কোথায় ঠিক হ'ল?"

দিদি। এই গাঁয়েই।

রমা। এ গাঁয়ে? এ গাঁয়ে তেমন কে আছে?

দিদি। আছে বই কি; বিনোদ ডাক্তারকে চিনিস্ না?

রমা। ওঃ, বিনোদ রায়? যে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে?

দিদি। হাঁ, সেই বটে। তা সে তো স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেনি, পাঁচজনের ভয়ে ত্যাগ করেছে। বৌটাকে ত্যাগ করে এতদিন পর্য্যন্ত বিয়ে করে নি।

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "এখন যে আবার বিয়ে করছে?"

দিদিমা বলিলেন, "তা আর করবে না? বড়লোকের ছেলে, চিরকাল উদাসীন হ'য়ে থাকবে? তা ছাড়া ভিতরে আর একটু কথা আছে।"

রমা। আর কি কথা?

দিদি। বিনোদ মণিকে ভালবাসে।

রমা। কে বললে?

দিদি। বলবে আবার কে? আমি তার ভাব ভঙ্গী দেখেই বুঝেছি। আর তার মায়ের কথাতেও যেন সেই রকমই আঁচ পেলাম।

রমা। কি রকম আঁচ পেলে ?

দিদি। এই ধর্না, অমন বড়লোক, পাশ করা ছেলে, অত বড় ডাক্তার, কিন্তু একটী পয়সা চায় না, শুধু মেয়েটী চায়। গিন্নী নিজে ছ'দিন এসে দেখে গিয়েছে। আজ আবার এক থালা সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। এত করে কেন ? দেশে কি আব সুন্দরী মেয়ে নাই ?

রমানাথ একটু হাসিল ; বলিল, "মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু সতীনের উপর কে মেয়ে দিবে ?"

দিদি। সতীন আবাব কোথায় ? সে বৌকে তো ত্যাগ কবেছে।

রমা। পাঁচজনের ভয়ে ত্যাগ কবেছে, আবার পাঁচজনের মত পেলেই ঘরে নেবে। তখন ?

দিদিমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। রমানাথ বলিল, "তখন হয়তো মণিকে ত্যাগ ক'রে আবার তাকে গ্রহণ করবে।"

দিদিমা বলিলেন, "না না, তা হবে না, সে মণিকে ভালবাসে।"

রমানাথ বলিল, "ও কথাটা ছেড়ে দাও দিদিমা, 'বড় লোকের ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।' বিশেষ যে এক স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তার ভালবাসার মূল্য কত তা সহজেই বোঝা যাচ্চে।"

দিদিমা মালাছড়া সমেত হাতটা গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুই বলিস্ কিরে রমা ?"

রমানাথ বলিল, "যা সত্য তাই বলি "

দিদিমা। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি ?

রমা। কথা দিয়েছ সেটা ফিরিয়ে নিলেই চলবে, কিন্তু বিয়ে হ'য়ে গেলে তা আর ফিরবে না।

দিদি। আমি কি ব'লে আবার কথা ফেরাব ?

রমা। বিয়ে হবে না ব'লে।

দিদি। আমি তা পারব না।

রমা। তুমি না পার আমি পারব।

দিদিমা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা বলিলেন, "না রমা, তাতে কাজ নাই।"

রমানাথ একটু রাগতভাবে বলিল, "তবে কিসে কাজ আছে?"

দিদিমা। এমন ছেলে হাতছাড়া করিস্ না। তাকে আর নেবে না; আর যদিই নেয় তাতেই বা দোষ কি। আগে যে লোকে পাঁচ সাত গণ্ডা বিয়ে ক'রত।

রমা। খুব বীরপুরুষের কাজ ক'রত। কিন্তু সে সত্যযুগ এখন আর নাই দিদিমা।

দিদি। নাই থাক, আমি কিন্তু এ সম্বন্ধ ভাঙ্গতে পারব না।

রমা। তোমাকে ভাঙ্গতে হবে না, আমিই ভেঙ্গে দিচ্চি।

দিদিমা রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা হ'লে আমি কিন্তু আর তোদের কোন কথাতেই থাকব না।"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "সেটা মণির পক্ষে উপকার বই অপকার হবে না।"

রমানাথ ঘরের বাহির হইয়া গেল; দিদিমা স্তম্ভিতভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

মণি আসিয়া ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা কথা কহিলেন না। মণি একটু অপেক্ষা করিয়া, আর একটু কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা মুখ তুলিয়া ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কেন?"

দিদিমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ এবং তদপেক্ষা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া

মণি বিস্মিত হইল; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা ?"

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে।"

মণি মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। দিদিমা ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "স'রে যা মণি, আমি তোদের শত্রু, শত্রুর সামনে হ'তে চলে যা।"

দিদিমা মুখ ফিরাইয়া লইলেন; তাঁহার হাতের মালা জোরে জোরে ঘুরিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মণি শিবপূজা করিতেছিল। সম্মুখে একটী ছোট মাটীর শিব রাখিয়া তাহাকে ফুল বিল্বপত্রে ঢাকিয়া দিয়াছিল। তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদু গদ্গদকণ্ঠে ধীরে ধীরে পড়িতেছিল,—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

অগ্রভাগে গ্রন্থি দেওয়া ভিজা চুলগুলা পিঠের কাপড় ঢাকিয়া পড়িয়াছিল; স্নানশুদ্ধ মুখখানা হইতে ভক্তির নির্ম্মল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল; কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা শারদ উষার নির্ম্মল বক্ষে প্রভাততপনের মতই সুন্দর দেখাইতেছিল। মণি ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে সুরের সহিত বলিতেছিল,—

"নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষং নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমো পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥"

সহসা পশ্চাতে চাপা হাসির মৃদু শব্দে চমকিত হইয়া মণি ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, দাঁড়াইয়া বিনোদ। মণি তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলিতে গেল, কিন্তু পিঠের চুলগুলা চাপিয়া থাকায় সে কার্য্য তত সত্বর সম্পন্ন হইল না। বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "থাক্ থাক্, আমি চলে যাচ্চি, দিদিমা কোথায়?"

মণি ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নাইতে গেছেন।"

মণি একটা বেলপাতা লইয়া নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল। বিনোদ বলিল, "তোমার পূজায় বাধা দিলাম, না?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মণি বলিল, "আমার পূজো হয়ে গিয়েছে।"

বিনোদ বলিল, "তুমি সংস্কৃত মন্ত্রগুলা বেশ সুন্দব আবৃত্তি করতে পার।"

মণি লজ্জায় মাথা নীচু করিল। বিনোদ বলিল, "শিবপূজা করচ বটে, কিন্তু শিবের মত স্বামী তো জুটলো না।"

বিনোদ হাসিল। মণি সহাস্য কণ্ঠে বলিল, "আমি তো শিবের মত স্বামী চাই না।"

বিনোদ। তবে কি শিবের অনুচরের মত চাও?

মণি। না, আমি চাই মানুষের মত।

বিনোদ। শিব বোধ হয় সে প্রার্থনাটুকুও শুনলেন না।

বিনোদের দিকে একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মণি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। বিনোদ বলিল, "তুমি পূজা শেষ কর, আমি এখন যাই।"

মণি বলিল, "বসবেন না?"

বিনোদ বলিল, "বসতেই এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি এখন না বসাটাই ঠিক। তোমার রমাদা কোথায়?"

মণি। বাজারে গেছে বোধ হয়।

"তবে আর এক সময়ে আসব" বলিয়া বিনোদ প্রস্থানোদ্যত হইল। কয়েকপদ গিয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল; জানি না, কোন্ আকর্ষণে মণিও তখন সেই দিকে চাহিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য চারিচক্ষু সম্মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম মুহূর্ত্তকালটী উভয়ের হৃদয়ে এমন একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিল, যাহাতে আর কেহ কাহারও দিকে চাহিতে সাহস করিল না।

রমানাথ বাড়ীতে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ এসেছিল, না?"

মণি পূজার ফুল বিল্বপত্র ঘটীর ভিতর তুলিতে তুলিতে বলিল, "হাঁ।"

রমানাথ একটু কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এসেছিল?"

মণি ঘাড় না তুলিয়াই বলিল, "জানি না।"

রমা। কতক্ষণ এসেছিল?

মণি। এইমাত্র।

রমা। কি ব'লে গেল?

মণি। কিছুই না।

"হুঁঃ" বলিয়া রমানাথ জুতা চাদর ছাড়িয়া হুঁকার অন্বেষণে ব্যস্ত হইল; মণি ফুল চাল খুঁটিয়া লইয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া ঘাটে হাত ধুইতে গেল।

ডান হাতে জলের ঘটী, বাম হাতে ভিজা কাপড় গামছা, গলায় হরিনামের মালা, ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "রমা কোথায় রে?"

রমানাথ তখন তামাক সাজা শেষ করিয়া দেশালাই জ্বালিয়া কয়লা ধরাইতেছিল, দিদিমার ডাক শুনিয়া উত্তর দিল, "চুলোয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "যাবার মত জায়গা বটে, তবে আমি আগে সেখানে যাই, তারপর যে যেতে হয় যাস্।"

কলিকার উপর ধরান কয়লাটা রাখিয়া কলিকা নাড়িতে নাড়িতে রমানাথ বলিল, "সেখানে যাবার আগু পাছু নাই, যে হয় গেলেই হ'ল।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রাগিয়া উত্তর করিলেন, "যেতে হয় যাবি, থাকতে হয় থাকবি, আমার তো তাতে সবটাই ক্ষতি?"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "ক্ষতি কি লাভ তা গেলেই বুঝতে পারবে। এখন কেন খুঁজছিলে তাই বল।"

ত্রিপুরা। খুঁজছিলাম আমার শ্রাদ্ধ করতে। আজ আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে না?

রমা। কিসের আশীর্ব্বাদ?

ত্রিপুরা। বরের আশীর্ব্বাদ, আবার কিসের? তুই যেমন ন্যাকা।

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "ন্যাকা নই দিদিমা, আমি খুব চালাক। সে কাজটা আমি সেরে এসেছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ সারলি?"

রমা। এই একটু আগে, বাজারে।

ত্রিপুরা। বাজারে!

রমা। হাঁ, বাজারে ওদের সরকার রামজয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা রামজয়কেই আশীর্ব্বাদ ক'রে এলি নাকি?"

রমানাথ বলিল, "এক রকম আশীর্ব্বাদই বটে; সাফ জবাব দিয়ে এসেছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "জবাব!"

"হাঁ, সাফ জবাব" বলিয়া রমানাথ হুঁকা কলিকা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী বজ্রাহতের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মণি ঘাট হইতে ফিরিয়া দিদিমাকে তদবস্থ দেখিয়া কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা?"

তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। যম যখন আমায় ভুলেছে, তখন তোমরা আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালাবে।"

মণি কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ও হতভাগা কি ভেবেছে। যত সম্বন্ধ আসছে, সব ভেঙ্গে দিচ্চে। এমন সোণার চাঁদ ছেলে, সেখানেও জবাব দিয়ে এল। ওর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।"

মণি বলিল, "ছিঃ দিদিমা।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রোষকষায়িত দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিলেন, তারপর জলের ঘটিটা ধপাস্ করিয়া উঠানে বসাইয়া, হাতের কাপড় গামছা ফেলিয়া দিয়া সেইখানে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিলেন, "হে হরি, হে মধুসূদন, আমাকে নাও ঠাকুর, এ সব জ্বালাযন্ত্রণা হ'তে আমাকে উদ্ধার কর।"

মণি বিস্মিত, ভীত, নির্ব্বাক্।

দশম পরিচ্ছেদ

"বিনু, লক্ষ্মী বাপ আমার, মায়ের কথাটী রাখতে হবে।"

বিনোদ বলিল, "তোমার কোন্ কথাটা না রাখি মা ?"

অন্নপূর্ণা প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তা আমি জানি বাপ, জানি ব'লেই তোর মত না নিয়েই আমি সব ঠিক করেছি।"

বিনোদ বলিল, "বেশ করেছ মা, তোমার মনে যে এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পেরেছি, সেইটাই আমার সব চেয়ে সৌভাগ্য।"

অন্নপূর্ণা গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিলেন "আর তোর মত ছেলে পেটে ধরাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।"

বিনোদ নীরবে মৃদু হাস্য করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি আর কিছু দেখি নাই বিনু, শুধু মেয়েটী দেখেই আমার পছন্দ হ'য়েছে।"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "আর পছন্দ হয়েছে তাদের কিছুই সঙ্গতি নাই দেখে।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, "তোর ঐ এক কথা। সঙ্গতি না থাকলেও মেয়ে যদি কালো কুৎসিত হ'ত, তা হ'লে কি মত দিতাম ?"

মায়ের মুখের দিকে ফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিল, "বোধ হয় দিতে মা। তোমার সে বৌ সুন্দরী না হ'লেও তোমার কাছে কম আদর যত্ন পায় নি।"

সে বৌয়ের কথায় অন্নপূর্ণার প্রফুল্ল মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া আসিল, হঠাৎ যেন অতীত বিষাদ-স্মৃতির একটা কালো মেঘ আসিয়া

বর্ত্তমানের সুখের আলোটা ঢাকিয়া দিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সকলই অদৃষ্ট! যাক্, আজ আশীর্ব্বাদ করতে আসবে।"

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল; তাহারও মুখখানা পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল ছিল না। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছাব্বিশে দিন। বড় তাড়াতাড়ি হ'য়ে পড়লো। তা হোক, রামজয়ের কাছে কিছু আটকাবে না।"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা, জাঁকজমকে কাজ নাই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সে কথায় তোর কাজ কি? তুই কি রকম বেহায়া ছেলে! বিয়ের কথায় কোথায় লজ্জা হবে, তা নয়, জাঁকজমক হবে, না চুপে চুপে হবে, এই সব পরামর্শ করতে এসেছিস্।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া উঠিলেন, বিনোদও হাসিল।

রামজয় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা!"

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন, "কেন রামজয়?"

রামজয় সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কেন? তোমার বাবু কি রকম আক্কেল? একটা হাবাতের ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দিতে গেছ। ছি ছি, গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছা হচ্চে।"

অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে কক্ষের বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হয়েছে কি?"

রামজয় কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিল, "যা হবার তাই হয়েছে। ছি ছি, অপমানের একশেষ!"

অন্ন। অপমান আবার কি?

রাম। অপমানের আর বাকীই কি? বাজারে পাঁচজনের সাক্ষাতে—ছি ছি, এর চেয়ে আর অপমান কি হ'তে পারে?

অন্নপূর্ণা কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের অপমান? কে অপমান করলে?"

রামজয় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "কে আবার? সেই হাবাতে ছোঁড়াটা—সেই রমাঠাকুর—কি বলবো সে বামুন, নইলে আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন হ'ত।"

অন্ন। রমানাথ কি বললে?

রাম। বললে—কত কথাই বললে। বলবে আবার কি, মুখের উপর দশজনের সাক্ষাতে সাফ জবাব দিয়ে গেল।

অন্নপূর্ণা বিস্ময়জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "জবাব দিয়ে গেল?"

রামজয় বলিল, "হাঁ, একেবারে সাফ জবাব। বলে, বিনোদকে তারা কিছুতেই মেয়ে দিতে পারে না। আমরা ছোট লোক, ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দিই, এমনি কত কথা। পাশে চক্রবর্ত্তী, আরও দু' পাঁচজন দাঁড়িয়েছিল, তারা মুচকে হেসে উঠল। আমার এমন ইচ্ছা হ'তে লাগল, কি বলব, বামুনের গলায় পৈতে গাছটা আছে, তা না হ'লে দেখে নিতাম, সে কত বড় বামুনের বেটা বামুন।"

অন্নপূর্ণার বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল, "হুঁঃ।"

রামজয় বলিল, "আচ্ছা, আমিও রামজয় ঘোষ, দেখে নেব, বামুন কেমন ক'রে ঐ মেয়েটার বিয়ে দেয়। বিয়ের জন্যে যদি এসে বিনোদ রায়ের পায়ে ধরতে না হয়, তবে আমি চাষার ছেলেই নই।"

রামজয় বকিতে বকিতে নীচে নামিয়া গেল। অন্নপূর্ণা জলভার-গম্ভীর মেঘের মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিনোদ কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "মা!"

অন্নপূর্ণার রোষগম্ভীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, ঘন মেঘের বুকে

বিজলী খেলিয়া গেল। বিনোদ বলিল, "আমার জন্য এতটা অপমান সইবে মা ?"

ছেলের কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সইব বই কি বাপ, তুই যে আমার ছেলে !"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা, আমি ছেলে, ছেলের যা কর্ত্তব্য তা করব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর আমি মা, আমিও মায়ের কর্ত্তব্য করতে ছাড়ব না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর মণি আসিয়া ডাকিল, "রমা দা !"

মণির তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া রমানাথ বলিল, "কেন মণি ?"

ক্রুদ্ধস্বরে মণি বলিল, "তোমার মতলবখানা কি ?"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের মতলব মণি ?"

মণি বলিল, "যেখান হ'তে সম্বন্ধ আসে, একটা না একটা ছুতো ধরে তুমি ভেঙ্গে দাও। কেন বল দেখি ?"

ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "আমি ভেঙ্গে দিই !"

মণি জোর গলায় বলিল, "হাঁ তুমি ; তুমি নয় তো কি আমি ভেঙ্গে দিতে যাই ?"

রমানাথ নীরব দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিয়া রহিল। মণি বলিল, "মনে ক'র না রমাদা, আমি নেহাৎ কচি খুকী, তোমার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারি না।"

রমানাথ বলিল, "কি বুঝেছ মণি ?"

ক্রোধস্ফুরিত স্বরে মণি বলিল, "আমি যাই বুঝি, কিন্তু একটা আইবড় মেয়ে নিয়ে তুমি এত ঢলাঢলি কচ্চ কেন বল তো ?"

মণির রাগ দেখিয়া রমানাথের হাসি আসিল; বলিল, "সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেওয়ায় তোর রাগ হয়েছে মণি, না ?"

মণি ঘাড়টা উঁচু করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ হ'য়েছে।"

রমানাথ বলিল, "কিন্তু বিনোদের আর এক স্ত্রী আছে তা জানিস্ ?"

মণি বলিল, "আছে—আছে, তোমার সে জন্য এত মাথাব্যথা কেন ?"

রমানাথের মুখে কে যেন সহসা কালি মাড়িয়া দিল; ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমার মাথাব্যথা কেন ?"

মণি বলিল, "হাঁ, তোমার মাথাব্যথা কেন ?"

রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বুঝেচি মণি, তুই বিনোদকে ভালবাসিস্।"

মণির মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া, কটাক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে মণি বলিল, "আমি কা'কে ভালবাসি, না বাসি, সে কথা বলবার তুমি কে ?"

রমানাথের মাথাটা নীচু হইয়া পড়িল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার অন্যায় হ'য়েছে মণি, আমি এতটা জানতাম না। যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আমিই

জবাব দিয়ে এসেছি, আবার আমিই গিয়ে তাদের শান্ত ক'রে সব ঠিক ক'রে আসব।"

তীব্র শ্লেষের স্বরে মণি বলিল, "ভারি পুরুষত্ব দেখাবে! একবার গিয়ে তাদের অপমান ক'রে এসেছ, আবার নিজে অপমান হ'তে যাবে।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তা হোক্ মণি, তোর ভালর জন্য সে অপমান আমি মাথা পেতে নেব।"

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটা রমানাথের মুখের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া মণি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমি কিন্তু তা হ'লে গলায় দড়ি দেব, এই বলে রাখলাম।"

মণি রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। রমানাথ স্তম্ভিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল।

পরদিন সোমবার। সোমবারে রমানাথকে প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া আটটার গাড়ী ধরিতে হইত, সুতরাং তাহাকে ৭টার পূর্ব্বে খাইয়া বাহির হইতে হইত। সেটা বৈশাখ মাস; ত্রিপুরাসুন্দরী প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেন, মণি আমিষ হাঁড়ী চাপাইয়া ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিত।

সেদিন সকালে উঠিয়া রমানাথ দেখিল, দিদিমা স্নানে গিয়াছেন, আর মণি গোময় দ্বারা গৃহলেপন কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে; উনান জ্বলে নাই, রান্নাও চড়ে নাই। রমানাথ ডাকিয়া বলিল, "বেলা হ'ল যে মণি।"

মণি কোন উত্তর করিল না। রমানাথ বলিল, "ভাত হবে কখন্?"

মণি ফিরিয়া চাহিল না, সে গভীর মনোযোগের সহিত আপনার

কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রমানাথ প্রাতঃকৃত্য সমাধানের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রাতঃকৃত্য ও স্নান শেষ করিয়া আসিয়া রমানাথ দেখিল, মণি কাজ কর্ম্ম সারিয়া দাবায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে। রন্ধনশালায় উকি দিয়া দেখিল, সেখানে রন্ধনের কোনই চিহ্ন নাই। রমানাথ কাপড় ছাড়িল, দুই একবার উচ্চ কণ্ঠে বেলা হইয়াছে জানাইল, মণি কিন্তু বইএর পাতা হইতে চোখ তুলিল না। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। অগত্যা রমানাথ আপিসের কাপড় পরিয়া মণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাগ হয়েছে মণি?"

মণি নিরুত্তর। রমানাথ শান্ত সহাস্য কণ্ঠে বলিল, "ছি মণি, তুই নেহাৎ ছেলে মানুষ। রাগ হ'য়েছে ব'লে এক মুঠো ভাত রেঁধে দিলি না? তোর রমাদাকে আজ উপোস দেওয়ালি?"

মণি দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। রমানাথ তাহার রোষগম্ভীর মুখের উপর একটা প্রফুল্ল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইল।

রমানাথ চলিয়া গেলে মণি মুখ তুলিয়া একবার দরজার দিকে চাহিল। তারপর হাতের বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথাটা বাঁধা ছিল, টানিয়া ফিতা ছিঁড়িয়া, বিননী খুলিয়া ফেলিল। প্রাচীরের গায়ে পেয়ারা গাছে বসিয়া একটা ছোট পাখী ডাকিতেছিল, "বউ কথা কও"; পাখীটা রোজ ডাকিত, তাহার ডাক শুনিয়া মণি হাসিত, তাহাকে ভেঙ্গাইত; কিন্তু আজ আর তাহার ডাক ভাল লাগিল না, ঢিল মারিয়া পাখীটাকে উড়াইয়া দিল। বিড়ালটা বিছানার উপর শুইয়া ঘুমাইতেছিল; মণি গিয়া তাহার গলা টিপিয়া

তাহাকে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিল। শেষে আর কিছু না পাইয়া এক-খানা ছেঁড়া কাপড় আনিয়া সেলাই করিতে বসিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী স্নানান্তে "ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী" ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা চ'লে গেছে?"

মণি ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর দিল, "হুঁ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী তুলসীতলায় জলের ঘটীটা রাখিয়া কাপড় শুকাইতে দিতে গেলেন। রন্ধনশালার দিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল; তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কৈ রান্না হয় নি?"

মণি বলিল, "না।"

ত্রিপুরা। তবে সে কি খেয়ে গেল?

মণি। ছাই।

ত্রিপুরা। দিলে কে?

মণি। আমি।

ত্রিপুরা। কেন, এক মুঠা ভাত রেঁধে দিতে পারলে না?

মণি। না।

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কেন, তোমার গতরে কি পক্ষাঘাত হ'য়েছে?"

অস্থির চালনায় ছুঁচটা মণির আঙ্গুলে বিধিয়া গিয়াছিল; বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা রক্তাক্ত আঙ্গুলটা চাপিয়া ধরিয়া মণি রাগের সহিত উত্তর করিল, "আমি কি সবার দাসী বাঁদী?"

রাগে চীৎকার করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "না, তুমি রাজরাণী, ব'সে ব'সে সেবা খাবে। এমনি কপালই তোমার? তাই এমন সোণার চাঁদ সম্বন্ধ হাতে এসেও চ'লে গেল।"

মণি চুপ করিয়া রহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "আহা, ছেলেটা না খেয়ে চলে গেল, সারাটা দিন শুকিয়ে থাক্‌বে। হ্যাঁলা মণি, তুই মেয়েমানুষ না রাক্ষসী?"

চড়া গলায় মণি উত্তর করিল, "রাক্ষসী।"

"ধন্যি মেয়ে!" বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

দিদিমার কাছে আপনাকে রাক্ষসী বলিয়া পরিচয় দিলেও মণির মনটা কিন্তু সেদিন মানুষের অপেক্ষা একটুও কঠিন হইতে পারিল না। সে দিনটা তাহার বড়ই অস্বস্তিতে কাটিল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই অভুক্ত রমাদার শুষ্ক মুখখানা মনে পড়িতে লাগিল। কেবলই তাহার কাণের কাছে বাজিতে লাগিল, রমানাথের সেই শান্ত স্নিগ্ধ স্বর,—সে স্বরের মধ্যে একটুও রাগের লেশ ছিল না, এতটুকুও তিরস্কারের গন্ধ ছিল না, শুধু উপেক্ষার বেদনায় ভরা শান্ত স্নিগ্ধ স্বর—"তোর রমাদাকে উপোস দেওয়ালি মণি?"

মণির এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া রমাদাকে ডাকিয়া আনে; আনিয়া বলে, "আমি এখনই রেঁধে দিচ্চি রমাদা, খেয়ে যাও।" কিন্তু রমাদা তখন কোথায়? কত দূরে?

তারপর দু'পুর বেলা খাইতে বসিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়া যখন বলিলেন, "আহা, আমরা দিব্যি খেতে বসেছি, আর ছেলেটা সারাদিন শুকিয়ে রইল!" তখন মণির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। মণি জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া খাইতে বসিল। কিন্তু ভাতগুলা যেন গলা দিয়া নামিতে চাহিল না, মণি জোর করিয়া মুখ টিপিয়া ভাত গিলিতে লাগিল। এত করিয়াও সে অর্দ্ধেকের বেশী ভাত খাইতে পারিল না।

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ভাত পড়ে রইল যে, তোমার আবার হ'ল কি ?"

মণি মুখ ভার করিয়া বলিল, "হবে আবার কি ? ক্ষিদে নাই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁঃ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিনোদ ডাক্তার বেজ মুখুজ্জের নাতনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বেজ মুখুজ্জের স্ত্রী তাহাতে সম্মত হয় নাই, রমানাথ মুখের উপর জবাব দিয়া গিয়াছে, এ কথাটা সালঙ্কারে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কথাটা শুনিয়া গ্রামের অনেকে দুঃখিত হইল, অনেকে আনন্দপ্রকাশ করিল। যাহারা আনন্দিত হইল, তাহাদের মধ্যে মহেশ চক্রবর্ত্তী একজন। তিনি গোপীনাথ পালের দোকানে দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে রামজয়ের নিকট রমানাথের প্রত্যাখান-কাহিনী যেরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সহিত বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া অনেকেরই হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। বক্তব্য শেষে তিনি শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিনোদটা কি মানুষ ? লেখা পড়া শিখলে কি হবে, বুদ্ধি বিবেচনা এক রত্তিও নাই। বিয়েই যদি করবি, তা আমাদের বল্। মেয়ের অভাব কি ? তাতো নয়, পয়সার অহঙ্কার ! আরে বাপু, সমাজে কি পয়সার অহঙ্কার চলে ?"

সিধু মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "অমন কথাটী বলবেন না বাবা-ঠাকুর, ডাক্তার বাবুর অহঙ্কার একটুও নাই, মাটীর মানুষ, গরীবের মা বাপ।"

ভ্রুকুটী করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হাঁ, গরীবের মা বাপ বৈ কি। ওহে সিদ্ধেশ্বর, বোতল বোতল জল ঢেলে বিতরণ ক'রে সকলেই গরীবের মা বাপ হ'তে পারে, বুঝেছ ?"

দীনু বাগ বলিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, উচিত কথা বলি, শুধু জল খেয়ে লোকের রোগ সারে কি ক'রে ?"

চক্র। পরমায়ুর জোরে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, শিশিতে দু ফোঁটা কি চার ফোঁটা ওষুধ দিয়ে হুড় হুড় ক'রে জল ঢেলে ভরে দেয়। আমিও প্রথম প্রথম ওকে খুব বিশ্বাস ক'রেছিলাম, কিন্তু ঐ জল ঢালা দেখে অবধি আমার ভক্তি চ'টে গেছে। বাড়ীর কেউ ব্যারামে প'ড়ে মারা গেলেও আমি আর ওকে ডাকি না।

সিধু বলিল, "কি জানি বাবাঠাকুর, আমাদের কিন্তু ডাক্তার বাবুকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ব'লে মনে হয়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোদের কথা ছেড়ে দে ; তোরা চাষাভূষো মানুষ, এ সকলের কি জানিস্ ?"

গোপী পাল বলিল, "তা হ'লে বিয়েটা হ'লো না ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাও কি কখন হয় ? ওহে এ সকল সামাজিক ব্যাপার, এখানে পয়সার গুমোর চলে না। পয়সায় কি আসে যায়, সমাজে মান থাকা চাই। এই যে দেখছ, তোমাদের টেনাপরা দাদা-ঠাকুর, এই দাদাঠাকুরের পায়ে কত বেটা লাখপতিকে এসে গড়িয়ে পড়তে হয়। বুঝেছ ?"

সকলে কৌতূহলের সহিত চক্রবর্ত্তীর গর্ব্বস্ফীত বদনমণ্ডলের দিকে

চাহিল। চক্রবর্ত্তী গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দাও হে গোপী, একটু তেল দাও, একবারে স্নানটা সেরে যাই। আজ আবার বোসেদের বাড়ীতে তুলসী দিতে হবে।"

গোপীপালের বিনামূল্যে প্রদত্ত তৈল যথেষ্টরূপে অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুষ্করিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সিধু মণ্ডল চোখ ঠারিয়া গোপীপালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনলে পাল মশায়, বামুনের কথা শুনলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে।"

গোপী বলিল, "বামুন বিশ্বনিন্দুক, এখানে আসে কেবল তেল তামাকের শ্রাদ্ধ করতে।"

দীনু বলিল, "ওনার ছেলের বিয়ের কি হ'ল ?"

সিধু বলিল, "ছেলের বিয়ে একেবারে হবে। সেবারে দেখলি না, বামুন সুতোবাধা মেয়েটাকে ছানলা তলায় জবাব দিয়ে ছেলে নিয়ে চলে এল, ডাক্তার বাবু মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে বামুনের জাত রাখলেন। এবার তাও সইল না, পাকচক্র ক'রে মেয়েটাকে ত্যাগ করিয়ে তবে ছাড়লেন। তারপর থেকে শুনতে পাই, ছেলে নাকি আর বিয়ে করবে না বলেছে।"

দীনু বলিল, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। দাওগো পাল মশায়, একটু তামাক দাও, ঢেলে সাজি। এঃ, একেবারে ঠিকরে সার ক'রে গেছে।"

সিধু হাসিয়া বলিল, "বামুন-চোষা কল্কে, আর কায়েত-চোষা গাঁ।"

গ্রামে যখন এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন অনেকেই আসিয়া রামজয়কে এই বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামজয় উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। শেষে সে উত্ত্যক্ত হইয়া গৃহিণীকে বলিল, "গিন্নীমা, হয় বিনোদের বিয়ে দাও, নয় তো বল, আমি দেশ ছেড়ে যাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমাকে দেশ ছাড়তে হবে না রামজয়, আমি শীগ্‌গীর বিনুর বিয়ে দেব।"

রামজয় আশ্বস্ত হইয়া দিন গণিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সোমবার হইতে শনিবার ছয়টা দিন। এই দিন কয়টা মণির বড় কষ্টেই কাটিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না; খেলায় গল্পে মন বসিত না, আমোদপ্রমোদ বিষবৎ বোধ হইত; সর্ব্বদাই যেন একটা তীব্র বেদনা আসিয়া বুকের ভিতর চাপিয়া বসিত। কিন্তু কেন যে এই বেদনা, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। সে অনেকবার রমাদার উপর রাগ করিয়াছে, রাগের মুখে রমাদাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, কিন্তু সে জন্য নিজে এত কষ্ট কখন তো বোধ করে নাই? এই কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে নানা কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কাজেই মন বসিল না, সকল কাজেই মনের ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত বেদনার তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত; মণি শত চেষ্টাতেও সে তরঙ্গটুকু থামাইতে পারিত না।

দিদিমা নাতনীর এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, "মণি, তোর হ'ল কি?" মণি জোর করিয়া হাসিয়া বলিত, "কি আবার হবে?" কিন্তু তাহার সেই ফাঁকা হাসি টুকুর ভিতরেই যে অনেকখানি বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিত, মণি তাহা বুঝিতে পারিত না।

সপ্তাহ শেষে শনিবার আসিল। মণি সেদিন সকাল সকাল গৃহ-কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বার বার পথের দিকে চাহিতে লাগিল। সখী দুর্গা আসিয়া ডাকিল, "আয় লো সই, গা ধুতে যাই।"

মণি বলিল, "আমি গা ধুয়ে এসেছি।"

দুর্গা। এত তাড়াতাড়ি?

মণি। কেন, ধুতে কি নাই?

দুর্গা। তা থাকবে না কেন, কিন্তু তোর আর দেখা নাই, হ'য়েছে কি?

মণি। বিরহ।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, "মিলন হ'ল কবে?"

মণি। বিরহ হয়নি যবে।

দুর্গা। তারপর?

মণি। মনান্তর।

দুর্গা। তাই তো বলি, আমার সখী কেন হ'ল এমনতর?

মণি হাসিল, দুর্গাও হাসিল। দুর্গা বলিল, "তবু ভাল, আজ তোর শুক্‌নো মুখে হাসি।"

মণি। আজ বেজেছে যে কালার বাঁশী।

দুর্গা। তাইতে বুঝি মনটা উদাসী?

মণি। মন উদাসী, প্রাণ উদাসী; জীবনটা খাচ্চে খাব্‌সী।

দুর্গা। আর বাকী কি?

মণি। দড়ি আর কলসী।

"মরণ আর কি" বলিয়া দুর্গা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মণি একখানা এই হাতে লইয়া দরজার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মণি দরজায় জলছড়া দিয়া প্রদীপ

জ্বালিয়া শাঁখ বাজাইল। ত্রিপুরাসুন্দরী রান্না চাপাইলেন। মণি বড় ঘরের দাবায় চুপ করিয়া বসিয়া রমাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রমানাথ কিন্তু আসিল না। দণ্ডের পর দণ্ড এক এক যুগের পরিমাণ লইয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, রমানাথের আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তথাপি রমানাথ আসিল না। মণি অন্তরে দারুণ উৎকণ্ঠার ভার লইয়া একা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া রন্ধনশালায় গিয়া দিদিমার কাছে বসিল।

দিদিমা বলিলেন, "রমা এখনও এলো না। বোধ হয় ৭টার গাড়ীতে আসবে।"

মণি কোন উত্তর না দিয়া উনানে একখানা কাঠ গুঁজিয়া দিল।

রন্ধন শেষ হইলে ত্রিপুরাসুন্দরী ভাতের হাঁড়ীতে চাপা দিয়া মালা হাতে বড় ঘরের দাবায় আসিয়া বসিলেন; মণি তাঁহার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একখানা কালো মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারটা খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ে একটা তীব্র উৎকণ্ঠা, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া লইয়া উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল; কেহই একটী কথাও কহিতে পারিতে-ছিল না। যেন একটু শব্দ হইলেই এই স্তব্ধ রজনীর গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই জমাট অন্ধকারের মধ্য হইতে একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা আসিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে।

মণি আর থাকিতে পারিল না; অনেক চেষ্টার পর সাহসে ভর করিয়া মৃদু চাপা গলায় ডাকিল, "দিদিমা!"

সেই চাপাগলার মৃদু আহ্বানেও ত্রিপুরাসুন্দরী যেন শিহরিয়া উঠিলেন; তিনিও সংক্ষেপে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "কি?"

মণি বলিল, "৭টার গাড়ী বোধ হয় চলে গেছে।"

উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু রমা এখনো এল না কেন ?"

আবার দুইজনে নীরব। সে নীরবতার মধ্য দিয়া অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। দিদিমা মালা শেষ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আসবে না।"

আসবে না! মণির বুকের ভিতর দুম্ করিয়া যেন একটা ঘা পড়িল। আসবে না? কেন? রাগে? কার উপর রাগ? মণির উপর? মণি তাহাকে সে দিন না খাওয়াইয়া বিদায় দিয়াছে। কিন্তু সেজন্য মণি আজ কয়দিন কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কে বুঝিবে? তার উপর রমাদা, তুমিও রাগ করলে? তুমিও কি মণিকে এতই পর ভাব?

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "তুই খাবি চল্।"

মণি বলিল, "না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "তবে কি সারারাত এইখানে ব'সে থাকবি?"

মণি। না, শুতে যাই চল।

ত্রিপুরা। খাবি না?

মণি। ক্ষিদে নাই।

ত্রিপুরাসুন্দরীরও মনটা ভাল ছিল না, সুতরাং তিনি মণিকে খাইবার জন্য বেশী অনুরোধ করিলেন না। রান্না ভাত চাপা রহিয়া গেল, মণি গিয়া দিদিমার কাছে শুইয়া পড়িল। দিদিমা কিছুক্ষণ রমানাথের না আসার সম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মণির চোখে কিন্তু ঘুম আসিল না, সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক এক

বার তন্দ্রা আসিল, কিন্তু ভয়ানক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মণি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরাসুন্দরী পরদিন স্নান করিতে গিয়া শুনিয়া আসিলেন, কাল চাঁপাতলা ষ্টেশনের কাছে একখানা মালগাড়ীর এঞ্জিনের সহিত সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীর ঠোকাঠুকী হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোক মরিয়াছে, অনেকে মর মর হইয়াছে, অনেকের হাত পা মাথা ভাঙ্গিয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীতে আসিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিলেন। মণি মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, রমাদা আমার উপর রাগ ক'রে কাল যেন না এসে থাকে।"

দিদিমাকে কাঁদাকাটা করিতে দেখিয়া মণি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "কেঁদো না দিদিমা, রমাদা কাল কথনই আসে নি।"

দিদিমা বলিলেন, "তাই হোক মণি, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

কিন্তু উভয়েরই হৃদয় উৎকণ্ঠায় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় একপ্রহরের সময় একখানা পাল্কী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই মণি ছুটিয়া গিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া ফেলিল। দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দিদিমা বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে লা, মণি?"

মণি কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার পাল্কীর দিকে এবং একবার দিদিমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। দিদিমা বাহিরে আসিতে আসিতে উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখে কথা নাই যে, কে?"

সহসা পাল্কীর ভিতর দৃষ্টি পড়িতেই দিদিমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা, রমা যে? ওরে কি হ'ল রে?"

ত্রিপুরাসুন্দরীর চীৎকারে দুই চারিজন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিল। তাহারা ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল। ত্রিপুরা-সুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। মণি কাঁদিল না, একটুও কাতরতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; সে ধীরে ধীরে গিয়া অচেতন রমা-নাথের মাথার কাছে বসিল, এবং ডাক্তার ডাকিবার জন্য জনৈক প্রতিবাসীকে অনুরোধ করিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কোন্ ডাক্তার?"

মণি বলিল, "বিনোদ বাবু।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "সে আসবে কি?"

মণি বলিল, "আসতে পারে।"

প্রতিবাসী ছুটিয়া বিনোদ ডাক্তারকে ডাকিতে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই বিনোদ ঔষধাদিসহ তথায় উপস্থিত হইল। ত্রিপুরা-সুন্দরী তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিনোদ, ভাই, রমাকে বাঁচা।"

বিনোদ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম? বাঁচবে তো?"

বিনোদ বলিল, "ভয় নাই, মাথায় একটু চোট লেগেছে মাত্র।"

মণি কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, একটুও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না; সে নীরবে ডাক্তারের আদেশমত রোগীর পরিচর্য্যা করিতে

লাগিল। তাহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য দর্শনে বিনোদ চমৎকৃত হইল। এবং সন্ধ্যার সময় আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিনোদ পুনরায় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আর কি উনান জ্বলবে না দিদিমা ?"

দিদিমা বলিলেন, "আর কার জন্যে উনান জ্বলবে ভাই ? রমা যদি বাঁচে তবেই আবার জ্বলবে।"

বিনোদ বলিল, "সে তো দু'দিন পরে ; আপাতত আমার জন্যই না হয় উনানটা জ্বেলে ফেল।"

দিদিমা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন। বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ রাত্রে বোধ হয় আমাকে এখানে থাকতে হবে, সুতরাং রাত্রে কিছু খেতেও হবে। ক্ষুধাটা সহ্য করা আমার মোটেই অভ্যাস নাই।"

দিদিমা হাসিয়া রান্না চাপাইতে গেলেন।

বিনোদ মণিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমিও উঠে কিছু খাও দাও। অপর কেউ উপোস করলে রোগীর কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।"

মণি উঠিল না, কোন উত্তর দিল না। রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া সে নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

সারারাত্রি রোগীর শুশ্রূষা চলিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কতকক্ষণ জাগিয়া থাকিলেন, তারপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিনোদ বা মণি একবারও ঘুমাইল না। বিনোদ মণিকে ঘুমাইবার জন্য অনুরোধ করিলে মণি বলিল, "আমার ঘুম আসচে না।"

শেষ রাত্রে রমানাথের একটু চৈতন্য হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে ডাকিল, "মণি !"

মণি তাহার মাথার কাছেই বসিয়াছিল। তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রমানাথের ডাক শুনিবামাত্র সে চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "কেন রমাদা?"

রমানাথ ক্ষীণ অস্পষ্টস্বরে বলিল, "ভুল—মস্ত ভুল হয়েছে মণি, কিন্তু তুই রাগ করিস্ না।"

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মণি বলিল, "না রমাদা, আমার একটুও রাগ নাই।"

রমানাথ বলিল, "বিনোদকে তুই—না না, আমি তোর কেউ নয়।"

রমানাথের স্বরটা যেন রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় ভরা। রমানাথের বুকের উপর একটা হাত রাখিয়া মণি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কে বলে রমাদা, তুমি কেউ নও?"

"তুই রাগ করিস্ না মণি, রাগ করিস্ না।"

অস্ফুটকণ্ঠে চীৎকার করিয়া রমানাথ আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মণিও চীৎকার করিয়া উঠিল, "রমাদা, রমাদা!"

বিনোদ তাড়াতাড়ি ঔষধের বাক্স খুলিয়া একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রমানাথের মুখে ঢালিয়া দিল। তারপর মণিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমায় এখনি একবার বাড়ীতে যেতে হবে।"

মণি বলিল, "এমন সময়?"

বিনোদ। একটা ওষুধের দরকার পড়েছে।

মণি। সকালে হ'লে চলে না?

বিনোদ। না, তার আগেই খাওয়ান দরকার। আধঘণ্টা পরে ঐ লাল ওষুধটা এক দাগ দিও। পারি তো তার আগেই আমি ফিরে আসচি।

একটু উদ্বেগের স্বরে মণি বলিল, "কিন্তু এই রাত্রে আপনি একা—"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। মণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাশে প্রদীপটা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। অন্ধকার গগনপ্রান্তে শুকতারা সবেমাত্র উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি দিতেছিল; ভোরের বাতাস ঝির ঝির করিয়া আসিয়া মণির জাগরণতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সম্মুখে রমানাথ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল; তাহার অভিমানখিন্ন মুখখানা যেন নীরবে বলিতেছিল, "তুই রাগ করিস্ না মণি, রাগ করিস্ না।" বাম করতলের উপর মাথাটা রাখিয়া মণি নীরবে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন রমানাথের অবস্থা অনেকটা ভাল হইল। স্বাভাবিক জ্ঞানও ফিরিয়া আসিল। মধ্যাহ্নে ডাক্তার আসিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন ?"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "তুমি কি রকম দেখছ ?"

মণি মুখ নীচু করিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, "বোধ হয় একটু ভাল।"

বিনোদ বলিল, "আমি কিন্তু দেখছি অনেকটা ভাল, কেমন, নয় কি ?"

মণি মৃদু হাসিল। বিনোদ বলিল, "আর ভয় নাই, তোমার রমাদা সেরে উঠেচে।"

মণি বলিল, "আপনার ধার কখন শুধতে পারব না।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "এ এক রকম মন্দ মহাজনী নয়, খাতক ধার নিয়েই বলে শুধতে পারব না।"

মণি বলিল, "মহাজন না বুঝে এত বেশী ধার দেয় কেন?"

বিনোদ। খাতকেরও ক্ষমতার অতিরিক্ত ধার লওয়া অনুচিত।

মণি। যার অভাব তার উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে না।

বিনোদ। তা হ'লে দেখছি, এর পর মহাজনকেই সাবধান হ'তে হবে। তবে খাতক শুধতে না পারলেও সে খাতক।

মণির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রমানাথ একবার চোখ মেলিয়াই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বিনোদ চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী আসিয়া ডাকিলেন, "হ্যাঁ লা মণি, তোর কি নাওয়া খাওয়া সব গেল?"

মণি বলিল, "এই যাই দিদি মা।"

"আর কবে যাবি? বেলা কি আছে? শীগ্‌গীর আয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী চলিয়া গেলেন। মণি উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় রমানাথ চক্ষু মেলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মণি সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রমা দা?"

ক্ষীণস্বরে রমানাথ বলিল, "কিছু না। ডাক্তার—বিনোদ বাবু—"

মণি বলিল, "চলে গেছেন।"

রমা। বেলা কত?

মণি। আড়াই প্রহর হবে।

রমা। এখনো তোর নাওয়া খাওয়া হয় নি?

মণি। এইবার হবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমানাথ বলিল, "আমার জন্য তোদের খুব ভাবনা হ'য়েছিল, না?"

মণি বলিল, "ভাবনা ব'লে ভাবনা! মাগো, যখন তোমাকে পাল্কি হ'তে নামালে, তখন তো তুমি নাই বল্লেই হয়।"

রমা। তারপর?

মণি। তারপর দিদি মা তো আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো, আমি তাড়াতাড়ি ওবাড়ীর হারু মামাকে দিয়ে বিনোদ বাবুকে ডাকতে পাঠালাম।

রমা। বিনোদ এল?

মণি। কেন আসবে না? ডাকতেই তাড়াতাড়ি ছুটে এল, বাড়ী থেকে ওষুধ এনে তোমাকে খাওয়াতে লাগলো, মাথায় জলপটী বেঁধে দিলে। সন্ধ্যার সময় এসে সারারাত জেগে ব'সে রইল।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল, "তুইও বোধ হয় ঘুমাস নি?"

মণি বলিল, "ওমা, তোমার এমন অসুখ, আর আমি ঘুমাব?"

দিদি মা ডাকিলেন, "ওলো মণি!"

রমানাথ বলিল, "যা মণি, বেলা গেল।"

মণি বলিল, "এখন একটু দুধ খাবে?"

রমানাথ বলিল, "একটু পরে। খেয়ে দেয়ে দুধ নিয়ে আসিস্।"

মণি চলিয়া গেল, রমানাথ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

আহারান্তে দুধের বাটী হাতে লইয়া মণি আসিয়া ডাকিল, "রমা দা!"

রমানাথ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মণি বলিল, "দুধ খাও।"

মণি মুখে দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিল, রামানাথ খাইতে লাগিল। দুধ খাইয়া রমানাথ বালিসে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল; মণি পাশে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "এখন কেমন আছ?"

রমানাথ বলিল, "ভাল আছি, শুধু মাথাটা একটু ভারী।"

মণি বলিল, "বিনোদ বাবু বলেছে, ওটা এখন দু'চার দিন থাকবে।"

রমানাথ সহাস্যে বলিল, "আরও দিন কতক বেশী থাকলে ভাল হয়।"

মণি। কেন?

রমা। দিব্যি প'ড়ে প'ড়ে তোর হাতের পাখার বাতাস খাই।

মণি একটু লজ্জার হাসি হাসিল। রমানাথ বলিল, "তুই না আমার উপর রাগ ক'রেছিলি?"

বিছানার উপর পাখার বাঁটটা ঠুকিতে ঠুকিতে মণি মুখ নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "হাঁ, রাগ করেছিলাম, তোমায় বলেছে।"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মণির লজ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "লুকালে চলবে না মণি, সত্যিই তুই সে দিন খুব রেগেছিলি। তবে আমিও তার কম শোধ দিই নাই। কেমন না?"

মৃদু হাসিয়া মণি বলিল, "বেশ শোধ দিয়েছ!"

বমানাথ বলিল, "কেন শোধ দেব না? পুরুষ মানুষ ব'লে কি আমাদের রাগ নাই?"

মণি বলিল, "রাগ নাই এমন কথা অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না; যথেষ্ট রাগ আছে।"

রমানাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝেছিস্ তো?"

মণি। বেশ বুঝেছি।

রমা। কিন্তু কি রকমে বুঝলি?

মণি। রাগ হ'লে পুরুষ মানুষ শনিবারে বাড়ী আসে না।

রমানাথ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ঠিক তাই মণি, শনিবারে সত্যিই মনে হ'য়েছিল, দূর হোক্ বাড়ী যাব না। কিন্তু বেলা যতই পড়ে আসতে

লাগল, মনটা ততই ছটফট করতে থাকল। দলে দলে লোক ষ্টেশনের দিকে ছুটেছে, আমিও আর থাকতে পারলাম না, ছুটে এসে সাতটার গাড়ী ধরলাম।"

মণি। আমরাও তাই মনে ক'রেছিলাম। তারপর গাড়ী ঠোকাঠুকি হ'ল কেমন ক'রে ?

রমা। কেমন ক'রে কি হ'ল তা ঠিক জানি না। গাড়ী ছুটেছে, আমি ব'সে ব'সে নানান কথা ভাবছি। হঠাৎ কামানের আওয়াজের মত একটা বিকট শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি। তারপর আর কিছুই মনে নাই।

শিহরিয়া মণি বলিল, "মাগো, ভাগ্যে সামনের গাড়ীতে ছিলে না ?"

মৃদু হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তা হ'লে তোর রাগের শোধটা আরও ভাল রকমে হ'ত, না মণি ?"

"যাও" বলিয়া মণি মুখ ফিরাইয়া লইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বিনোদ আসিয়া রমানাথকে দেখিয়া গেল। দুই চারিটা প্রশ্ন করিল, রমানাথ মুখ না তুলিয়াই তাহার উত্তর দিল। বিনোদ চলিয়া গেলে রমানাথ মণিকে বলিল, "বিনোদ বাবু বেশ ভদ্রলোক, না মণি ?"

মণি মুখ ফিরাইয়া উদাসস্বরে উত্তর করিল, "কি জানি।"

রমানাথ বলিল, "কি জানি কি? খুব ভদ্রলোক। বিনা পয়সায় কোন্ ডাক্তার এতদূর করে? তার উপর—"

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "তার উপর কি?"

রমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, বলি ওর অভাবই বা কি?"

হাসি চাপিয়া মণি বলিল, "হুঁঃ।"

রমা। তবে থাকলেই বা পয়সা। হাজার পয়সা থাকলেও ডাক্তার আর উকীল এরা কি নিজের স্বভাব ছাড়ে?

মণি চুপ করিয়া রহিল। রমানাথ আপন মনে বলিতে লাগিল, "হাজার হোক বনেদি বংশ তো। এই জন্যই বলে, বনেদির আঁস্তাকুড়ও ভাল।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমানাথ আবার বলিল, "দেখি, ভগবান্ কি করেন। কি বলিস্ মণি, সুপাত্র বলতে হবে। তবে আর এক স্ত্রী আছে ঐ যা একটু দোষ।"

মণি মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। রমানাথ বলিল, "দোষই বা এমন কি, সে স্ত্রীকে তো ঘরে নিচ্চে না। তুই কি বলিস্?"

মণি বলিল, "তুমি কি আমাকে স্বয়ম্বরা হ'তে বল রমাদা?"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া রমানাথ বলিল, "না না, তা নয়। তবে তুইও তো নেহাৎ বিয়ের কনেটী নয়, নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারিস্। আমার মত কি জানিস্, নেহাৎ আট বছরের খুকিটীর বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়ে একটু বড় ক'রে বিয়ে দেওয়াই ভাল।"

মণি বলিল, "এখন ওষুধ এক দাগ খেলে বোধ হয় তার চেয়েও ভাল হয়।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "তা তোর যদি ভাল মনে হয় তবে দিতে পারিস। তবে আমারও যা ভাল বোধ হয় তা তো করতে হবে?"

মণি বলিল, “তা ক’রো এখন, আগে ওষুধ টুকু খেয়ে ফেল।”

মণির হাত হইতে ঔষধের গ্লাস লইয়া রমানাথ গলায় ঢালিয়া দিল। তারপর একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, “তা তুই যাই বলিস্ মণি, বিনোদ বাবুর মত সুপাত্র পাওয়া দায়। যেমন ঘর তেমনি বর, টাকারও খাঁকৃতি নাই, সব দিকেই ভাল।”

মালা হাতে ত্রিপুরাসুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার সব দিকে ভাল রে রমা?”

রমানাথ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “কে দিদিমা? তোমার কাজ সারা হ’য়েছে? বাপ! সারা দিন রাতেও তোমার কাজের আর শেষ হয় না?”

ঈষৎ হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, “কি করব বল্, আমার তো আব দাসী চাকরাণী নাই, যে সংসারের কাজকর্ম্ম দেখবে।”

বমানাথ গম্ভীর মুখে বলিল, “ইচ্ছা হয় দিদিমা, বুঝলে, এক একবার বড্ডই ইচ্ছা হয় যে, দাসী চাকরাণী রেখে তোমায় বসিয়ে খাওয়াই। কিন্তু অদৃষ্ট আমার!”

রমানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দিদিমা বলিলেন, “আমার আর দাসী বাঁদীতে কাজ নাই রমা, হরি করুন, এমনি ক’রে খাট্‌তে খাট্‌তে যেন তোদের কোলে মাথা রেখে যেতে পারি।”

মালা সমেত হাত তুলিয়া দিদিমা হরির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। রমানাথ বলিল, “যাবার কথা ব’ল না দিদিমা, তুমি গেলে আর থাকবে কে? না দিদিমা, তোমার যাবার কথা শুনলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।”

হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, “পাগল আর কি! আমি কি আজই

যাচ্চি ? আগে তোর বিয়ে দি, মণির একটা কিনারা হোক্। তারপর যাবার কথা।”

কম্বল আসনখানা টানিয়া লইয়া চাপিয়া বসিয়া দিদিমা বলিলেন, “এখন কার ভালর কথা বলছিলি ?”

মণি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রমানাথ বলিল, “এই বিনোদ বাবুর কথা বলছিলাম। কেমন দিদিমা, সুপাত্র কি না ? ঘর বর সব দিকেই ভাল।”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বলিলেন, “সে কথা আর কেন রমা ?”

রমা। কেন, এটা দোষের কথা নাকি ?

দিদি। দোষের কথা নয়, কিন্তু—

রমা। কিন্তু কি ? একবার জবাব দেওয়া হ'য়েছে এই তো ? তাতে আর হ'য়েছে কি ? বুঝতে পারি নাই, ভুল হ'য়ে গেছে। ভুল ভ্রান্তি সকলেরই হয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' বুঝলে দিদিমা, বড় বড় মুনি ঋষিদেরও ভুল হয়ে থাকে, আমি তো কোন্ ছার ?

দিদিমা নীরবে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। রমানাথ বলিল, “তুমি কিছু ভেব না দিদিমা, আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি, আমিই আবার জোড়া দিয়ে দেব। তোমার রমানাথ সব পারে দিদিমা, হুঁ হুঁ।”

দিদিমা বলিলেন, “হরি করুন তাই হোক্।”

রমা। হোক্ কি ; হ'য়ে আছে। ওদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো ?

দিদি। খুব।

রমা। কিছু চায় না ?

দিদি। এক পয়সাও না।

রমানাথ সোজা হইয়া বসিয়া, হাতে হাত চাপড়াইয়া সোল্লাসে

বলিয়া উঠিল, "বোম ভোলানাথ, ওতো হ'য়েই গেছে। বোশেখ মাসের আর ক'দিন আছে ?"

দিদি। দশ দিন।

রমা। বেশ, এই দশ দিনের ভেতর বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে মণির বিয়ে হ'য়ে গেছে এ তুমি লিখে রাখ।

ভাবী আনন্দের আশায় দিদিমার মুখখানা হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমানাথ বলিল, "তা তো হ'ল, কিন্তু এ দিকের কি। পণ যেন দিতে হ'ল না, গয়নাও দু'চারখানা আছে, কিন্তু বরাভরণ, খাওয়ান দাওয়ান, ফুলশয্যা, এ সব খরচ আছে তো। খুব কম ক'রে ধরলেও চার শো টাকা।"

দিদিমার প্রফুল্ল মুখখানা একটু ম্লান হইয়া আসিল; বলিলেন, "এত টাকা কোথা হ'তে আসবে ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "যেখান হ'তেই হোক, আসতেই হবে। তুমি কি মনে কর দিদি মা, আমি এত দিন চুপ ক'রে আছি ? তবে বেশী জমাতে পারি না, দু'শো খানি টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে আছে। বাকী দু'শো, তা কেউ কি আর ধার দেবে না ? কেন, আমি কি শুধতে পারব না, না পালিয়ে যাব ? আচ্ছা, সে দেখা যাবে, কিন্তু দিদি মা, বিয়েতে একটা জিনিষ চাই।"

দিদি। কি জিনিষ ?

রমা। বাজনা; অন্ততঃ এক দল রোসনচৌকী। দরজায় সানাই না বাজলে—

"দুধ আনব রমা দা ?"

রমানাথ ফিরিয়া চাহিল; চাহিতেই মণির মুখখানা তাহার চোখে পড়িল। কি সুন্দর মুখ! নিখুঁত, নিটোল, হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ! প্রদীপের

আলো পড়িয়া সে মুখখানা আরও সুন্দর—আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। রমানাথ বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "দুধ আন্‌ব ?"

একটু ভারী গলায় রমানাথ বলিল, "এখন থাক্।"

দিদিমা মণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই শুতে যা, আমি দুধ গরম ক'রে এনে দেব।"

মণি চলিয়া গেল, রমানাথ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল রে রমা ?"

রমানাথ বলিল, "কিছু না, মাথাটা একটু টিপ্ টিপ্ করছে।"

দিদিমা বলিলেন, "এতক্ষণ বকেছিস কি না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্; আমি দুধটা গরম ক'রে আনি।"

দিদিমা ঘরের বাহির হইয়া গেলেন, রমানাথ নীরব নিস্পন্দভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, "মণি কথাগুলা শুনতে পেয়েছে না কি ? তাই কি ওর মুখখানা হাসি হাসি ?"

পরদিন বিনোদ আসিলে রমানাথ অন্যান্য কথার পর বলিল, "বিনোদ বাবু, আমি একটা ভুল ক'রেছিলাম।"

বিনোদ বলিল, "মানুষের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।"

রমা। আমি এখন সেই ভুলের সংশোধন করতে চাই।

বিনোদ। ভুল সংশোধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রমানাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন ?"

বিনোদ বলিল, "আমার কাছে আপনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই।"

রমানাথ সহসা বিনোদের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে

বলিল, "যথেষ্ট অপরাধ ক'রেছি, আমায় ক্ষমা করুন বিনোদ বাবু, আপনিই মণির উপযুক্ত পাত্র।"

বিনোদের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে আপনার হাত টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অপেক্ষাও উপযুক্ত অনেক পাত্র আছে।"

ঈষৎ হতাশাব্যঞ্জক স্বরে রমানাথ বলিল, "তা থাকৃতে পারে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, আপনার হাতেই মণিকে দিই।"

বিনোদ নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। রমানাথ বলিল, "তাতে মণিও সুখী হবে, আর বোধ হয় আপনিও সুখী হবেন।"

বিনোদ নীরব। মৌনং সম্মতিলক্ষণং বুঝিয়া রমানাথ উৎসাহের সহিত বলিল, "শুভস্য শীঘ্রং। আসচে সোমবারে ভাল দিন আছে, এই দিকেই শুভ কর্ম্ম শেষ করতে হবে।"

বিনোদের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষাদের গাঢ় ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। রমানাথ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল, "যাক্ বাঁচা গেল। মণির অদৃষ্টে যে এমন—"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু রমানাথ বাবু!"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "এর আর কিন্তু নাই। আমি অহঙ্কার করচি না, কিন্তু মণির মত স্ত্রী পাওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নয় বিনোদ বাবু। তা ছাড়া, আমি বেশ জানি, মণি আপনাকে ভাল-বাসে। আপনার সঙ্গে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার উপর মণির যে রাগ!"

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহাৎ ছেলে মানুষ বিনোদ বাবু, নেহাৎ ছেলে মানুষ। কথায় কথায়

রাগ। তা এবার আমি সে রাগ হ'তে অব্যাহতি পেলাম, এখন রাগ টাগ যা কিছু আপনার ঘাড় দিয়েই—"

সহসা বিনোদের তীব্র দৃষ্টিপাতে চমকিত হইয়া রমানাথ নীরব হইল। বিনোদ বলিল, "ছিঃ রমানাথ বাবু।"

রমানাথ চমকিত, বিস্মিত, ভীত। বিনোদ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "তা হয় না রমানাথ বাবু!"

রমানাথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হয় না?"

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল; নীরস গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "যার জন্য আমার মা অপমানিত হ'য়েছেন, সে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হ'লেও, তার ভাল-বাসা অমূল্য হ'লেও, তাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

বিনোদ আর দাঁড়াইল না, দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল; রমানাথ হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

"রমা দা!"

মণির তীব্র কণ্ঠস্বরে রমানাথের চমক হইল। সে মুখ তুলিয়া মণির মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। মণি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি বিনোদ বাবুকে ভালবাসি এ কথা তোমায় কে বললে?"

রমানাথ নীরবে নতবদনে বসিয়া রহিল। মণি বলিল, "তোমার জন্য কি আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে?"

রমানাথ মুখ তুলিল; অপরাধীর ন্যায় কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া ভগ্ন দীর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর্ মণি, একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আর একটা ভুল ক'রে বস্‌লাম। কিন্তু দোহাই মণি, শুধু তোর সুখের জন্যই—"

রমানাথ আর বলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া

কাঁদিয়া ফেলিল। মণি কিন্তু তাহার চোখে জল দেখিয়া একটুও নরম হইল না; উগ্র নীরস কণ্ঠে বলিল, "আমি যোড়হাত ক'রে বলছি রমা দা, আমার সুখের জন্য তুমি একটুও ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমাকে আমারই দিব্যি রইল।"

কথা শেষ করিয়াই মণি দ্রুতপদে চলিয়া গেল; রমানাথ হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামজয় বলিল, "তা হবে না, গিন্নি মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন হবে না রামজয়?"

রামজয় বলিল, "ওরা লোক ভাল নয়; সেবারে—"

গৃহিণী। সেবারে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু এবারে আবার নিজেরাই সেধে এসেছে।

রাম। কে এসেছে?

গৃ। গিন্নী নিজে।

রাম। কিন্তু সেই ছোঁড়াটাকে চেন না।

গৃ। সে একটা পাগল। কিন্তু এবারে তারও মত হয়েছে।

রাম। মত হয়েছে?

গৃ। হাঁ, বিনোদ যে তাকে মরা বাঁচালে।

"বটে" বলিয়া রামজয় একটু ভাবিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ওরা "কি দেবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "এক পয়সাও না।"

রাম। বিয়ের খরচপত্র ?

গৃ। তাও আমাদের।

রামজয় হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে গিন্নী মা, সিন্দুকের পয়সা বের ক'রে ছেলের বিয়ে দিতে হবে ?"

সহাস্যে গৃহিণী বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু উপায় কি ? ওদের যে কিছুই নাই।"

রামজয় বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতলের আঘাত করিয়া জোর গলায় বলিল, "ওদের না থাকে অপরের আছে। গোবিন্দপুরের শিবু চৌধুরীর নাম শুনেছ ? মস্ত জমিদার, শালিয়ানা পঞ্চাশ হাজার টাকা নেট আয়। বাড়ী, বাগান, পুকুর পুষ্করিণী, লোকলস্কর, হৈ হৈ কাণ্ড।"

গৃহিণী নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রামজয় সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "তারই মেয়ে, মেয়েতো নয় যেন পরী। তার উপর নগদ পাঁচটা হাজার, আর মেয়ের জড়োয়া স্যুট গহনা। এ ছাড়া বরাভরণ, ফুলশয্যা এসব তো আছেই।"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন। রামজয় বলিল, "একটু চাপ দিলে চাই কি আরও দু'এক হাজার আসতে পারে। তুমি মনে ক'রো না গিন্নী মা, রামজয় চুপ ক'রে ব'সে আছে। যে দিন ওরা জবাব দিয়ে গেছে, সেই দিনই আমি ঘটক লাগিয়েছি। আমাকে একবার দেখাতে হবে, বিনোদ রায়ের বিয়ে কত বড় ঘরে হ'তে পারে। সব ঠিকঠাক, এখন কোন্ তারিখে ছেলের বিয়ে দেবে বল।"

গৃহিণী ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি।"

একটু বিরক্তির সহিত রামজয় বলিল, "কথা দিয়েছ তাতে কি হ'য়েছে? কলিতে কেউ তো আর ভীষ্মদেব নয় যে কথার নড়চড় হবে না। আর ওরাও তো একবার কথা দিয়ে তার খেলাপ ক'রেছিল।"

রামজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "ওরা ক'রেছে ব'লে আমিও ক'রব?"

রামজয়ের মুখখানা একটু ছোট হইয়া গেল। সে নতমুখে নীরবে বসিয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "তা আমি পারব না, রামজয়।"

রামজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হ'লে এত গুলা টাকা—"

গৃহিণী বলিলেন, "সংসারে টাকাটাই কি বড়?"

রামজয় মুখখানা ভার করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা বটে গিন্নী মা; আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখন হাজার টাকা চোখে দেখেনি, কাজেই আমাদের কাছে টাকাটাই বড় ব'লে মনে হয়। কিন্তু যাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের কাছে ওটা কিছুই নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "রাগ ক'রো না রামজয়, টাকা যে খুব বড় জিনিষ তা আমিও জানি, কিন্তু টাকার চেয়েও মুখের কথাটা বড়; আবার তার চেয়েও বড় আমার ছেলের সুখ।"

"ছেলের সুখ!" রামজয় বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল। গৃহিণী বলিলেন, "আমি সাধে কথা দিই নাই রামজয়!"

রামজয় বলিল, "তা আমি বুঝেছি, ওদের কাকুতি মিনতিতে—"

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা নয়, শুধু ওদের কাকুতি মিনতিতে আমি অত বড় অপমানটা মাথা পেতে নিতে পারি নাই। আমি কেবল ছেলের মুখ চেয়েই এ কাজ করেছি।"

রামজয় বলিল, "বুঝতে পারলাম না গিন্নীমা।"

গৃহিণী বলিলেন, "বিনোদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে ঐখানেই বিয়েটা হয়।"

রামজয় সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল, "বল কি গিন্নীমা, বিনোদের ইচ্ছা ?"

গৃহিণী। হাঁ।

রাম। বিনোদ ব'লেছে নাকি ?

মৃদু হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "পাগল! এ কথা কি কেউ মুখ ফুটে বলে ?"

রামজয় জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কিসে জানলে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গীতে বুঝেছি।"

আগ্রহের সহিত রামজয় বলিল, "ঠিক বুঝেছ ?"

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলের মনের কথা বুঝতে মায়ের কখন বেঠিক হয় না।"

রামজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, তা হ'লে বিনোদের মত আছে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "সম্পূর্ণ।"

স্বীয় উরুদেশে একটা চপেটাঘাত করিয়া রামজয় বলিল, "এ কথা আগে বলতে হয় ? চুলোয় যাক্ শিবু চৌধুরী, চুলোয় যাক্ তার টাকা। বিয়ের খরচ—তা না হয় তবিল থেকেই হবে। সত্য গিন্নিমা, টাকায় কি আসে যায় ? আর এক কথা, টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়া এটাও বেশ ভাল নয়। মেয়ে বেচা যেমন পাপ, ছেলে বেচাও তো তেমনি পাপ ? কাজ কি সে পাপের কড়িতে ? বিনোদের অভাব কি ?"

উভয় পক্ষেই রামজয়ের পোষকতা দেখিয়া গৃহিণী হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। রামজয় তাহা লক্ষ্য না করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তা হ'লে আর কোন গোল নাই তো ?"

গৃহিণী। না।

রাম। বেশ, আমি এদিককার সব যোগাড় দেখি। তা হ'লে বিনোদের সম্পূর্ণ মত আছে, কি বল গিন্নীমা?

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না বাপু, এত শপথ ক'রে আমি বলতে পারব না। তুমি নিজে না হয় একবার তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রামজয় বলিল, "তার আর দরকার নাই। যাক্, বিনোদ সুখী হ'লেই হ'ল। তা হ'লে মাঝে আর ছ'টা দিন, তা এরি মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। আজই ধনা হাড়ীকে ডেকে বাজনার বায়নাটা দিয়ে ফেলি। বাজনাটা চাইই, কি বল গিন্নীমা, বাজনা না হ'লে বিয়ে মোটেই মানায় না। দেখি, যদি আগেকার বিয়ের ফর্দ্দখানা পাই।"

আগেকার ফর্দ্দের নামে রামজয়ের উৎসাহপ্রফুল্ল মুখখানা একটু ম্লান হইয়া আসিল। গৃহিণী একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রামজয় ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গৃহিণী ঠাকুর ঘরে যাইবার জন্য উঠিলেন।

বিনোদ আসিয়া ডাকিল, "মা!"

"কেন রে বিনু?"

"তীর্থে যাবে মা,?"

পশ্চাৎ ফিরিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

বিনোদ বলিল, "তীর্থদর্শন তোমার অনেক দিনের সাধ; যাবে মা?"

"কবে?"

"আজই রাত্রির ট্রেণে।"

মাতা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পুত্রের বিষাদগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। বিনোদ আসিয়া মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বিনু ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "কিছু না মা, চল দিন কতক ঘুরে আসি।"

অন্ন। তা যাব, কিন্তু দিন কতক পরে।

বিনোদ। পরে কেন ?

অন্ন। আসচে সোমবারে মণির বিয়ে।

বিনোদ। পাত্রের ঠিক নাই।

অন্ন। আমি ঠিক ক'রেছি।

বিনোদ। আমি জবাব দিয়ে এসেছি।

অন্নপূর্ণা বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামজয় কাগজ পেন্সিল হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল, "বরণডালার কি কি চাই বলতো গিন্নীমা।"

গৃহিণী মাথা নীচু করিলেন। বিনোদ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আজ রাত্রে পশ্চিম যাওয়ার সব জোগাড় ক'রে রাখবে জয়া দাদা।"

রামজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে যাবে ?"

বিনোদ। মা আর আমি।

রাম। বিয়ে ?

বিনোদ। বিয়ে হবে না।

রামজয়ের হাত হইতে কাগজ পেন্সিল পড়িয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে রে রমা ?"

রমানাথ বলিল, "কি আর হবে, দেশে কি আর ছেলে নাই ?"

দিদি। এতদিনেও তো একটা জুটলো না।

রমা। সময় হ'লে আপনিই জুটবে।

দিদি। সময় আর কবে হবে ? এদিকে যে পনরয় পড়ে।

রমা। কুলীনের ঘরে আগে বিশ তিরিশ বছরে বিয়ে হ'ত।

দিদি। আগের কথা আগে। এখন যে বারো পার হ'লেই লোকে নিন্দে করে।

বিরক্তির সহিত রমানাথ বলিল, "নিন্দে করে তার হয়েছে কি ?"

দিদি। হবে আর কি, শেষে একঘ'রে করবে।

রমা। করে করবে। তবু আমি ভাল ছেলে না পেলে বিয়ে দেব না।

দিদি। ভাল ছেলে পাবিও না। তিনকুল-খেকো অলক্ষুণে মেয়েকে বিয়ে করতে কোন্ ভাল ছেলে আসবে ?

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "না আসে আইবড় থাকবে।"

মুখ ফিরাইয়া দিদিমা মালা ঘুরাইতে লাগিলেন, রমানাথ ধূমপানে দৃঢ় মনঃসংযোগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিদিমা বলিলেন, "ওপাড়ার চক্রবর্ত্তীকে জানিস্ ?"

রমানাথ বলিল, "কে, মহেশ চক্রবর্ত্তী ?"

দিদি। হাঁ।

রমা। খুব জানি। তিনিই তো ঘোঁট পাকিয়ে বিনোদের বৌটাকে ত্যাগ করিয়েছেন। তিনি এসেছিলেন নাকি ?

দিদি। না, কাল তাঁর গিন্নীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

রমা। তারপর ?

দিদি। গিন্নী অনেক কথাই কইলে। মণির বয়স হয়েছে ব'লে কত দুঃখ করলে ; পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়, কিন্তু কত্তাই সকলের মুখ চেপে রাখে এ কথাও বললে।

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "হাঁ, চক্রবর্ত্তী মশায় খুব পরোপকারী।"

দিদিমা বলিলেন, "ওঁর একটী ছেলে আছে, না ?"

রমা। আছে।

দিদি। এখনও বিয়ে হয়নি।

রমা। আধখানা বিয়ে হ'য়েছে, হাতে সূতো বেঁধে ফিরে এসেছিল।

দিদি। ছেলেটী কেমন ?

রমা। মন্দ নয়। কেন, মণির জন্য ঠিক করেছ নাকি ?

দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ঠিক কিছু করি নাই, গিন্নীই কথাটা তুলেছিল।"

রমা। তুমি কি বললে ?

দিদি। আমি এমন কিছু বলি নাই, আমি তোর সঙ্গে কথা কইতে বলেছি।

হাতের হুঁকাটা দেওয়ালের পাশে রাখিয়া রমানাথ বলিল, "বেশ করেছ, এবার এলে সাফ জবাব দিও।"

একটু সঙ্কুচিতভাবে দিদিমা বলিলেন, "জবাব দেব ?"

রমা। হাঁ, সাফ জবাব।

দিদি। কেন বল্ দেখি ? ছেলের কোন দোষ আছে ?

মৃদু হাসিয়া রমানাথ বলিল, "অপর কিছু দোষ নাই, এক আধটু চরিত্রদোষ।"

শিহরিয়া উঠিয়া দিদিমা নীরবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার ভাবিবার একটু কারণও ছিল। রমানাথের নিকট স্বীকার না করিলেও চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে অনেকটা আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন। আশ্বাস দিয়া এক্ষণে কি প্রকারে জবাব দিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

রমানাথ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, একটা আলস্য ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জপ শেষ হ'ল ?"

দিদিমা বলিলেন, "হাঁ হ'ল, চল্ ভাত দিই গে। আর জপ, মণিই এখন আমার জপতপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তবু তো মালাটা ছাড় না ?"

সন্ত্রস্তভাবে দিদিমা বলিলেন, "বলিস্ কিরে রমা, মালা ছাড়ব ? ইহকালে তো এই হল, এখন পরকালটা তো দেখতে হবে।"

রমানাথ বলিল, "নিশ্চয়। মালা হাতে ক'রে বিয়ের গল্প করলে বা সংসারের খুটিনাটির কথা ভাবলে পরকালের কাজ যথেষ্ট হয়।"

"তবু যতটা হয়" বলিয়া দিদিমা মালাছড়া ললাটে স্পর্শ করাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মণিকে ডাক দিয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। রমানাথ বলিল, "মণি বুঝি ঘুমিয়েছে ?"

যাইতে যাইতে দিদিমা বলিলেন, "ঘুমিয়েছে কোথায় ? ঘরের ভিতর আলো জ্বেলে বই পড়ছে।"

রমানাথ একটু কাত হইয়া মণির ঘরের জানালা দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু মণি বই পড়িতেছে না। বইখানা তাহার কোলের উপর পড়িয়া আছে, আর সে বিছানায়

বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। রমানাথ ভাবিল, "মণির এত ভাবনা কিসের ?"

পরদিন রবিবার। রমানাথ বাজারে যাইতেছিল, সহসা মহেশ চক্রবর্ত্তী তাহার সম্মুখস্থ হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "এই যে রমানাথ বাবু, বুঝলেন কিনা, আমি আপনারই অপেক্ষা কচ্ছিলাম। আপনাদের সকালেই খবর পাঠাবার কথা ছিল, তা কৈ খবর কিছু দিলেন না ?"

রমানাথ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তা হ'লে আপনারা ছেলে দেখতে বুঝলেন কিনা আসছেন কখন্ ? আর ছেলে মেয়ে সব তো দেখাই আছে, কেবল ব'সে বুঝলেন কিনা একটা পাকা কথাবার্ত্তা কওয়া।"

তারপর পার্শ্বস্থ রায় মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খুব ভাল সম্বন্ধই এসেছিল, বুঝলেন কি না রায় মশায়, নগদ বারশো টাকা। তা আজকালকার ছেলে, বুঝলেন কিনা, টাকা দেখতে গেলে ছেলের মন পাওয়া যায় না। কাজেই বুঝলেন কিনা। তা হ'লে রমানাথ বাবু, আসছেন কখন্ ? খাওয়াদাওয়ার পর তো ? বলেন যদি আমিই যাই। বুঝলেন কিনা, এতো ঘরের কথা।"

রমানাথ নির্ব্বাক্ নিশ্চল। চক্রবর্ত্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা আপনাদের কোন চিন্তা নাই রমানাথ বাবু, বুঝলেন কিনা, যা দিতে পারেন। বুঝলেন কিনা, ছেলে বেচা আমার ব্যবসা নয়। মেয়েটী ভাল হ'লেই হ'ল।"

রমানাথ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী মশায় !"

চমকিত হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে রমানাথ বলিল, "এ গাঁয়ে এখনও অনেক পুকুর আছে ; আর পুকুরে বিস্তর জলও আছে।"

পাশ কাটাইয়া রমানাথ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি চক্রবর্ত্তী?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "পাগল, বুঝলেন কিনা আস্ত পাগল। মেয়েটা পনরয় পা দিয়েছে, দ্বিতীয় সংস্কার যে হ'য়ে গেছে তাব আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, কাল মেয়ের দিদিমা এসে বুঝলেন কিনা, কাঁদাকাটা, পায়ে হাতে ধরা। বুড়ীর কাঁদাকাটায় গিন্নীর মন বুঝলেন কিনা, মেয়ে মানুষের মন কিনা, গ'লে গেল, কাজেই আমাকেও বুঝলেন কিনা, মত দিতে হয়েছিল। নইলে এ মেয়েকে কি ঘরে আনে? তা আপদ্ আপনা হ'তেই বুঝলেন কিনা, চুকে গেল। ধর্ম্মই রক্ষা করেছেন।"

"বটে" বলিয়া রায় মহাশয় মৃদু হাসিলেন। সে হাসিটুকু তাঁহারই পক্ষে শ্লেষের তীব্র বাণস্বরূপ বুঝিলেও চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও একটু হাসিতে হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরিয়া বিনোদ মাতার সহিত হরিদ্বারে আসিল। হরিদ্বারে দুই তিন দিন থাকিয়া পুষ্করে যাইবার মনস্থ করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর কেন, ফিরে চল্।"

বিনোদ বলিল, "কেন মা, এমন সব তীর্থস্থান, তোমার কি ভাল লাগে না?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হোক্ বাপু, তীর্থস্থান, আমার আর ভাল লাগে না। ঘরে ফিরবার জন্য মন কেমন করছে।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তোমার কখন মুক্তি হবে না মা।"

সহাস্যে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মা কি কখন মুক্তি চায় রে পাগল?"

বিনোদ। তবে কি চায়?

অন্ন। মা চায় শুধু ছেলেকে। ছেলেই মায়ের মুক্তি, ছেলেই মায়ের স্বর্গ।

বিনোদ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জননীর মাতৃস্নেহে মহিমময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "শুনিস্ নাই, যশোদা কৃষ্ণকে ভগবান্ জেনেও তাঁর কাছে মুক্তি চায় নাই, শুধু পুত্ররূপী কৃষ্ণকেই চেয়েছিল।"

ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিনোদ নীরবে রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এখন ফিরে যাবি কিনা বল্।"

বিনোদ বলিল, "তাই চল মা, কিন্তু ফেরবার পথে একবার শ্রীক্ষেত্র হ'য়ে গেলে ভাল হয়।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তাই চল, কিন্তু শ্রীক্ষেত্র হ'তে বরাবর দেশে ফিরব, তা আমি ব'লে রাখছি বাপু।"

কয়েক দিন পরে বিনোদ মাতার সহিত শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

স্নানযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে তখন লোকারণ্য। অনেক কষ্টে একটী ভাল বাসা ঠিক করিয়া বিনোদ মাতাকে ঠাকুর দেখাইয়া আনিল। অপরাহ্নে বিনোদ সমুদ্র দর্শনে গমন করিল।

বিশালকায় সমুদ্র। কি বিরাট্, কি মহান্ দৃশ্য! অগাধ অনন্ত অপরিমেয় জলরাশি; নীল, গম্ভীর, প্রশান্ত জলরাশি দৃষ্টিপথ রোধ

করিয়া রহিয়াছে, শেষে দিগন্তে নীল গগনপ্রান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছে, নীলিমায় নীলিমায় এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। সৈকতসমীপে জল অস্থির, তরঙ্গচঞ্চল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া সৈকতপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল শিশু খেলিতে খেলিতে জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, আবার হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। তরঙ্গশিরে ফেনপুঞ্জেব শ্বেত শতদলমালা দুলিতেছে।

বিনোদ গভীর বিস্ময়ে ও আনন্দে এই বিরাট্ দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সহসা কলহাস্যের অস্ফুট ধ্বনিতে চমকিত হইয়া বিনোদ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সৈকতভূমির উপর ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কেহ ঝিনুক কুড়াইতেছে, কেহ কর্কটশিশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, কেহ বা সাগরতরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তরঙ্গ ফেনপুঞ্জ মস্তকে লইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিতেছে, রমণী তাহার আগে আগে ছুটিয়া পলাইতেছে; কিন্তু সীমা অতিক্রমের পূর্ব্বেই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া তাহাব পরিধেয় সিক্ত করিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেছে, তরঙ্গের প্রত্যাবর্ত্তনবেগে সে পড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীদের কলহাস্যে সৈকতভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ক্রীড়ারত রমণীদলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বিনোদ সহসা একখানা পরিচিত মুখ দেখিতে পাইল। একি, এ মুখ এখানে কোথা হইতে আসিল? বিনোদ আর সে দিকে চাহিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ হাত সরাইয়া যখন পুনরায় মুখ তুলিয়া

চাহিল, তখন রমণীরা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। বিনোদ উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন স্নানান্তে ঠাকুর দেখিবার জন্য বিনোদ মাতার সহিত মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। মন্দিরের ভিতর অসম্ভব জনতা। সে জনতা ভেদ করিয়া অন্নপূর্ণা রত্নবেদীর নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বিনোদ পাণ্ডার চেলার সাহায্যে ভিড় ঠেলিয়া মাতাকে ভিতরে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু অন্নপূর্ণা সম্মত হইলেন না; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আর ঠেলাঠেলিতে কাজ নাই। ঠাকুর দর্শনে যদি মুক্তি হয়, তবে এখান হ'তে দেখলেও হবে।"

ঘন সন্নিবিষ্ট মনুষ্যমস্তকের অন্তরালে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। বিনোদ কিন্তু ঠাকুর দেখিল না, তাহার চঞ্চল দৃষ্টি জনসংঘের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

আবার সেই মুখ! ঐ যে কে অদূরে দাঁড়াইয়া ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য নাই, পলক নাই, চোখের কোণ বাহিয়া বুঝি এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে, সমগ্র মুখমণ্ডল ভক্তির মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ পলকহীন দৃষ্টিতে সেই মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার কেবল বিনোদ একা দেখিল না, সেই মুখের অধিকারিণীও বিনোদকে দেখিতে পাইল। পিছনে ভিড়ের ধাক্কা খাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল; মুহূর্ত্তে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। মুহূর্ত্তপরেই রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া দলের ভিতর মিশিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি কোন অসুখ হ'য়েছে বিনোদ?"

বিনোদ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে তোর মুখের চেহারা এমন কেন ?"

বিনোদ নতমুখে নীরবে রহিল। অন্নপূর্ণা ছেলের হাত দুইটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিনোদ !"

বিনোদ মুখ তুলিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বিনু ?"

কাতরকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "সে এসেছে মা।"

অন্ন। কে এসেছে বাপ ?

বিনোদ নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা উৎসুকভাবে বলিলেন, "কার কথা বলছিস্ ? কে এসেছে—বৌমা ?"

বিনোদ রুদ্ধস্বরে বলিল, "হাঁ।"

অন্নপূর্ণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ? কখন্ দেখলি ?"

বিনোদ বলিল, "দু'বার দেখেছি, কাল সমুদ্রের ধারে, আজ মন্দিরের ভিতর।"

অন্ন। দেখ্‌লি তো আমায় বললি না কেন ?

বিনোদ। বল্‌লে কি হ'ত মা ?

অন্নপূর্ণা ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বল্‌লে কি হ'ত ? তুই কি মনে করিস্ বিনোদ, বৌমাকে দেখবার জন্য আমার একটুও আগ্রহ নাই ? তুই এত স্বার্থপর ?"

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বিনোদ বলিল, "আমার দোষ হ'য়েছে মা।"

অন্ন। কোথায় আছে জানিস ?

বিনোদ। না।

অন্ন। খুঁজে বের করতে পারবি ?

বিনোদ। এই লোকারণ্যের ভিতর হ'তে খুজে বের করা কি সহজ, মা ?

একটু ভাবিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু বের করতে পারলে ভাল হ'তো।"

বিনোদ বলিল, "ভাল আর কি হ'তো মা ?"

কৃত্রিম রোষপূর্ণ কটাক্ষে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কি হ'তো না হ'তো, তা তুই কি বুঝবি। আর সকল কথারই কৈফিয়ৎ তোকে দিয়ে আমাকে কি কাজ করতে হবে ?"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "না মা, আমি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবো।"

বিনোদ অনেক চেষ্টা করিল; প্রত্যেক বাসা অনুসন্ধান করিল, দুই বেলা মন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, সমুদ্রের ধারে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না; সে যেন ক্ষণিকের দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এদিকে উৎসব শেষে যাত্রীর দল ফিরিতে আরম্ভ করিল, লোকারণ্যময় পুরীধাম লোকবিরল হইয়া আসিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "লোক ক'মে গেছে। এই সময় একবার খুঁজে দেখ্।"

কিন্তু খুঁজিবার আর সময় হইল না। রামজয়ের পত্র আসিল। রামজয় অন্নপূর্ণাকে লিখিয়াছে, "আপনারা শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলাবাবুর আসন্ন অবস্থা। তাঁহার অবর্ত্তমানে বিষয় আপনাদের। শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিতেছে। ফিরিতে দেরী করিবেন না।"

অন্নপূর্ণা পরদিন সকালের গাড়ীতে পুরী ত্যাগ করিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন পথে অন্নপূর্ণা ভুবনেশ্বরে নামিলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, কাল একদল বাঙ্গালী যাত্রী আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে

এক সধবা যুবতী স্ত্রীলোকের কলেরা হয়। রাত্রে সে মারা যায়। কিন্তু তাহার আগেই তাহার দলের যাত্রীরা সরিয়া পড়িয়াছিল, আজ সকালে মুদ্দাফরাস দিয়া তাহার গতি করা হইয়াছে।

বিনোদ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, সে যাত্রীর দল কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। পাণ্ডা খাতা দেখিয়া বলিল, মৃতার নাম উমাসুন্দরী। তবে দেবী বা দাসী তাহা লিখিয়া লয় নাই, সুতরাং বলিতে পারিল না। তবে চেহারা দেখিয়া ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়।

মৃতার আকৃতি সম্বন্ধে অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও বিনোদ সঠিক কিছু জানিতে পারিল না। কেহ বা বলিল, বয়স বিশ, কেহ বলিল, না, ত্রিশ হবে; কেহ বা বলিল, ষোল সতেরর বেশী নয়। কেহ বলিল, চেহারা লম্বা, রং খুব ফরসা, কেহ বা বলিল, একটু বেঁটে, একটু কালো। আকৃতি সম্বন্ধে বিনোদ দুইজনের এক মত পাইল না।

বিনোদ কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিলেও তাহার বুকের ভিতর একটা শোকের তরঙ্গ যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ছেলেকে লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতেই দেশে যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দিদিমা বলিলেন, "আমার কথা শোন্ রমা।"

রমানাথ বলিল, "তোমার ভীমরথী হ'য়েছে।"

দিদি। আমার ভীমরথী হয় নি, ভীমরথী হয়েছে তোদের।

রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের।"

দিদিমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুড়ো হ'লেও তোরা কি মনে করিস্ আমার চোখ নাই, আমি কারো মনের ভাব বুঝতে পারি না ?"

রমা। কার মনের ভাব বুঝেছ ?

দিদি। তোরও মনের ভাব বুঝেচি, তারও বুঝেচি।

রমানাথ মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দিদিমা বলিলেন, "আমার কথা রাখ্ রমা, এতে তুইও সুখী হবি, মেয়েটাও সুখী হবে। আর আমি—শেষ কালটায় আমাকেও দু'টো দিন হেসে খেলে যেতে দে।"

রমানাথ নীরব। দিদিমা বলিলেন, "সেই ভাল, কি বলিস্ ?"

রমানাথ মুখ তুলিয়া চাহিল ; স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা হয় না, দিদিমা।"

দিদি। খুব হবে। দোষ কি ?

রমা। দোষ অনেক। তুমি মণিকে চেন না।

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "না, আমি ষাট বছরের বুড়ী, তাকে এতটুকু বেলা হ'তে মানুষ ক'রে এলাম, আমি তাকে চিনি না, আর তুই সেদিনকার ছোঁড়া, তুই চিনেছিস্।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না ; সে কলিকায় তামাক ভরিয়া, দেশালাই জ্বালিয়া কয়লা ধরাইতে লাগিল। কিন্তু কয়লা সহজে ধরিল না, দেশালায়ের কাঠি একটার পর একটা জ্বলিতেছিল, আর নিবিতেছিল। দিদিমা বলিলেন, "তুই ভাবিস্ না রমা, আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, মণি তোকে খুবই—"

ভ্রুকুটীপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ছিঃ দিদিমা।"

দিদিমা অগত্যা চুপ করিলেন ; রমানাথ বাতাস আড়াল করিয়া

বসিয়া কয়লা ধরাইল, এবং তাহা কলিকার উপর রাখিয়া ফুঁ দিতে থাকিল। দিদিমা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে তোর মতলবটা কি বল্ দেখি?"

রমা। কিসের মতলব?

দিদি। মেয়েটা কি আইবুড়ই থাকবে?

রমা। তাতেই বা দোষ কি? তোমার ঠাকুরমার কে না সেই আইবুড় ছিল?

দিদিমা রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুই কি তাই মনে করে নিশ্চিন্ত আছিস্ বুঝি? তা হ'বে না রমা, আমি গলায় দড়ি দেব।"

রমানাথ কলিকাটা হুঁকার মাথায় বসাইয়া বাঁ হাত দিয়া হুঁকার ছিদ্র মুখটা মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিল, "না দিদিমা, তোমাকে এতটা কষ্ট করতে হবে না; আর আমিও ঠিক সেই আশায় নিশ্চিন্ত নই।"

ক্রুদ্ধস্বরে দিদিমা বলিলেন, "নিশ্চিন্ত তো ন'স্, কিন্তু কচ্চিস্ কি? এই তো ছেলে খুঁজবার তরে পনের দিনের ছুটী নিলি, তার তো আজ আট দিন কেটে গেল।"

রমানাথ হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল, "এ আটটা দিন বাজে কাটে নি দিদিমা, কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছি।"

দিদিমা রাগতভাবে বলিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ড ক'রেছিস্।"

রমা। তোমার মাথামুণ্ড না করলেও মণির উপায় অনেকটা ক'রেছি। এখন আটকেছে একটা জায়গায়, টাকা চাই। হাঁ দিদিমা, আমাকে বাঁধা রেখে কেউ হাজার তিনেক টাকা দেয় না? তোমার আছে? দেবে?"

দিদিমা বলিলেন, "হা আছে বৈ কি। তুই টাকার জন্যে কেঁদে

বেড়াচ্ছিস্, আর আমি সিন্দুকে টাকার তোড়া তুলে রেখেছি। কথার ভঙ্গী দেখ।"

দিদিমা অপ্রসন্নভাবে চলিয়া গেলেন। রমানাথ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে টাকার চিন্তায় ব্যাপৃত হইল।

টাকা—তিনটী হাজার টাকা, ভগবান্ এই টাকাটী পাইয়ে দাও, আর কখন তোমার কাছে একটী পয়সাও চাইব না। কত লোক কত রকমে টাকা পায়, যখে টাকা দিয়ে যায়, মাটীর ভিতর হ'তে টাকার কলসী বের হয়। রমানাথ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে পায়ের নীচে মেঝেটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল, পিছনের দেওয়ালে গোটাকতক টোকা মারিল; কিন্তু টাকার কলসীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথাও দেখা গেল না। রমানাথ হতাশচিত্তে তামাক টানিতে লাগিল।

বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছেন?"

রমানাথ হুঁকা হাতে উঠিয়া বাহিরে গেল; দেখিল, এক অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকটীর কাঁধে চাদর, বগলে ছাতা, কোমরে গামছায় জড়ান একটা ছোট পুঁটুলী, হাতে জুতা, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলায় ভরা। তাহার আকার নাতিদীর্ঘ, গায়ের রং ময়লা, গলায় কাঠের সরু দোহার মালা। অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া রমানাথ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক দুই হাতে কপালে ঠেকাইয়া মাথাটা একটু নীচু করিয়া বলিল, "প্রণাম, এই কি ব্রজ মুখুজ্জে মশায়ের বাড়ী?"

রমানাথ বলিল, "হাঁ।"

"আঃ, বাঁচলাম" বলিয়া আগন্তুক বৈঠকখানায় উঠিল, এবং ছাতা জুতাটা মাটীতে ফেলিয়া কোমরের গামছা খুলিতে খুলিতে বলিল, "মুখুজ্জে মশায় বাড়ী আছেন?"

রমানাথ একটু বিস্মিতভাবে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনি তো মারা গেছেন ?"

"এঁ্যা, মারা গেছেন ?"

আগন্তুক এমনই অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিল যে, তাহাতে বোধ হইল যেন এই কথাটায় তাহার কত উদ্যম, কত প্রয়োজনীয় কার্য্য একেবারে পণ্ড হইয়া গেল।

রমানাথ একখানা আসন আনিয়া দিল, আগন্তুক তাহাতে বসিয়া কাঁধের চাদরখানা নাড়িয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিল, "মারা গেছেন ? কত দিন ?"

রমা। অনেক দিন, দশ এগার বছর হবে।

আগ। এত দিন ? তাঁর আছে কে ?

রমা। স্ত্রী আর এক নাত্নী।

আগ। মহাশয়ের নাম কি ?

রমা। আমার নাম রমানাথ ঘোষাল।

আগন্তুকের হাতের চাদর নাড়া বন্ধ হইয়া গেল; সে হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর দীর্ঘ উচ্চারণে একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিতে করিতে বলিল, "র-মা-নাথ ঘো-ষাল ? ন পাড়ায় বাড়ী, শ্যাম ঘোষালের ছেলে, না ?"

রমানাথ বিস্মিতভাবে বলিল, "হাঁ।"

আগন্তুক হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ব্যস্, ঠিকই হয়েছে। পেসাদীটা একবার দিন। হরি হে মধুসূদন !"

আগন্তুকের হাতে কলিকাটা দিয়া রমানাথ বলিল, "আপনি—"

আগন্তুক উভয় হস্ত সংযোগে ধূমপানের উদ্যোগ করিয়া বলিল, "সব বলছি বাবাজি, সব বলছি, তামাকটা খেয়ে নি। (কলিকায়

একটা টান দিয়া কাসিয়া) সোজা পথ কি, কোন্ ভোরে বেরিয়েছি। (ধূমপান ও কাসি) যা হ'ক, এখন যে ঠিক এসে ধরেছি, এই আমার—"

শেষের কথাগুলা কাসির সহিত সংযুক্ত হইয়া এমন অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল যে, রমানাথ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ধূমপান শেষ করিয়া কলিকাটা রমানাথের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আগন্তুক বলিল, "আমার নাম নবীনচন্দ্র ঘোষ, পিতার নাম ৺স্বরূপচাঁদ ঘোষ। জাতিতে সদ্গোপ ; বাড়ী ন পাড়া। সাতপুরুষের ওপর বাস। আপনার ঠাকুর আমাকে ভাল রকমই চিনতেন।"

অতঃপর নবীন রমানাথের পিতার গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জন্য যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করিল, এবং বিমলবাবু যে ফাঁকি দিয়া সমগ্র সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, রমানাথ এক্ষণে একটু চেষ্টা করিলেই স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিতে পারেন এরূপ অভিমতও ব্যক্ত করিল। রমানাথ চুপ করিয়া তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বাজে কথা শেষ করিয়া নবীন কাজের কথা পাড়িল। রমানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবাজি, এখন তুমি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই ব্যস্। চুল চিরে বিষয় ভাগ ক'রে দেওয়াব।"

রমানাথ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে হবে ?"

নবীন আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিল, "আইনে। বাবাজি, ইংরেজের আইন তো জান না, একেবারে চুলচেরা বিচার, একতিল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। আমি পনর বছর থেকে মোকদ্দমা ক'রে আসছি, আজ আমার বয়স পঞ্চান্ন। আইন কানুন জানতে তো আমার বাকী নাই।"

রমানাথ বলিল, "মোকদ্দমা করতে হবে তো ?"

নবীন। তা হবে বৈকি। মোকদ্দমা ছাড়া আজকাল ভদ্রলোকের কি উপায় আছে? এই যে আমার কিই বা বিষয়, বলে 'বাঁদরের সম্পত্তি গালে।' তা বাবাজি, একটা না একটা মোকদ্দমা লেগেই আছে। আজ তিরিশ বছরে—(একটু ভাবিয়া) হাঁ, তিরিশ বছর হবে বৈকি, পিতাঠাকুরের গঙ্গালাভের পর হ'তেই মোকদ্দমা ক'রে আসছি। আর তোমার এতটা বিষয় বিনা মোকদ্দমায় কি হাতে আসে?

রমানাথ চিন্তিতভাবে বলিল, "কিন্তু মামলা মোকদ্দমা করা—"

নবীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; "তা কি আর আমি বুঝি না। আর মামলা চালান কি তোমাদের মত ছেলেমানুষের কাজ। সে সব তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করব, তুমি শুধু সই দিবে।

রমানাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। নবীন বলিল, "কিছু ভাবনা নেই বাবাজী, কিছু ভাবনা নেই। তুমি তো নবীন ঘোষকে চেননা, উকীল, মোক্তার, কেরাণী মুহুরী সব হাতের মুটোয়। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থেকে দশ বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি হাতে পাবে। কিন্তু একটী কথা—"

রমানাথ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

নবীন। জমি জায়গাগুলো বিক্রীই কর, আর প্রজা বিলীই কর, আমার হাত দিয়ে করতে হবে। আমি অবশ্য লেহ্য যা তাই দেব।

রমা। বিক্রী করলে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে?

নবীন। হাজার দশেকের তো কম নয়।

রমানাথের মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিল, "আমি অতশত বুঝি না, আমাকে হাজার তিন চার টাকা দেবেন, বিষয় সব আপনার। টাকা কিন্তু আমার মাসখানেকের ভিতর চাই।"

নবীন হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমানাথ উঠিয়া তেল আনিয়া দিল। তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে নবীন ভাবিতে লাগিল, "যাত্রাটা মন্দ নয়! কথাতেই আছে 'বায়ে শেয়াল ডাইনে না।' কিন্তু ছোঁড়াটা পাগল নাকি?"

রমানাথ দিদিমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। দিদিমা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাঁর মুখে আমি শুনেছি, তোর বাবার বিষয়ের দাম বিশ হাজারের বেশী। বিষয়টা বেচিস না রমা, আর খুব সাবধানে থাকবি। তারা নাকি ভয়ানক লোক, তোকে মেরে ফেলতেও পারে।"

পরদিন প্রত্যূষে রমানাথ নবীনের সহিত ন পাড়া অভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রার পূর্ব্বে মণি হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে রমাদা, তুমি এবার বড় লোক হবে।"

রমানাথ বলিল, "একবার বড়লোক হ'তে সাধ যায় মণি।"

মণি বলিল, "কেন বল দেখি?"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "বড়লোক হ'লে নাকি লোকের ভালবাসা পাওয়া যায়।"

মণি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"হাঁ ভাই মনের মত!"

"কেন ভাই মনের মত?"

"তোর বরের নাকি বিয়ে?"

"হাঁ, আবার টোপর মাথায় দিয়ে।"

"আর বৌ আসচে দোলায় চ'ড়ে রূপের বাজার নিয়ে।"

"আমি কাঁদি তবে চোখে আঁচল দিয়ে।

উমা হাসিতে হাসিতে আঁচল লইয়া চোখে চাপা দিল। বিরাজ আঁচলটা টানিয়া বলিল, "রক্ষা কর্ ভাই, তামাসা করতে করতে আবার সত্যিই কেঁদে ফেল্‌বি। ঐ যে, চোখে জল এসেছে।"

উমা আঁচলটা টানিয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোর মাথা! হাসতে গেলে চোখে জল আসে না?"

বিরাজ বলিল, "কে জানে ভাই, তোর ও হাসির জল, কি কান্নার জল। তা কান্নারই বা দোষ কি। এতেও যদি না কান্না আসবে—"

উমা বলিল, "কিসে?"

মুখভঙ্গী করিয়া বিরাজ বলিল, "তোর শ্রাদ্ধে।"

উমা। আমার শ্রাদ্ধে তোরা কাঁদবি, আমি কাঁদব কেন?

উমা হাসিয়া উঠিল। বিরাজ বলিল, "দেখ্ ভাই মনেরমত, তুই যতই হাসিস্, ও হাসি তোর দেঁতো হাসি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উমা বলিল, "ইস্, আমাকে এমনই পেলি নাকি?"

বিরাজ বলিল, "যেমনই পাই, তুই মেয়েমানুষ।"

উমা। আর তুই বুঝি পুরুষমানুষ?

বিরাজ। পুরুষ হ'লে তোর ঐ দেঁতো হাসিতেই ভুলে যেতাম। কিন্তু আমিও মেয়েমানুষ; তোর বুকে কি বেদনা তা আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা ভাই, সত্যি বল্ দেখি।"

উমা। কি বলব?

বিরাজ। তোর মনে একটুও কষ্ট হয় নি?

উমার মুখখানা ভার হইয়া আসিল। সে মাথা নীচু করিয়া মাটীতে দাগ টানিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া বিরাজ বলিল, "তবে যে এতক্ষণ হাসছিলি লা?"

মুখ না তুলিয়াই উমা বলিল, "আর এখনই কি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চি নাকি।"

বিরাজ। নিশ্চয়। তবে সেটা বাইরে নয়, ভিতরে। কৈ দেখি।

বিরাজ উমার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানা তুলিতে গেল; উমা আরও জোরে মুখ নীচু করিয়া আপনার বেদনাচিহ্ন লুকাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু বিশ্বাসঘাতকতা করিল; টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া বিরাজের হাতে পড়িল। বিরাজ তাড়াতাড়ি জোর করিয়া তাহার মুখখানাকে তুলিয়া ধরিল; সহানুভূতির কোমলকণ্ঠে বলিল, "ওকি ভাই, সত্যি যে কেঁদে ফেললি? ছিঃ!"

বিরাজ তাহাকে টানিয়া আনিয়া আপনার বুকের কাছে ধরিল। আর রক্ষা রহিল না, বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন অনেকদিনের সঞ্চিত সাতসমুদ্রের জল দুই চোখ দিয়া ছুটিয়া বিরাজের বুক ভাসাইতে লাগিল।

বিরাজ এই বাড়ীর অধিকারিণীর মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সে মেয়ে বিধবা—যৌবনে যোগিনী।

সম্পত্তির মধ্যে ছিল কলিকাতার এই বাড়ীটুকু। উপর তলায় আপনারা থাকিয়া নীচের তলাটা ভাড়া দিয়াছিল। এই ভাড়ার আয়েই মা ও মেয়ের দিন চলিত। বিপ্রদাস নীচের তলার দুইটী ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। বাকী দুইটী ঘরে আর এক ঘর ভাড়াটীয়া ছিল।

বিরাজ প্রায় উমার সমবয়স্ক, দুই একবৎসরের মাত্র বড়। বিরাজ বিধবা, উমা পতিপরিত্যক্তা। উভয়েরই বয়স ও অবস্থার সাম্য অনেকটা ছিল; আর এই সাম্যনিবন্ধনই উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সে ভালবাসা যেমন প্রগাঢ়, তেমনই অনাবিল। যেখানে দুইটী হৃদয়ই দুঃখে ভরা, সেইখানেই এমন ভালবাসা জন্মে; সুখের ঘরে এমন ভালবাসা সম্ভবে না।

অনেকক্ষণ পরে কান্না থামিল; উমা চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বিরাজ বলিল, "এত জল চোখে চেপে রেখে তুই হাস্‌তে পারিস। ধন্যি ভাই তোকে।"

উমা হাসিল; বর্ষণক্লান্ত মেঘের বুকে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তুইই বা কোন্ কম?"

বিরাজ বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে; আমার ভগবানের মার।"

উমা বলিল, "আর আমারই কোন্ মানুষের মার?"

বিরাজ। তোর মানুষের মার বৈকি।

উমা। তাই না হয় হ'ল। কিন্তু ফলে তো এক।

বিরাজ। ঠিক এক নয়; তোর আছে, আমার নাই।

উমা। তোমার নাই জেনেও যদি তুমি বুক ধরতে পার, আমার আছে জেনে আমি বুক ধ'রে থাকতে পারি না?

বিরাজ। তা পারবি, কিন্তু অপরের হাতে দিয়ে বুক ধরতে পারবি না।

মাথা নাড়িয়া উমা জোর গলায় বলিল, "আচ্ছা, পারি কিনা দেখ্।"

হাসিতে হাসিতে বিরাজ বলিল, "এই তো দেখলাম।"

লজ্জার হাসি হাসিয়া উমা বলিল, "ওটা কিছুই নয়।"

বিরাজ। এর চেয়েও বেশী কিছু দেখতে হবে নাকি ?

উমা। তুই কি আমাকে এতটা দুর্ব্বল মনে করিস্।

বিরাজ। ঠাকুর দর্শনে তোর রকম দেখে তা মনে করতাম না বটে, কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। আজ বুঝেছি, তুইও মেয়েমানুষ।

উমা চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বলিল, "আচ্ছা ভাই, পুরুষগুলা কি স্বার্থপর ?"

সহাস্যে উমা বলিল, "আর মেয়েরাই বা কোন্ নিঃস্বার্থের অবতার ?"

বিরাজ। তবু পুরুষদের মত নয়। তাদের জীবনে মরণে, আদরে অনাদরে সেই একই সর্ব্বস্ব। কিন্তু পুরুষগুলা একটা ধরচে, একটা ছাড়চে। মেয়েরা কি তাই করে ?

উমা। তারা যে মেয়েমানুষ।

বিরাজ। মেয়েমানুষ কি মানুষ নয় ? তাদের কি প্রাণ নাই ? ত্যাগে কি তাদের ব্যথা লাগে না ? অনাদরে অপমানে প্রাণে কষ্ট বোধ হয় না ?

উমা। কষ্ট হ'লেও সহ্য করতে হবে। এ যে বিধির বিধান।

বিরাজ রাগতভাবে বলিল, "আমার বোধ হয় বিধির বিধান নয়, পুরুষের তৈরী বিধান। কি বলব, আমার হাতে যদি এর বিধান করবার অধিকার থাকতো—"

উমা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তুই মেয়েগুলাকে পুরুষ, আর পুরুষ-গুলাকে মেয়ে ক'রে দিতিস্। কেমন, না ?"

বিরাজ। ঠিক তাই।

উমা। কিন্তু তারা পুরুষের গুণ পাবে কোথা হ'তে? পুরুষের যে অশেষ গুণ?

বিরাজ। ছাই গুণ! গুণের মধ্যে তো এই—তোর মত স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে যায়?

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি আর আছি কৈ?"

বিরাজ। এই তো দিব্যি আমার সামনে ব'সে আছিস্?

উমা। এ যে থেকেও নাই ভাই।

উমার স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। বিরাজ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "একখানা চিঠী লিখ্‌বি?"

উমা। কা'কে?

বিরাজ রাগিয়া বলিল, "যে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে তাকে।"

উমা হাসিয়া বলিল, "তাকে চিঠী লিখতে হবে না; সময় হ'লে সে আপনি খোঁজ নেবে।"

উমাকে ঠেলিয়া দিয়া বিরাজ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "দূর হ'য়ে যা।"

উমা বলিল, "রাগ করিস্ না ভাই, চিঠী আমি লিখব।"

বিরাজ। কবে? বিয়ে হ'য়ে গেলে?

উমা। ঠিক তাই।

"মুখে আগুন তোমার!" বলিয়া বিরাজ মুখ ফিরাইয়া লইল। নীচে হইতে বিপ্রদাস ডাকিলেন, "উমা!"

উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বাবা এসেছেন, যাই ভাই।"

বিরাজ। আমি একটু পরে জেঠা মশায়ের কাছে যাচ্চি। দেখি, কোন উপায় হয় কিনা।

হাত যোড় করিয়া উমা বলিল, "তোর পায়ে পড়ি ভাই, দিনকতক সবুর কর্।"

ক্রোধভরা দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া বিরাজ বলিল, "দেখ্, ঠাকুর-বাড়ীতে মন্দিরে তার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল, কিন্তু তুই আমাকে দেখাস্ নি, গাড়ীতে উঠে যখন এ কথা শোনালি, তখন হ'তে আমি তোর উপর হাড়ে হাড়ে রেগে আছি, এর উপর আর আমাকে রাগাস নি, তা বলছি।"

উমা তাহার হাত দুইটী ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, "আমাকে মাপ কর্ ভাই, আমার মাথা খাস্, এখন কোন কথা—"

তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বিরাজ বলিল, "হ্যাঁলা, তুই মেয়েমানুষ, না কি?"

"কিছুই না, তোর মনের মত।"

ফিক্ করিয়া হাসিয়া উমা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

উমা নীচে আসিয়া দেখিল, পিতা আফিসের জামা কাপড় পরিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। উমা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা!"

বিপ্রদাস মুখ তুলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। উমা দেখিল, পিতার দৃষ্টিটা বিষাদের ব্যথায় ভরা। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে বাবা?"

বিপ্রদাস একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু না। তুই যাবি?"

উমা। কোথায় যাব বাবা?

বিপ্র। মেয়েছেলেরা কোথায় যায়?

উমা। শ্বশুরবাড়ী।

বিপ্র। তুই যাবি ?

উমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর দিস্ না যে ? যাবি ?"

নতমুখে উমা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা—"

বিপ্র। আমি শুনলাম, তোর শাশুড়ী তোর অনুসন্ধান করচে।

উমা। কেন ?

বিপ্র। কেন আবার ? তোকে ঘরে নেবে ব'লে।

উমা। লোকে কি বলবে ?

বিপ্র। কিছুই না, টাকার জোরে লোকের মুখ বন্ধ হবে।

উমা নীরব নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি ?"

উমা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না।"

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "যাবি না ?"

উমা বলিল, "না।"

বিপ্র। না গেলে তোর শাশুড়ী আবার ছেলের বিয়ে দেবে।

উমা। তা দিক্।

বিপ্র। তবু যাবি না ?

উমা। না।

বিপ্র। কেন বল্ দেখি ? রাগ হ'য়েছে ?

উমা। না।

বিপ্রদাস কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিলেন, স্নিগ্ধদৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাগলী মেয়ে! না গিয়ে করবি কি ?"

উমা। তোমার কাছে থাকব।

বিপ্র। আমি কি চিরস্থায়ী ?

জলভরা চোখে একবার পিতার মুখের দিকে চাহিয়াই উমা মুখ ফিরাইয়া লইল। বিপ্রদাস চিন্তিত মনে উঠিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া সওদাগরী আফিসে একটী চাকরীর যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। রমানাথও এই আফিসেই কাজ করিত। বিপ্রদাসের সহিত রমানাথের আলাপ পরিচয় ছিল। বিপ্রদাস খুঁটিয়া খুঁটিয়া রমানাথের সকল পরিচয়ই লইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন নাই; রমানাথও তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তিনিই যে বিনোদের শ্বশুর, তাহা রমানাথ জানিত না। বিপ্রদাস কিন্তু কৌশলে বিনোদের সকল সংবাদই লইতেন।

বেতন ছিল পঁচিশটী টাকা। আটটাকা ঘর ভাড়া দিতে হইত, বাকী টাকায় সংসার কষ্টে চলিত। সংসারেও বাপ আর মেয়ে। বিপ্রদাস মাহিনার টাকা আনিয়া উমার হাতে ফেলিয়া দিতেন; উমা খুব হিসাব করিয়া তাহাতেই মাস চালাইত। কোন মাসে দুই এক টাকা ধার হইত, কোন মাসে বা কিছু বাঁচিত। উমা বিরাজের নিকট উলের কাজ শিখিয়াছিল। কার্য্যের অবসরে উলের কাজ করিয়াও উমা মাসে কিছু কিছু পাইত। মোটের উপর সংসার একরকমে চলিয়া যাইত, বিশেষ কোন অভাব হইত না।

বিপ্রদাস দুই একবার রমানাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। রমানাথ উমাকে দেখিয়া, তাহার হাতের রান্না খাইয়া প্রশংসার স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল। উমা যে পতিপরিত্যক্তা, রমানাথ তাহা জানিত না। একদিন সে বিপ্রদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনার মেয়ে আপনার কাছেই থাকে, শ্বশুরবাড়ী যায় না?"

বিপ্রদাস উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যায় বৈকি, তবে বেশী দিন থাকে না। ঐ মেয়ে ছাড়া আমাকে দেখবার তো আর কেউ নাই।"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "জামাই কি করেন?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "বড় ডাক্তার।"

রমানাথ বলিল, "মেয়ে এখানে থাকে, জামাই রাগ করে না?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "যখন রাগ করে তখন পাঠিয়ে দিই।"

আর একদিন রমানাথ আসিয়া আহারান্তে তামাক খাইতে খাইতে মণির বিবাহের কথা পাড়িল। সেই সঙ্গে বিনোদের কথা উঠিল। তাহার পত্নীত্যাগের কথা, তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াতের কথা, যাতায়াতে মণিকে ভালবাসা, বিবাহের সম্বন্ধ, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কথাই বলিল। উমা তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিল। তাহার হাতের ভাত হাতে রহিয়া গেল, কাণ খাড়া করিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত সে কথাগুলা শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার হাত হইতে ভাতের গ্রাস পড়িয়া গেল, বিড়ালে পাতের মাছ তুলিয়া খাইল, প্রদীপটা তৈলাভাবে মিট মিট করিতে লাগিল। উমা সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ণপথে যোজনা করিয়া নীরব নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

তারপর রমানাথ চলিয়া গেলে বিপ্রদাস যখন ডাকিলেন, "উমা!" তখন উমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি পাতের ভাতগুলা চাপা দিয়া, উঠিয়া আসিয়া হাত মুখ ধুইল।

সে রাত্রে উমা ঘুমাইতে পারিল না, ভাবিয়া, কাঁদিয়া, চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া রাত্রি কাটাইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে উমা স্বহস্তে লিখিয়াছিল, "তুমি আবার বিয়ে কর, তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।" তবে আজ আবার কষ্ট হয় কেন? চোখে জল আসে কেন? স্বামী মণিকে ভালবাসে শুনিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া আসে কেন? তবে উমা যে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেটা কি কেবল মৌখিক,—ভাণ মাত্র? না, উমা সত্যই উহা অন্তরের সহিত বলিয়াছিল। কিন্তু এমন অনেক কঠোর সত্য আছে, যাহা মুখে বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে পরিণত হইতে দেখা যায় না, দেখিলে সহ্য হয় না। বুক ফাটিয়া যায়, প্রাণ ছিঁড়িয়া পড়ে, হৃদয় যেন শতধা চূর্ণিত হইয়া আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া কাঁদিয়া বলে—"ওগো সত্য! তুমি মিথ্যা। আমি সত্য চাই না, মিথ্যাই আমার সর্ব্বস্ব হউক।"

উমা জানিত, স্বামীকে হারাইলেও সে স্বামীর ভালবাসা হারায় নাই; দূরে থাকিলেও স্বামী তাহার পর নহে, আপনার। বাহিরে পরিত্যক্তা হইলেও সে স্বামীর হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই; সেখানে তাহার আসন সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত। জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাহাকে সে আসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

আজ কিন্তু তাহার সে আসন টলিয়াছে; প্রকৃতির অমোঘ শক্তির নিকট তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নিষ্ঠার গভীরতা পরাভূত—পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, সত্যের কঠোর আঘাতে তাহার কল্পনার দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার রহিল কি?

ওগো, তুমি আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ কর। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিলে কেন? আমার আসনে তাহাকে

আনিয়া বসাইলে কেন? আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না; তোমার সঙ্গ চাই না, স্নেহ চাই না; অধিকার চাই না, আধিপত্য চাই না; শুধু তুমি আমায় ভালবাস এইটুকু জেনে, এই বিশ্বাসটুকু বুকে ধ'রে আমায় মরতে দাও; এইটুকু ছাড়া আমি তোমার কাছে আর কিছুই প্রার্থনা করি না।

উমা আকুলহৃদয়ে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বামিপ্রেমের সহিত মনের একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। প্রেম বলিল, "মর্ ছুঁড়ী, সে বিয়ে করতে চায়, তা তুই কেঁদে মরিস্ কেন?"

মন বলিল, "বাহবা! কাঁদবে না? সে যে ওর স্বামী, সর্ব্বস্ব।"

প্রেম। তবে তাকে বিয়ে করতে বলা হয়েছিল কেন? বাহাদুরী নেবার জন্যে কি?

মন। বাহাদুরী নেবার জন্য নয়, তারই ভালোর জন্য।

প্রেম। তবে এখন আবার কান্না কেন?

মন। কান্না তো বিয়ের জন্য নয়, ভালবাসার জন্য।

প্রেম। সে বিয়ে করবে, অথচ স্ত্রীকে ভালবাসবে না, এ কি রকম বিয়ে?

মন। যে রকমই হোক্। সে ত্যাগ করলে, আবার বিয়ে করলে, তাকে ভালোও বাসলে। তা হ'লে এ অভাগী যায় কোথায়?

প্রেম। চুলোয়।

মন। সেখানে যেতে পারলে তো সব গোলই চুকে যায়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো সেখানে যাওয়া যায় না।

প্রেম। কেন যাওয়া যাবে না। যাবার অনেক উপায় আছে।

মন। আত্মহত্যা?

প্রেম। আত্মপ্রতারণার চেয়ে আত্মহত্যা ভাল।

মন। প্রতারণাটা তুমি আবার কি দেখলে ?

প্রেম। সবটাই প্রতারণা। মুখে বলছেন—ওগো আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি সুখী হও, আর মনে মনে বলছেন, ওগো তোমার সুখে কাজ নাই, তুমি সুখী হ'লে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কেমন এই তো ?

মন রাগিয়া বলিল, "তোমার সবই আজগুবি কথা। স্বামী আর একজনকে ভালবাসে শুনে হাসবে না কি ?"

প্রেম হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়। যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে তা হ'লে হাসি আপনি আসবে। তা যদি না আসে তবে বুঝতে হবে, এ ভালবাসা, ভক্তি, স্বামীকে সুখী করবার ইচ্ছা সকলই ভাণমাত্র।"

মন। কিন্তু হাসি যে আসে না।

প্রেম। আগে আমিত্বটুকু ভুলে যাও, তখন হাসি আপনি আসবে।

মন। আমিত্বটুকু যদি গেল, তবে রইল কি ?

প্রেম। সুখ, শান্তি, আনন্দ সবই রইল।

মন বলিল, "বোঝাপাড়া ক'রে দেখি, যদি পারে ভালই।"

সকালে উমা যখন শয্যাত্যাগ করিল, তখন তাহার মুখে গভীর শান্তি বিরাজিত; তথায় বিষাদের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি হাতে আসা এক, আর তাহা রক্ষা করা স্বতন্ত্র। বিমলা-চরণের হাতে যথেষ্ট সম্পত্তি আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যে বুদ্ধি দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, বিমলাচরণের তাহার অভাব সম্পূর্ণই ছিল। এত বিষয়ও তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে আসে নাই, গ্রামের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন দুই চারিজন পাকা লোক তাহাকে বুদ্ধি ধার দিয়াছিল। পরের বুদ্ধি ধার করিয়া বিমলাচরণ খুড়া শ্যামাচরণের বিষয়টা হাত করিয়াছিল।

বিষয় হাতে আসিবার পর বিমলা ঘোষাল ছোট বাবু হইয়া পড়িলেন, এবং গ্রামের লোক তাঁহাকে বাবুর মতই সম্মান দেখাইতে লাগিল। ছোট বাবুও আপনার বাবু নাম বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতনধরণে নূতন বাড়ীর পত্তন হইল; বাড়ী লোকজনে সরগরম হইয়া উঠিল। দোল দুর্গোৎসব, দান ধ্যান, বারমাসে তের পার্ব্বণ চলিতে লাগিল। ছোট বাবুর নবীন যশোরশ্মিতে জমিদার চৌধুরী বাবুদের সাতপুরুষের যশ বিদ্যুতালোকের সম্মুখে প্রদীপের আলোর মত ম্লান হইয়া আসিল।

এদিকে যাহারা বুদ্ধি ধার দিয়াছিল, তাহারা সুদসমেত আসল আদায় করিয়া লইতে উদ্যত হইল। ইহার ফলে মামলা মোকদ্দমা বাধিল। বুদ্ধির মহাজনদের মধ্যেই আবার কেহ কেহ আসিয়া ছোট বাবুর পক্ষে যোগ দিল, এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আশ্বাস

দিয়া আপনাদের পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিল। ইহার ফলে দশ বৎসরেও মোকদ্দমার অবসান হইল না, একটার পর একটা মোকদ্দমা লাগিয়াই রহিল।

এদিকে ছোটবাবু বাবুগিরির মর্য্যাদা রক্ষার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সুরাদেবীর উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনার যে সকল আনুষঙ্গিক উপকরণ আছে তাহাও আসিল। লোকে বলিতে লাগিল, "হাঁ, বাবু বলি তো ছোটবাবুকে। নৈলে ঐ যে কুঁচলে পাড়ার চৌধুরীরা, জমিদার হ'লে কি হয়, বেটাদের হাত দিয়ে জল গলে না, সকালে নাম করলে অন্ন জোটে না।"

ছোটবাবু হাসিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বলিতেন, "আরে বিষয় কি জন্য? দাও থোও, আমোদ আহ্লাদ কর, মজা উড়াও। বিষয় সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গে যাবেও না।"

রামধন চূড়ামণি দন্তহীন মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিতেন, "বিজ্ঞের কথাই তো এই। শাস্ত্রেই আছে—"কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।" বুঝলেন কিনা।"

পারিষদবর্গ সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিত, "ঠিক, ঠিক, সংসারে কে কার, চোখ বুজলেই অন্ধকার।"

এইরূপে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিমলাবাবু যখন পূর্ণবেগে বাবুগিরির স্রোত চালাইতেছিলেন, তখন সহসা একদিন তাঁহার স্ত্রী কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। স্ত্রীর সহিত ইদানীং ততটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার মৃত্যুতে বিমলাবাবু শোকাকুল হইলেন। সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না, সুতরাং লোকে বলিল, "ছোটবাবুর আবার বিয়ে করা উচিত।" ছোটবাবুও তাহা অনুচিত ভাবেন নাই? কিন্তু রঙ্গিলা ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিল, "আবার বিয়ে কেন? আমাতে

কি তোমার মন উঠে না? তুমি বিয়ে করলে আমি যদি গলায় দড়ি না দিই, তবে তোমারই দিব্যি।"

রঙ্গিলা বাবুর গৃহিণী নহেন, বাগানবাড়ীর অধিকারিণী। রঙ্গিলা বারো টাকা মাহিনায় কলিকাতায় থিয়েটারে কাজ করিত। তখন তাহার নাম ছিল ভূতী। আগে তাহার মাহিনা ষোল টাকা ছিল, কিন্তু তিন বৎসরেও একটা দাসীর ভূমিকা অভিনয় করিতে না পারায়, ম্যানেজার রাগিয়া তাহার চারি টাকা বেতন কমাইয়া দিয়াছিলেন। বিমলা বাবু একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়া নৃত্যপরায়ণা সখীদের দলের ভিতর ভূতীকে দেখিলেন। ভূতী নাচে বা গানে ততটা পটু না হইলেও দর্শকদলের উপর চটুল কটাক্ষনিক্ষেপে সুনিপুণা ছিল। এই কটাক্ষের গুণে ভূতী বিমলা বাবুর সুনজরে পড়িল। তাহার ভাগ্যচক্র সহসা প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইয়া গেল। বিমলা বাবু তাহাকে থিয়েটার হইতে ছাড়াইয়া মাসিক একশত টাকা বেতনে আপনার বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। ভূতী রাত জাগার এবং ম্যানেজারের তিরস্কারের দায় হইতে বাঁচিয়া গেল। তাহার ভূতী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গিলা নাম হইল। তাহার অঙ্গে অলঙ্কার উঠিল, সেবায় দাসী নিযুক্ত হইল, পান্তা ভাতের পরিবর্ত্তে পোলাও কালিয়া খাইয়া রঙ্গিলা অল্পদিনের মধ্যেই আপনার শুষ্ক কাষ্ঠপ্রায় দেহখানিকে বাবুজন-মনোহর করিয়া তুলিল।

ছোট বাবুর এই অসামাজিক আচরণে সমাজপতিরা প্রথমে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, গোপনে দুই এক কথা বলাবলিও করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে আপনাদিগকেই একঘ'রে হইবার উপক্রম দেখিয়া, এই অপ্রয়োজনীয় আন্দোলন পরিত্যাগ করিলেন। চূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্র-বাক্যের আবৃত্তি করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

রঙ্গিলা যখন বিবাহ করিতে নিষেধ করিল, তখন বিমলা বাবু আর বিবাহ করিতে পারিলেন না। রঙ্গিলা যদি সত্যই গলায় দড়ি দেয়!

অতঃপর বিমলা বাবুর যে কেবল সম্পত্তির ক্ষয় হইতে লাগিল এমন নহে, দেহের ক্ষয়ও রীতিমত আরম্ভ হইল। আগে স্ত্রী ছিল; সে এ ক্ষয়ের পূরণ করিত। হিঁদুর ঘরের মেয়ে, স্বামী অতি বড় পাষণ্ড হইলেও তাহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতে পারে, লাথি ঝাঁটা খাইয়াও স্বামীর সেবা করিতে ছাড়ে না। সুতরাং স্ত্র' বর্ত্তমানে বিমলা বাবুর দৈহিক বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়া চাহিবার আর কেহ রহিল না; মুখে সহানুভূতি দেখাইবার লোক অনেক ছিল, কিন্তু প্রাণ দিয়া সেবা করিবার কেহই ছিল না। সুতরাং বিমলা বাবুর দেহ অত্যাচারে অনাচারে দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। বিমলা বাবু নিজে সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না।

যখন লক্ষ্য হইল, তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। তখন বাত আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, লিভার বিকৃত হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়াছে। আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, জাগরণেও শান্তি নাই। ডাক্তার বলিল, "মদ ছাড়ুন।" বিমলা বাবু কিন্তু মদ ছাড়িতে পারিলেন না; মদ ভিন্ন তখন আর মানসিক শান্তির উপায় ছিল না। অবশেষে যেদিন অবশ হস্ত মুখের নিকট মদের গ্লাস তুলিবার ক্ষমতা হারাইল, সেই দিন মদ ছাড়িলেন। কিন্তু মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি তখন একেবারে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, তপ্তা নদী বৈতরণীর কূলে উপস্থিত হইয়া বিমলাচরণ বুঝিতে পারিলেন, কেবল আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া মজা উড়াইয়া বেড়াইলে চলে না, সংসারে ইহা ছাড়া আরও অনেক কাজ

আছে। কিন্তু হায়, তাঁহার সকল কাজই যে অসম্পন্ন রহিয়া গেল। আর কি কখন তাহা সম্পন্ন করিবার অবসর হইবে? কে জানে।

বিষয় তখন প্রায় অর্দ্ধেক উড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক যাহা আছে, তাহাও গ্রাস করিবার জন্য চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় শত্রুরা হাঁ হাঁ করিতেছে। বিমলাচরণ ভাবিলেন, একখানা উইল করিবেন। কিন্তু উইল করিয়া কাহাকে বিষয় দিবেন? কে তাঁহার আছে? বিমলাচরণ ব্যাকুলনেত্রে সংসারময় নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কেহই নাই; আত্মীয় বলিতে, বন্ধু বলিতে, উত্তরাধিকারী বলিতে তাঁহার কেহই নাই। তাঁহার ব্যাধিজীর্ণ প্রাণ হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই সম্পত্তির উপর যাহাদের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, নবীন ঘোষ তাহাদের অন্যতম। সে অনেকদিন হইতেই সম্পত্তিটা হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এক্ষণে বিমলাচরণের অবস্থা দেখিয়া, কি উপায়ে সম্পত্তিটা হস্তগত করা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু উপায় সহজে খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা শ্যামাচরণের নাবালক পুত্র রমানাথের কথা মনে পড়িল। নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সহসা যেন আশার উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। বিমলাচরণ শ্যামাচরণের সম্পত্তির অছি মাত্র ছিলেন, সম্পত্তি শ্যামাচরণের পুত্র রমানাথের। এখন যদি সেই রমানাথকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে এ সম্পত্তি তো মুঠার মধ্যে। যাহা আছে তাহা তো আছেই, যাহা গিয়াছে,—অর্থাৎ বিমলাচরণ বিক্রয় করিয়াছেন, অপরে ফাঁকি দিয়া বা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাও হাতে আসিবে। কেন না অছির তো দান বিক্রয়ের অধিকার নাই। তখন নবীনচন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনটী সঙ্কল্প স্থির করিল, প্রথম—রমানাথকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; দ্বিতীয়—তাহার কাছ হইতে

সমগ্র সম্পত্তিটা লিখাইয়া লইতে হইবে; তৃতীয়—সে যদি বাঁকিয়া বসে, তাহা হইলে মামলা মোকদ্দমা করিয়া যে উপায়ে হউক তাহাকে হাতে আনিতে হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া নবীনচন্দ্র একদিন অতি প্রত্যূষে জয়দুর্গা বলিয়া রমানাথের উদ্দেশে যাত্রা করিল। নবীন জানিত, রমানাথ নায়েব ব্রজ মুখুজ্জের বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইতেছিল। যদি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে ব্রজ মুখুজ্জের বাড়ীতেই পাওয়া যাইবে। নবীনের প্রথম উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

নবীন গ্রামের লোকদের কাছে রমানাথের পরিচয় দিল। তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না, ভাবিল, এটা মাধবের কারসাজি, মানুষটা জাল।

চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ

নবীনচন্দ্র রমানাথকে পাইয়া বড় আনন্দেই তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল। রমানাথ নিজমুখে তিন হাজার চাহিয়াছিল। নবীন ভাবিয়াছিল, দরদস্তুর ক'রে কোন্ না দু' হাজারে দাঁড় করান যাবে।" দু' হাজার টাকায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি; শালিয়ানা আয়ই তো নেট পাঁচটা হাজার টাকা। পাতা চাপা কপাল; পাতাটা বোধ হয় উড়লো। নবীন রমানাথকে আনিয়া চর্ব্যচোষ্যরূপে খাওয়াইতে লাগিল। পুকুরে মাছ ধরাইল, পাঁঠা কাটিল, ঘি, দুধ, দৈ আনিয়া রমানাথের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল।

কিন্তু নবীনের এত উদ্যোগ আয়োজন সব ব্যর্থ হইল, তাহার হর্ষে বিষাদ আসিল; সে শুনিল যে, বিমলবাবুর পিতামহের এক দৌহিত্র আছে; সেই দৌহিত্র বিলাসপুর নিবাসী বিনোদ রায়ই এক্ষণে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বিনোদ রায় সম্পত্তি অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। নবীন জানিত, বিমলাবাবুর আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে বিষয়টা নির্ব্বিবাদে রমানাথকেই অর্শাইবে, আর দুই হাজার টাকায় বিক্রয় কোবালা লেখাইয়া লইয়া সে এই বিষয়ের মালিক হইয়া বসিবে। মামলার 'ম'ও করিতে হইবে না, আদালতের দরজায় পা দিবারও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কোথা হইতে আবার এ উপসর্গ আসিয়া জুটিল। বিমলাবাবুর কেহ নাই, তাঁহার পিতার কেহ নাই; রহিল কিনা তাঁহার পিতামহের একটা মেয়ে, আর সেই মেয়েরই একটা ছেলে। তাহাদের নামও কেহ জানিত না, কিন্তু এতদিন পরে কোথা হইতে সে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, বিষয়ের উত্তরাধিকার লইয়া ঝগড়া বাধাইতে আসিল। বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী রমানাথ; কিন্তু সে আজ বিশ বছর বেদখল; সাবালক হইবার পরও বিষয় অধিকারের চেষ্টা করে নাই। এখন তাহার অধিকার প্রমাণ করা সহজ নয়।

ঝগড়ায় নবীনচন্দ্রও পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু ঝগড়াটা সমকক্ষের সহিত হইলেই ভাল হয়। যে বছরে তিরিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ ভোগ করে, ডাক্তারী করিয়া মুঠো মুঠো টাকা আনে, মামলা উঠিলে হাইকোর্ট হইতে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া নবীনের মত লোকের বিজয়লক্ষ্মীকে ঘরে আনা কতটা সম্ভবপর, নবীন তাহা মুহূর্ত্তে ভাবিয়া লইল। দেখিল, তাহার কপালের পাতাটা উড়িতে উড়িতেও উড়িল

না, পাঁতাটা ঠিক পাথরের মত হইয়া আবার চাপিয়া বসিল। নবীনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

কেবল যে নবীনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল এমন নয়, রমানাথেরও সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্থির করিয়াছিল, তিন হাজার টাকা হস্তগত করিয়াই ফিরিবার পথে আগে গোপালপুরে যাইবে, এবং শ্রীরাম গাঙ্গুলীর এম-এ পাশ করা ছেলেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করিয়া, একে-বারে দিন ক্ষণ লগ্ন সব ঠিক করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইবে। দিদিমাকে সে দেখাইবে, রমানাথের মুখেও যা কাজেও তাই। আর মণিকে—মণিকে আর কি দেখাইবে? মণির জন্যই তো তাহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা; ভগবান্ মণিকে সুখী করুন। তাহাই তাহার গর্ব্ব, তাহাই তাহার আনন্দ, তাহাতেই তাহার সুখ।

কিন্তু দুই চারিদিন পরে নবীন যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ব্যাপারটা আগে যত সহজ ছিল, এখন ততই জটিল হইয়া পড়িয়াছে, উইলের নকল বাহির করিয়া দুই এক নম্বর মামলায় জয়লাভ করিতে না পারিলে একটা পয়সারও আশা নাই, তখন নবীনের কথাগুলা রমানাথের কাণে ঠিক বাজের মতই ঠেকিল, তাহার সুখস্বপ্ন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এদিকে গ্রামের কোন কোন লোক রমানাথকে উপদেশ দিল, "এত বড় সম্পত্তিটা দশ হাজার টাকার কমে বেচা যায় না।" কেহ বা বলিল, "চোদ্দ হাজারে দিলে কত লোক লুফে নেয়।"

রমানাথ কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কথাই সার, পনেরো হাজারে কাজ নাই, পাঁচ হাজার দিয়াও লুফিয়া লইবার জন্য কাহারও আগ্রহ দেখা যায় না। নবীন বলিল, "লোকের কথা শুনো না বাবাজি, গাছে তুলতে অনেকে আছে, নামাতে কেউ নাই। দশ হাজার বিশ হাজার

সব ফাঁকা আওয়াজ। উইলের নকলটা বা'র ক'রে এক নম্বর রুজু ক'রে দিই, তারপর টাকার কথা। দিন কতক সবুর কর, মা কালী যদি করেন, তখন পাঁচ হাজারই পাবে।"

রমানাথ অগত্যা তাহাতেই সম্মতি দিয়া এবং উইল বাহির করিবার কাগজপত্রে সই দিয়া বিষণ্ণচিত্তে বাড়ী ফিরিল। নবীন বলিয়া দিল, মোকদ্দমার দিন পড়িলে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইবে। রমানাথ নিশ্চিত আশা লইয়া গিয়াছিল, অনিশ্চিত আশা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিলে মণি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ রমাদা, তুমি তো একটুও বড় হওনি? যেমনটী ছিলে, ঠিক তেমনটাই আছ।"

রমানাথ তাহার কথার উত্তর দিল না। মণি তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, "যাক্ গে বাবু বিষয় আশয়, মামলা মোকদ্দমায় কাজ নাই। যেমন আনচিস্, নিচ্চিস্, খাচ্চিস্, তেমনই দুঃখের ভাত খেয়ে বেঁচে বর্ত্তে থাক্।"

রমানাথ কিন্তু শুধু দুঃখের ভাত খাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে যখন শুনিল, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাত্রটীর অন্যত্র বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তাহার বরের বাপদের উপর রাগ হইল, সমাজের উপর রাগ হইল, আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধে নিজের উপর রাগ হইল। শেষে সব রাগটা গিয়া বিনোদের উপর পড়িল। বিনোদ যদি সে দিন প্রত্যাখ্যান না করিত, তবে এতদিনে তো বিবাহ হইয়া যাইত। তারপর সে যদিও আপনারই সমগ্র সম্পত্তি বেচিয়া টাকার যোগাড় করিল, সেখানেও এই বিনোদই গিয়া বাদ সাধিল; তাহার এত সম্পত্তিতেও কুলাইল না, অপরের সম্পত্তি লইয়া বড়লোক হইবার আশায় সেই দূরস্থ ন পাড়াতেও গিয়া উপস্থিত

হইল। এমন সুপাত্রটা হাতছাড়া হইয়া গেল। কি ভয়ানক শত্রু এই বিনোদ রায়! রমানাথ তাহার এমন কি অপকার করিয়াছে যে, সে এমন শত্রুতা সাধিল। এখনও সে যদি বিষয়ের দাবী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও হয় তো পাত্রটী হাতছাড়া হয় না।

রমানাথের ইচ্ছা হইল, সে গিয়া বিনোদকে অনুরোধ করে, "তুমি সব বিষয় লও, বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দরকার নাই। সব লইয়া তুমি শুধু তিনটী হাজার টাকা দাও, আমি মণিকে সুপাত্রে দান করি।" ইচ্ছা হইলেও রমানাথ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিল না। যে বিনোদ মণিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মুখের উপর জবাব দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই বিনোদের নিকট মণিরই বিবাহের জন্য ভিক্ষা করিতে যাইবে? কখনই না। সে যদি শুধু রমানাথকে অপমান করিয়া যাইত, তাহা হইলেও হয় তো রমানাথ তাহার নিকট যাইতে পারিত। কিন্তু যে মণিকে অপমান করিয়াছে, মণির ভালবাসাকে এক কড়া কাণা কড়ির মত জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার কাছে রমানাথ কিছুতেই যাইতে পাবে না। মণি শুনিলে কি বলিবে? হয় তো ঘৃণায় লজ্জায় গলায় দড়ী দিবে। মণিকে সে বুড়া বরের হাতে তুলিয়া দিবে, নিজে বিবাহ করিবে, আজীবন কুমারী রাখিবে, তথাপি বিনোদের কাছে যাইবে না।

রমানাথ স্থির করিল, "আর বড় ঘরে কাজ নাই, গরীব গৃহস্থ ঘরে ভাল ছেলের চেষ্টা দেখা যাক্।"

কিন্তু গরীব গৃহস্থের ভাল ছেলেও সহজে মিলিল না। এদিকে আষাঢ় ফুরাইয়া শ্রাবণ মাস আসিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ওরে রমা, সামনে ভাদ্দর মাস; এখন তিন মাস আর বিয়ে নাই। এই মাসেই যা হয় ক'রে ফেল্।"

রমানাথ আর পনরো দিনের ছুটী লইয়া পাত্র খুঁজিতে বাহির হইল। রমানাথ অনেক দেখিল, অনেক খুঁজিল, কিন্তু যেমনটী খুঁজিতেছিল, তেমনটী পাইল না। শেষে সে বিরক্ত হইয়া, মণির অদৃষ্টের দোহাই দিয়া একটী দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র স্থির করিল। পাত্রের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; একটী ছেলে, একটী মেয়ে আছে। বিষয় আশয় মন্দ নয়, খাওয়া পরার কষ্ট নাই, এক পয়সাও দিতে হইবে না। এই পাত্রই সে স্থির করিয়া আসিল।

পাত্র নিজে আসিয়া মেয়ে দেখিয়া গেল, মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইল। আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁরে রমা, এ যে বুড়ো ?"

রমানাথ রাগিয়া বলিল, "মেয়েই বা কোন্ কচি খুকী ?"

ত্রিপুরা। এত খোঁজাখুজির পর শেষে এই জুটলো ?

রমা। ওর অদৃষ্ট ! তোমাদের পছন্দ না হয় অন্য চেষ্টা দেখ।

অন্য চেষ্টা দেখিবার ক্ষমতা না থাকায় ত্রিপুরাসুন্দরী নিরস্ত হইলেন।

পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার সময় মণি রমানাথের ভাল জামা কাপড় বাহির করিয়া দিল, রুমালে এসেন্স মাখাইয়া দিল। আরসি চিরুণী আনিয়া ধরিল। রমানাথ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব কি হবে ?"

মণি বলিল, "কোথায় যাবে যে ?"

মুখভঙ্গী করিয়া রমানাথ বলিল, "হাঁ, চুলোয় যাব।"

মণি। বালাই ! তুমি চুলোয় যেতে যাবে কেন ?

রমা। আমি যাব না তো কে যাবে, তুই ?

মণি। তা রমা দা, তুমি যদি পাঠাও তা হ'লে যাব না ?

মণি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রমানাথ দাঁতে দাঁত চাপিয়া

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে কাপড় জামা ছুড়িয়া ফেলিয়া ময়লা কাপড় জামা পরিয়াই বাহির হইল। চালের বাতার ভিতর হইতে একটা টিকটিকি ডাকিল—টিক্ টিক্ টিক্। ভ্রূকুটী করিয়া রমানাথ উঠানে নামিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "একটু ব'সে যা।"

রমানাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মণি দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিলেন, "দুর্গা! দুর্গা!"

ঘণ্টাখানেক পরে রমানাথ যখন ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল, তখন ত্রিপুরাসুন্দরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, ফিরে এলি যে, গেলি না?"

রমানাথ জামা খুলিতে খুলিতে রাগতস্বরে বলিল, "চুলোয় যাব। যাবার কি যো আছে? এদিকে টিকটিকি, ওদিকে তুমি পেছু ডাকলে, রাস্তায় বেরুল সাপ। এমন অযাত্রায় গিয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াব?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "তা ফিরে এসেছিস্ বেশ ক'রেছিস্। এত অকল্যাণ দেখে মানুষ কি পা বাড়ায়?"

রমানাথ রাগিয়া বলিল, "মানুষ তো পা বাড়ায় না, কিন্তু তারা বলবে কি?"

ত্রিপুরা। বল্‌লে তো বোয়েই গেল। ভারী তো সুপাত্তর।

রমানাথ ততক্ষণে জামা কাপড় ছাড়িয়া হুঁকা কলিকা লইয়া বসিয়াছিল। দিদিমার কথা শুনিয়া সে হুঁকা কলিকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, খুব কুপাত্র। আমার অন্যায় হ'য়েছে, ঝকমারি ক'রেছি। এখন তোমরা একটা সুপাত্র এনে বিয়ে দাও।"

ত্রিপুরাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "তাই না হয় দেব।"

রমানাথ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দেব নয়, দাও। আমি আর তোমাদের কোন কথাতেই নাই। এই নাকে কাণে খত দিলাম।"

রমানাথ সত্য সত্যই ঘাড় নীচু করিয়া মাটীতে নাক ঘষিতে গেল। মণি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমানাথের আর নাকে খত দেওয়া হইল না; সে তাড়াতাড়ি ঘাড় সোজা করিয়া ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "ভালা পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি যা হোক্।"

সারারাত্রি ধরিয়া ভাবিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী স্থির করিলেন, "বিনোদের মাকে গিয়ে আর একবার ধরা যাক্। আমাদের এখন কন্যাদায়, রাগ কর্‌লে কি চলে? যার হাতে ধর্‌তে হয় না, তার এখন পায়ে ধর্‌তে হবে।"

আপনার সঙ্কল্পের কথা আপনার অন্তরে গোপন রাখিয়া পরদিন ত্রিপুরাসুন্দরী আহারান্তে বিনোদদের বাটীতে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি বার বার হরিকে হরির লুট এবং সত্যনারায়ণকে সিন্নী মানসিক করিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর কথা তুলিতে পারিলেন না। দেখিলেন, বিনোদ শয্যাগত; দুই জন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া অবধি বিনোদ যেন কেমন উন্মনা হইল, আর কাজ কর্ম্মে তেমন আস্থা রহিল না। যে কাজটা নিতান্ত না করিলে নয়, তাহাই কোনরূপে করিত, বাকী সময়টা আপনার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত। ডাক্তারখানায় তাহাকে আর বড় একটা দেখা যাইত না; ডাক আসিয়া ফিরিয়া যাইত। আগে বিনোদ দিনে তিনবার রোগীর বাড়ী যাতায়াত করিত, এখন রোগী সাতবার ডাকিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না। অনেক ডাকাডাকিতে যদি দেখা পায়, তবে বিনোদ রোগী দেখিয়াই বলে, "ভিজিট দাও।'

গরীব গৃহস্থ সানুনয়ে বলে, "বাবু, আমি বড় গরীব।"

বিনোদ রাগিয়া বলে, "গরীব তো আমাকে ডাকতে যাও কেন?"

গরীবের মা বাপ ডাক্তার বাবুর এই অর্থপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়। তাহার রাগ দেখিয়া গৃহস্থ ভয়ে ভয়ে বলে, "তবে একটু অপেক্ষা করুন, ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় করি।"

বিনোদ কিন্তু অপেক্ষা করে না; আপনার ব্যবহারে যেন আপনিই লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া আইসে। আসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকে।

তারপর গৃহস্থ বহু কষ্টে টাকার যোগাড় করিয়া বাড়ী বহিয়া যখন ডাক্তার বাবুকে টাকা দেয়, তখন বিনোদ তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলে, "যা বাঁধা দিয়েছ সব ছাড়িয়ে আন।" তারপর আপনার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলে, "দুধ মিছরি সাগু কিনে দাও গে।"

গৃহস্থ অবাক্ হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু পরদিন ডাকিতে আসিলে হয় তো বিনোদ আর যাইতে চাহে না। কাঁদাকাটা করিলে বলে, "ভিজিটের টাকা ওষুধের দাম না পেলে যাব না।"

বাড়ীতে আসিয়া যাহারা বিনামূল্যে ঔষধ লইত, তাহারা এখন আর সব দিন ঔষধ পায় না। কোন দিন বিনোদ ডাক্তারখানায় আসিয়া বসে, কোন দিন বা আসে না। রোগীরা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যায়। রোগীরা চলিয়া গেলে বিনোদ হয় তো ডাক্তারখানায় আসে; আসিয়া চাকরকে ধমক দেয়। কিন্তু পরদিন চাকর রোগীদের আগমনবার্ত্তা জানাইতে গেলে বলে, "আমার শরীর খারাপ, ফিরে যেতে বল্।"

রামজয় আসিয়া গৃহিণীকে ধরিল; বলিল, "বিনোদের একি হ'লো গিন্নী মা?"

অন্নপূর্ণাও পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণও বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রামজয়ের নিকট সকল কথা বলিলেন। রামজয় শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "হায়, হায়, সতী লক্ষ্মীর শেষে এই হ'লো? কলিতে কি ধর্ম্ম নাই?"

রামজয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এখন কি করি রামজয়?"

রামজয় বলিল, "বিয়ে দাও; বিয়ে হ'লে মন অনেকটা স্থির হবে।"

অন্ন। কিন্তু ও কি বিয়ে করবে?

রাম। তুমি বললেই করবে।

অন্ন। তা করতে পারে, কিন্তু ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেওয়া কি ভাল?

রামজয় একটু রাগিয়া বলিল, "ভাল মন্দ বুঝি না, যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাও তবে বিয়ে দাও।"

অন্নপূর্ণা "দেখি" বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সহজে বিনোদের নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারিলেন না।

এদিকে বিনোদের আহারে রুচি গেল, রাত্রে নিদ্রা হইত না, শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিল, চক্ষু কোটরে ঢুকিল, চোখের কোণে কালি পড়িল। অন্নপূর্ণা ভীত হইলেন। একদিন তিনি ছেলের কাছে বসিয়া এ কথা সে কথার পর বলিলেন, "বিনু, আমার একটা কথা রাখ্।"

বিনোদ বলিল, "তোমার কোন্ কথা না রাখি মা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সকল কথাই রাখিস্। কিন্তু—"

বিনোদ। এত কিন্তু হবে কেন মা, তোমার কোন্ কথা রাখতে হবে বল?

অন্নপূর্ণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমারও ইচ্ছা, রামজয়েরও ইচ্ছা, তুই সংসারী হ'।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "এখন কি আমি সন্ন্যাসী?"

অন্ন। সন্ন্যাসীর মনেও বরং শান্তি আছে, তোর তাও নাই।

বিনোদ নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুই বিয়ে কর্।"

বিনোদ শূন্য দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "করবি কিনা বল্।"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "তুমি বললে কি না করতে পারি, মা?"

মুখ নীচু করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি বলছি, বিয়ে কর।"

বিনোদ বলিল, "তা ক'রব, কিন্তু দিন কতক গেলে ভাল হয় না?"

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া জোর গলায় বলিলেন, "অনেক দিন গেছে, আর নয়। তোর শরীরটা কি হ'য়েছে দেখেছিস্?"

বিনোদ হাসিল; বলিল, "তোমার কোলে থেকেও যদি শরীর না সারে, তবে বিয়ে করলেই কি তা সারবে মা?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সারবে, আমি বলছি সারবে।"

শূন্যে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিল, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ মা।"

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছ হইতে উঠিয়া গেলেন।

হায় অন্ধ মানুষ! জীবনের বিকাশ হইতে লয় পর্য্যন্ত তুমি কেবল সুখ সুখ করিয়া ব্যস্ত হও, নিদারুণ আগ্রহ, প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরু-মরীচিকার পশ্চাৎ ছুটিয়া বেড়াও; কিন্তু সুখ পাও কি? যাহার জন্য তোমার এত ব্যগ্রতা, এত ছুটাছুটি, সে মায়া-মন্ত্রে তোমার সম্মুখে কুহকনগরীর মোহন চিত্রখানি ধরিয়া ধরিয়া তোমার আগে আগে ছুটিতে থাকে। আর অন্ধ তুমি, সেই মরীচিকাকে আয়ত্ত করিবার আশায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া যাও। শেষে ছুটিতে ছুটিতে একদিন অবসন্ন পদে ক্লান্তদেহে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কর।

মৃত্যু? সে কি ভীষণ দৃশ্য! জীবিতের নিকট মৃত্যু কি বীভৎস ব্যাপার! সব আছে, অথচ কিছুই নাই। সংসার আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে; স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সব আছে; অথচ মুহূর্ত্তে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। কোথায় কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাইতে হইবে। কে জানে। না জানিলেও—যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও যাইতে হইবে। তারপর এই দেহের ধ্বংস; হয়

আত্মীয়স্বজনে যত্ন করিয়া ইহার ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন করিবে, নয় মুদ্দাফরাসে টানিয়া ফেলিয়া দিবে। এই দেহ—এই যত্নপালিত দেহ শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হইবে। হইবে কেন, হইয়াছে। বিদেশে—যেখানে আপনার বলিতে কেহ নাই, মুখে শেষ জলবিন্দু দিতে কেহ নাই, শেষ নিশ্বাসের শব্দটুকু শুনিবার কেহ নাই, সেইখানে কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে মরিয়াছে। কি অতৃপ্তি, কি নিষ্ফলতা কি উপেক্ষা বুকে ধরিয়া ধরণীর নিকট বিদায় লইয়াছে। একদিন—একদিনের ব্যবধানে তাহার দেহটী পর্য্যন্ত শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়াছে। হায় অভাগিনী ?

বিনোদ উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বিনোদের দেহ ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার লাবণ্য গেল, শ্রী গেল, সবলতা গেল, অটুট স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা ডাক্তার আনাইলেন। চিকিৎসা চলিল, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ক্রমে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিল। রামজয় মেয়ে খুঁজিতেছিল। এখন মেয়ে খোঁজা ছাড়িয়া ভাল ডাক্তারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী বড় আশা লইয়া আসিয়াছিলেন ; বড় নিরাশা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন একাগ্রচিত্তে পুত্রের সেবাশুশ্রূষা করিতেছিলেন, তখন রামজয় আসিয়া জানাইল, ন পাড়ার বিষয় লইয়া মোকদ্দমা বাধিয়াছে ; রমা ঠাকুরকে খাড়া করিয়া নবীন ঘোষ বিষয়টা হাত করিবার চেষ্টায় আছে। শুনিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মোকদ্দমা করে, তার তদ্বির কর। তবে বিষয় যদি রমানাথের প্রকৃত হয়, তবে ছেড়ে দাও।"

রামজয় বলিল, "যেদিন তা বুঝব সেদিন নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যে কেউ বিনোদ রায়ের একটী কড়া নেবে, রামজয় থাকতে তা হচ্চে না।"

রামজয় মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এদিকে ডাক্তারেরা বলিল, "রোগের মূল কারণ মানসিক অশান্তি, সে অশান্তি দূর করা দরকার। মাঝে মাঝে মণির নাম শুনতে পাই। মণি কে ?"

অন্নপূর্ণা মণির পরিচয়, তাহার সহিত বিনোদের বিবাহ সম্বন্ধ প্রভৃতি সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া বিজ্ঞ ডাক্তার বলিলেন, "যদি মণিকে কাছে রাখতে পারেন তা হ'লে খুব ভাল হয়।"

অন্নপূর্ণা রমানাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "মণিকে আমায় দাও।"

চমকিত হইয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি তাকে ছেলের বৌ করব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল, "আর তা হয় না ; তার সম্বন্ধ ঠিক হ'য়ে গেছে।"

অন্ন। সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও ; তোমায় সব বিষয় ছেড়ে দেব।

ভ্রূকুটী করিয়া রমানাথ বলিল, "আমরা মেয়ে বেচি না।"

অন্ন। বেশ, আমি ভিক্ষা চাইছি।

রমা। একদিন আমি পায়ে ধ'রে দিতে গিয়েছিলাম।

অন্ন। সে কথা যেতে দাও, এখন দেবে কি না বল।

রমা। ব'লেছি তো, তার সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে গেছে।

অন্ন। কোথায় হ'ল ?

রমা। এইখানেই।

অন্ন। পাত্র কে ?

রমা। আমি।

অন্নপূর্ণা তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি মণির দিদিমার সঙ্গেই কথা কইব। তোমার মত হাবাতে হতভাগা মণির যোগ্য নয়।"

গর্জ্জন করিয়া রমানাথ বলিল, "আমি হাবাতে নই, আমার বাপের যথেষ্ট বিষয় আছে।"

অন্ন। বিষয় তোমার বাবার নয়, আমার বাবার।

রমা। আদালতেই তার মীমাংসা হবে।

রমানাথ ক্ষিপ্রপদক্ষেপে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা রামজয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "বিষয়ের এক কড়া রমানাথকে ছেড় না, সত্যি ওর বাপের বিষয় হ'লেও নয়। ছাড়তে হয় আদালতে শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে ছাড়বে।"

রামজয় বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রমানাথ ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা বলিলেন, "কেন ?"

"মণির বিয়ের কি করলে ?"

"আমি আর কি করবো ?"

"তুমি করবে না তো কে করবে ?"

"তুই।"

রমানাথ বলিল, "আমি? আমি আর তোমাদের কোন কথাতেই নাই।"

দিদিমা বলিলেন, "নাই তো আবার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ কেন?"

বিরক্তভাবে রমানাথ বলিল, "সেটা আমার ঝকমারি হ'য়েছে।"

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "একশো বার।"

রমানাথ আপন মনে অস্পষ্টস্বরে বকিতে লাগিল। দিদিমা বলিলেন, "হাঁ রে রমা?"

গম্ভীরভাবে রমানাথ উত্তর করিল, "কি, বল।"

দিদি। তুই কি পাগল হ'লি?

রমা। তোমরা পাগল কচ্চো, আর পাগল হব না।

দিদি। আমরা তোকে পাগল কচ্চি, না তুই আমাদের পাগল কচ্চিস্?

রমা। আমি তোমাদের কিসে পাগল করলাম?

দিদি। কিসেই বা না করলি? তুই থাকতে আমি বর খুঁজতে যাব, না মণি খুঁজতে যাবে?

উদাসস্বরে রমানাথ বলিল, "যে হয় যাবে।"

গালে হাত দিয়া দিদিমা বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই বলিস্ কিরে রমা?"

ঝঙ্কার দিয়া রমানাথ বলিল, "সাধে কি বলি, আমি খুঁজে আনলে তো তোমাদের পছন্দ হবে না।"

দিদি। পছন্দর মত হ'লেই পছন্দ হয়।

রমা। তোমাদের ইংরেজ পছন্দ। তেমনটী কোথায় পাই বল।

দিদি। তাই ব'লে কি একটা বুড়ো হাবড়া ধ'রে আন্‌বি?

রমা। চল্লিশ বছরে মানুষ বুঝি বুড়ো হয়?

দিদিমা সহাস্যে বলিলেন, "না, কচি খোকা থাকে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রমানাথ বলিল, "এই জন্যই তো বলি, তোমরা নিজেদের পছন্দমত দেখ।"

দিদিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই না হয় দেখব। কিন্তু তুই সত্যি বল্ দেখি।"

দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "কি বলবো?"

দিদিমা বলিলেন, "তোরই কি পছন্দ হ'য়েছিল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমানাথ বলিল, "তা—পছন্দ—তা হ'য়েছিল বৈকি। পছন্দ না হ'লেই বা আন্‌ব কেন?"

দিদি। এনেছিলি দায়ে প'ড়ে।

"ভারী তো দায়" বলিয়া রমানাথ উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। দিদিমা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। রমানাথ তামাক সাজিতে সাজিতে ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা রন্ধনশালা হইতে উত্তর দিলেন, "কি?"

রমানাথ বলিল, "আজ বিনোদ বাবুর মা আমাকে ডাকিয়েছিলেন।"

দিদি। কেন?

রমা। তিনি মণিকে চান, অর্থাৎ মণির সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দেবেন।

দিদিমা তাড়াতাড়ি রন্ধনশালা হইতে বাহিরে আসিলেন, সকৃড়ি হাতটা উঁচু করিয়া রাখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তারপর?"

রমানাথ বলিল, "তারপর তিনি আমার বিষয়ের দাবী ছেড়ে দেবেন।"

দিদি। তুই কি বল্‌লি?

রমা। কি বলা উচিত বল দেখি।

দিদি। আমি অত উচিত অনুচিত জানি না; তুই কি বললি তাই বল্।

রমা। সাফ জবাব দিলাম।

দিদি। জবাব দিলি?

রমা। হাঁ জবাব দিলাম। বললাম, মেয়ে বেচা আমাদের ব্যবসা নয়।

দিদিমার মুখখানা ভারী হইয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তারপর?"

রমা। তারপর তিনি ভিক্ষা চাইলেন।

সবিস্ময়ে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "ভিক্ষা!"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "হাঁ, ভিক্ষা। ওটা ভিক্ষা নয়, উপহাস। অর্থাৎ আমরা বড় লোক, তোমরা গরীব; আমরা যে ভিক্ষা বলছি, এটা আমাদের বলা নয়, তোমাদের। আমরা যখন চাইছি, তখন তোমরা কৃতার্থ হ'য়ে আমাদের পায়ে এনে ফেলে দাও। বুঝলে দিদিমা, কথার ভাবটা এই। আরে, রমানাথ কি সে ছেলে? এ ভবী ভোলবার নয়। সে দিনকার অপমানটা কি আমি ভুলে গিয়েছি।"

শঙ্কা-কম্পিতকণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "তুই কি তার শোধ নিয়ে এলি নাকি?"

মাথা নাড়িয়া জোর গলায় রমানাথ বলিল, "নিশ্চয়।"

দিদিমার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমানাথ তামাক সাজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তুই করলি কি রে রমা?"

রমা। কি করলাম?

দিদি। হাতের লক্ষ্মী আবার পায়ে ঠেলে এলি ?

রমানাথ তীব্রদৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিল; গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখ দিদিমা, তোমরা মনে কর, বড় লোক লাথি ঝাঁটা মেরেও যদি একবার হেসে কথা কয়, তা হ'লেই আমরা কৃতার্থ। তা তোমরা কৃতার্থ হ'তে পার, কিন্তু রমানাথ শর্ম্মা হবে না; সে ইট খেয়ে ইটটি হজম করতে পারবে না, ফিরিয়ে পাটকেলটী মারবে। কেন, বিনোদ ডাক্তার ছাড়া পাত্র কি আর নাই ?"

দিদিমা বলিলেন, "খুঁজে তো পেলি না।"

স্থির গম্ভীরস্বরে রমানাথ বলিল, "এতদিন পাই নাই, আজ পেয়েছি।"

দিদি। কোথায় ?

রমা। এই তোমার সামনে। আমিই মণির বর, আমিই তাকে বিয়ে করবো।

দিদিমার বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "সত্যি ?"

রমানাথ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "হাঁ সত্যি। শোন দিদিমা, আমি এতদিন শুধু বিদ্বান্ ধনবান্ পাত্র খুঁজে বেড়াই নাই, আমি খুজছিলাম, যে মণিকে সুখে রাখবে, তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসবে। তা সে মূর্খই হোক বা গরীবই হোক্। কিন্তু সারা দেশটা খুঁজে আমার মনের মত পাত্র পেলাম না। দেখলাম, আমি ছাড়া আমার মত মণিকে সুখী করতে কেউ পারবে না। তাই ঠিক ক'রেছি, আমিই বিয়ে করব। তুমি বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন কর।"

রমানাথ হুঁকা হাতে বাহিরে চলিয়া গেল। দিদিমা নিশ্চল নিস্পন্দ-ভাবে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

"আচ্ছা ভাই, মহাভারত পড়লেই কি পুণ্য হয়?"

"তা আর হয় না? না হ'লে লেখা থাকবে কেন?"

ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ বলিল, "লেখা অমন থাকে। এই যে কত গল্পের বই আছে, তাতে নায়ক নায়িকা, ভালবাসাবাসি, ছোরাছুরি, মিলন, বিচ্ছেদ কত কি থাকে। নায়ককে কেউ ছুরী মাচ্চে, নায়িকা অমনি ভুঁইফোঁড় হ'য়ে মাঝখানে এসে বুক পেতে দাঁড়াল, ছুরীটা তার বুকেই পড়লো। তাই ব'লে সত্যি সত্যি কি এমন হয়?"

উমা বলিল, "কেন হবে না? ভালবাসার জন্য লোকে কি না করতে পারে?"

ঈষৎ হাসিয়া বিরাজ বলিল, "আর যা পারুক, কিন্তু ছুরীর সামনে বুক পেতে দেওয়া—মাগো, মনে করলেও গা শিউরে উঠে।"

উমা বলিল, "তা হ'লে তুই ভালবাসার কিছুই জানিস্ না।"

বিরাজ। তা খুব জানি। আমি তোমার তুমি আমার বলতে জানি, মিলনে হাসতে, বিরহে কাঁদতে জানি, শুধু ঐ ছোরাছুরীর ব্যাপারটা কেমন যেন ঠেকে।

উমা। কিছুই ঠেকে না। আচ্ছা মনে কর্ তুই একজনকে ভালবাসিস্।

বাধা দিয়া বিরাজ বলিল, "মর্ পোড়ারমুখী, একজনকে ভালবাসব কি, আমি যে বিধবা।"

উমা হাসিয়া বলিল, "আমি কি আর তোকে সত্যিই ভালবাসতে বলছি।"

বিরাজ গম্ভীরমুখে বলিল, "সত্যিই হোক আর মিথ্যাই হোক, বিধবাকে ও কথা বলতে নাই।"

উমা বলিল, "আচ্ছা, অপরের কথা যাক্. ধর্ তোমাব স্বামী, তাকে তো তুই খুব ভালবাসতিস্?"

বিরাজ। একটুও না।

উমা। মাইরি নাকি?

বিরাজ। আমি কি মিথ্যা বলছি। তার দেখাই পেতাম না, তা ভালবাসব কা'কে। সে থাকতো কোথায় কোন্ রঙ্গিণীকে নিয়ে, আর আমি খেতাম শাশুড়ীর ঝাঁটা আর লাথি। তিন বছরে তিন দিনও দেখা পেয়েছি কিনা সন্দেহ।

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, "দেখা পাওয়ায় সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাসতিস্ যে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

উমার মুখের উপর মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিরাজ বলিল, "আ লো, ভালবাসলেই হ'লো আর কি। বলে—চোরে কামারে দেখা নাই সিঁদকাটীতে চুরী।"

উমা বলিল, "বেশী দেখা সাক্ষাতে কাজ নাই, সাতপাকের সময় সেই যে চোরে কামারে দেখা হয়, তাতেই সিঁদকাটী তৈরী হয়ে যায়।"

বিরাজ। যার হয় তার হয়, আমার তো ভাই হয় নি।

উমা। তোর পোড়া কপাল।

বিরাজ হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ ব'লে দিলি ভাই।"

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। অতি বড় দুঃখের ভার আসিয়া যেন দুই-জনেরই বুকে চাপিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে বিরাজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কথা ক' ভাই, এমন চুপ করে ব'সে থাকা যায় না, হাঁপিয়ে উঠতে হয়।"

উমা বলিল, "কি কথা কইব?"

বিরাজ। যা হয়।

উমা। এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী।

বিরাজ। একটী সুয়ো, আর একটী দু'য়ো।

উমা। হাঁ, সুয়োর নামটী ছিল বেশ—

বিরাজ। উমা।

উমা হাসিয়া বলিল, "না, বিরাজমোহিনী।"

বিরাজও হাসিতে হাসিতে বলিল, "উহু, সে ছিল আর এক রাজার দুয়ো। মুখে আগুন তোমার গল্পের। অন্য কথা বল্।"

উমা। সুখের বল্‌বো, না দুঃখের?

বিরাজ। দুঃখের গীত শুনে শুনে অরুচি জন্মে গেছে। দু'টো সুখের কথা—তোর বিয়ের কথা বল্।

উমা। মনে নাই।

বিরাজ। তবে যা মনে আছে তাই বল্। আচ্ছা ভাই, বিনোদ বাবু তোকে কেমন ভালবাসতো?

উমা। খুব। হাসলে হাসতো, কাঁদলে অন্ধকার দেখতো, হাই তুললে হাত পাততো—

বিরাজ। ঘাম দিলে বাতাস করতো, শুলে পা টিপে দিত।

উমা। হাঁচলে জীব বলতো, চললে ব্যথা পেতো, ঘুমুলে জাগিয়ে দিত, জাগলে ঘুম পাড়াত।

বিরাজ। ক্ষিদে পেলে খাইয়ে দিত, মান করলে পায়ে ধরতো।

উমা। সামনে এলে আদর করতো, পিছন ফিরলে গাল দিত। মুখে বল্‌তো বেঁচে থাক, মনে বল্‌তো নিপাত যাও।

দুইজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুঃখের ঘোর ঝঞ্ঝাবাত্যের মধ্যে সে হাসিটুকু শান্তির প্রসন্নতা আনিয়া দিল।

নীচে হইতে কে ডাকিল, "বিপ্রদাস বাবু বাড়ী আছেন?"

উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচের দিকে চাহিল। বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

উমা বলিল, "সেই বিলাসপুরের রমানাথ বাবু।"

উমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। বিরাজ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহাভারতখানি মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; বর্ষণক্লান্ত পাণ্ডুর মেঘমালা ভেদ করিয়া অস্তমান সূর্য্যের লাল আভা বর্ষার সন্ধ্যাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। বিরাজ রেলিং ধরিয়া সেই রক্তরাগমণ্ডিত সান্ধ্য-শ্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকারটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল।

নীচে হইতে রমানাথের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, "তোমাকে যেতে হবে উমা, তোমার বাবাকেও যেতে হবে; আমার বিয়ে।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ বাবু কেমন আছেন দিদিমা ?"

দিদিমা বলিলেন, "একটু ভাল আছে।"

মণি বলিল, "আজ গিয়েছিলে ?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "গিয়েছিলাম বৈকি। যাবার মুখ নাই, তবু না যাওয়া ভাল দেখায় না ব'লেই যেতে হয়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নতমুখে মণি বলিল, "রমাদার অসুখের সময় বিনোদবাবু অনেক ক'রেছিলেন।"

দিদিমা বলিলেন, "সে কথা আবার ছ'বার বল্‌তে ? মরা বাঁচিয়েছিল। বিনোদের ধার কি কখনও শোধ হবে ?"

মণি। অসুখটা খুবই হ'য়েছিল, না দিদিমা ?"

দিদি। খুব ব'লে খুব, যমে মানুষে টানাটানি। দু' দু'জন ডাক্তার দিন রাত বাড়ীতে ব'সে। বড়লোক তাই রক্ষা, আমাদের মত লোক হ'লে কি বাঁচতো ?

মণি। এই তো সেদিন তীর্থি ক'রে ফিরে এলো ?

দিদি। সেই এসে অবধি পড়েছে। বিদেশ বিভুঁয়ে তো নাওয়া খাওয়ার ঠিক থাকে না; ওরা বড়লোক, ওদের কি ওসব সহ্য হয় ? তার উপর—"

মণি। তার উপর কি ?

দিদিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "শুনিস্ নাই।"

উৎসুকভাবে মণি বলিল, "না, কি ?"

দিদি। সে বৌটা যে মারা গেছে।

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে মণি বলিল, "বল কি দিদিমা ?"

মণি তরকারি কুটিতেছিল; বেগুনটা অর্দ্ধকর্ত্তিত অবস্থায় বঁটিতে লাগিয়া রহিল। মণি তাহার দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া, দিদিমার মুখের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দিদিমা বলিলেন, "ক্ষেত্রে গিয়েছিল, সেইখানেই,—ওরাও তখন সেখানে, বিনোদের সঙ্গে দেখাও হ'য়েছিল, ও কিন্তু মাকে সে কথা বলে নি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মণি জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর ?"

দিদি। তারপর তার ওদিককার ব্যারাম হয়, তাতেই মারা যায়। দাহ পর্য্যন্ত হয় নি।

মণি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা !"

দিদিমা বলিলেন, "সেই শোকেই তো ছোঁড়ার অসুখটা হ'য়ে পড়লো। আহা, হবে না ? হাজার হোক স্ত্রীতো বটে।"

একটু থামিয়া দিদিমা বলিতে লাগিলেন, "আর সেইজন্যেই তো গিন্নী ছেলের বিয়ের জন্যে রমাকে এত ক'রে ধরেছিল। তা রমা কি মানুষ ?"

দিদিমা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মণি ব্যস্ত হস্তে অর্দ্ধকর্ত্তিত বেগুনটাকে তৎপরতার সহিত কুটিতে লাগিল।

দিদিমা বলিলেন, "বিনোদ বিকারের ঘোরে নাকি শুধু তোরই নাম—"

বেগুন কুটিতে কুটিতে মণির আঙ্গুল কাটিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি

বাঁ হাত দিয়া কাটা আঙ্গুলটা টিপিয়া ধরিল। দিদিমা তাহা দেখিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আঙ্গুল কাটলি নাকি? কতটা কাটলো?"

মণি বলিল, "না, তেমন কাটেনি, বঁটির ধারটা লেগে গেছে। পোড়া বঁটিটায় যে ধার হ'য়েছে?"

ঈষৎ হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "হাঁ, দোষটা বঁটির বৈকি। একটু দেখে শুনে কাজ করতে হয়। রক্ত পড়ছে?"

"না" বলিয়া মণি পুনরায় বার্ত্তাকুকর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। ভাত উথলাইয়া উঠিল। দিদিমা ভাতের হাঁড়ির মুখের সরাটা তুলিয়া লইয়া হাত ধুইলেন। মণি বলিল, "হাঁ দিদিমা, রমাদা ফিরবে কবে?

দিদিমা বলিলেন, "মঙ্গলবার বুধবার নাগাদ ফিরতে পারে সোমবারে তো বিয়ের দিন।"

মণি মুখ নীচু করিয়া আলু ছাড়াইতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "কেন, মন কেমন করচে নাকি?"

মণিও একটু হাসিয়া বলিল, "বড্ড।"

দিদি। মন তো কেমন করচে, কিন্তু এখনো তুই তার নাম ধ'রে ডাকবি?

মণি। তবে কি ব'লে ডাকব?

দিদি। তোর মাথা ব'লে। ডাকবার আর কিছু নাই 'ক?

মণি। ওগো হাঁগো বলবো?

সহাস্যে দিদিমা বলিলেন, "তাই বলবি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মণি বলিল, "তা হ'লে ওগোর ফিরতে এখনো তিন চারদিন দেরী।"

দিদিমা হাসিয়া উঠিলেন। মণিও মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আলু কুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ মণি ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদি। কি ?

মণি। কালও তুমি যাবে ?

দিদি। কোথায় ?

মণি। ওঁদের বাড়ী।

দিদি। তা এখন ঠিক বলি কি ক'রে। কেন ?

মণি বলিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

মনে মনে একটু হাসিয়া দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যাবি ?"

মণি একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমি—না, রমাদা শুনলে রাগ করবে।"

দিদি। শুনলে তো ? কে তাকে বলতে যাবে।

মণি চুপ করিয়া রহিল। দিদিমা বলিলেন, "তা হ'লে কাল যাবার সময় তোকে নিয়ে যাব।"

বিনোদের অসুখ শুনিয়া অবধি মণির তাহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, বলিলে পাছে কেহ কিছু মনে করে। অবশ্য মনে করিবার কিছু ছিল না ; সে ভালবাসার খাতিরে যাইতে চাহে নাই, শুধু কৃতজ্ঞতার খাতিরে যাইতে চাহিতেছে। রমানাথের অসুখের সময় বিনোদবাবু কি খাটুনীই খাটিয়াছে ? ঘরের ঔষধ দিয়া, দিনরাত কাছে থাকিয়া, আপনার ক্ষতি করিয়া চিকিৎসা করিয়াছে, সেবা করিয়াছে। এজন্য মণি যে তাহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সেই কৃতজ্ঞতার খাতিরেও বিনোদের অসুখের সময় তাহাকে একবার দেখিতে যাওয়া উচিত। কিন্তু লোকে কি তাহা বুঝিবে ? তাহারা ভাবিবে, এটা কৃতজ্ঞতার খাতির নয়, ভালবাসার খাতির। দিদিমা তামাসা করিবে, রমাদা রাগ করিবে। হায়, লোকে যদি লোকের মনের কথা বুঝিতে পারিত ?

মনের ভিতর যথেষ্ট ঔৎসুক্য থাকিলেও মণি লোকলজ্জার খাতিরে যাইবার কথা বলিতে পারিল না, মনের কথা মনে চাপিয়া উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিল।

সুতরাং দিদিমা যখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিল, তখন সে সম্মতিসূচক কোন কথা বলিল না, অসম্মতিও প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার এই মৌন ভাবটুকুই যে তাহার মনের ভিতর লুকান আগ্রহ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া দিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, দিদিমা কিন্তু সেটুকু বেশ বুঝিয়া লইলেন।

সেই দিনই আহারান্তে দিদিমা মণিকে সঙ্গে লইয়া বিনোদকে দেখিতে গেলেন। যাইবার সময় তিনি একখানা ভাল কাপড় এবং দুই একখানা গহনা যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিয়া মণিকে পরিতে বলিলেন। মণি হাসিয়া বলিল, "এ সব কেন দিদিমা, ক'নে দেখা দিতে হবে নাকি?"

দিদিমা একটু রাগিয়া বলিলেন, "ক'নে দেখা দিতে হ'লেই বুঝি ভাল কাপড় পরে? লোকের বাড়ী যেতে হ'লে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে হয়।"

মণি। সে যারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন তাদের দরকার।

দিদি। আর তুই বুঝি স্বর্গের বিদ্যাধরী?

মণি। তা না হ'লেও নেহাৎ শ্যাওড়াতলার পেত্নী নই।

মণির মুখের উপর ক্রুদ্ধকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দিদিমা বলিলেন, "যা হোক মেয়ে তুই মণি, আর কোন গুণ না থাক, কথা খুব শিখেছিস্।"

দিদিমার রাগ দেখিয়া অগত্যা মণি কাপড় গহনা পরিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিনোদ একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। উঠিতে বসিতে পারিত, চলাফেরা করিতে পারিত না। ডাক্তারেও চলাফেরা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বিনোদ প্রায় শুইয়া থাকিত। যখন নিতান্ত বিরক্তি-বোধ হইত, তখন হয় বালিসে ঠেসান দিয়া বসিত, নয় ধীরে ধীরে গিয়া টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিত। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না; কিছুক্ষণ থাকিয়াই আবার আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িত।

পুত্রের আরোগ্যলাভে অন্নপূর্ণার যে আনন্দের সীমা ছিল না ইহা বলাই বাহুল্য। বিনোদের অসুখ যখন বাড়াবাড়ি, তখন যত দেবতা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, সকলকেই কিছু না কিছু মানত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল মানত শোধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যেদিন বিনোদ পথ্য পাইবে, সেই দিন তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথজীর ষোড়শো-পচারে পূজা দিবেন, গ্রাম্যদেবতা কালীর কাছে বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া আসিবেন, সত্যনারায়ণের সিন্নী দিবেন। রামজয় মুড়াগাছার বিশালাক্ষীকে পাঁঠা দিয়া পূজা দিয়া আসিবে। পাঁঠাটা রামজয়ই মানত করিয়াছিল; অন্নপূর্ণা ছাগশিশু-হত্যায় রাজি ছিলেন না। পূজার অন্যান্য খরচ অন্নপূর্ণা দিবেন, পাঁঠাটা রামজয় নিজের টাকায় কিনিয়া দিবে। রামজয়ও গোস্বামীর শিষ্য, কিন্তু প্রাণের দায়ে অনেক সময় বৈষ্ণবকে শাক্ত এবং শাক্তকে বৈষ্ণব হইতে হয়। "আতুরে নিয়মো নাস্তি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ও মণি বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণা সাদরে

তাঁহাদিগকে বসাইলেন। মণি সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল, এবং এঘর সেঘর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মণি এ বাড়ীতে নূতন আসিয়াছিল।

একটা ঘরের দরজায় পা দিয়াই মণি চমকিয়া উঠিল। দেখিল, ঘরের ভিতর বিনোদ শয্যার উপর বালিসে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মণি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; সেখান হইতে পলাইবে কি দাঁড়াইয়া থাকিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পলাইবার জন্য সে একটা পা পিছন দিকে বাড়াইল, কিন্তু বিনোদকে সেদিকে চাহিতে দেখিয়া আর পা বাড়াইতে পারিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, "কে, মণি?"

মণির মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলে?"

মুখ না তুলিয়াই মণি উত্তর দিল, "এই একটু আগে।"

বিনোদ। দিদিমা এসেছেন বুঝি?

মণি। হাঁ।

বিনোদ। মার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?

মণি। হ'য়েছে।

একটু থামিয়া বিনোদ বলিল, "তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।"

মণি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। বিনোদ চুপ করিয়া রহিল, মণির মুখেও কথা নাই। গৃহ নীরব নিস্তব্ধ; কেবল দেওয়ালে ঝুলান ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে গৃহের এই অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন চুপ করিয়া বেশীক্ষণ থাকা যায় না। মণি টেবিলের গায়ে বাঁ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার খুব অসুখ হ'য়েছিল, না ?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ, খুব বেশী অসুখই হ'য়েছিল ; যাবারই কথা। তা মা যেতে দিলেন না।"

মণি বলিল, "আপনার এরি মধ্যে যাবার এত সাধ কেন ?"

রোগশীর্ণ অধরে ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "যাবার আর সাধ অসাধ কি। সাধ থাকলেও যেতে হবে, না থাকলেও যেতে হবে। যখন যেতেই হবে, তখন সকাল সকাল যাওয়াই ভাল।"

কথা কহিতে কহিতে মণির ক্রমে সাহস হইতেছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার দেখছি বৈরাগ্য হ'য়েছে।"

বিনোদও হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেটা স্থায়ী নয় এই যা দুঃখ।"

মণি। আপনার এত কি দুঃখ যে, তার জন্য এরি মধ্যে স্থায়ী বৈরাগ্য চান ?

বিনোদ। মানুষের দুঃখটাই সব, সুখ খুব অল্প। মানুষ যদি একবার নিজের অবস্থা ভেবে দেখে, তা হ'লে সে বৈরাগ্য ছাড়া আর কিসেও সুখ দেখতে পায় না। "বৈরাগ্যমেবাভয়ং।"

মণি। যত সুখ বুঝি ঐ ঝুলি কান্থার ভিতর ?

বিনোদ। ঝুলি কান্থা বাইরের বৈরাগ্য, মনের বৈরাগ্যে ওসকল থাকে না।

বিনোদ আর বসিতে পারিল না, শুইয়া পড়িয়া অবসন্নভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মণি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ছবি দেখিতে লাগিল।

দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি ছিল। ছবিগুলা সবই বিলাতী। কোনটা

জঙ্গলে বাঘ শিকারের ছবি ; কোনটা সাগরতীরে সূর্য্যাস্তের মনোরম চিত্র ; কোনখানা বা শ্যামবনাণী বেষ্টিত শান্ত পল্লীর মনোমুগ্ধকর প্রতিকৃতি। সম্মুখের দেওয়ালে মানবকঙ্কালের একখানা বৃহৎ চিত্র। সে চিত্র দেখিয়া মণি শিহরিয়া উঠিল। তাহারই পাশে একখানি ছোট ফটো। ফটোখানা একটী লজ্জানম্রা কিশোরীর। মণি দাঁড়াইয়া একমনে ফটোখানা দেখিতে লাগিল।

পশ্চাতে মৃদু হাসির শব্দ শুনিয়া মণি ফিরিয়া চাহিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "ধ্যানস্থ হ'য়ে কি দেখছ ?"

মণি দৃষ্টি ফিরাইয়া ছবিখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানা বোধ হয় আপনার—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই বিনোদ বলিল, "আমার স্ত্রীর ফটো।"

মণি। আপনার স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন।

বিনোদ। শুধু সুন্দরী নয়, গুণবতীও ছিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "আপনি এখনও আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন।"

বিনোদ। ভালবাসার এখন তখন নাই, তা চিরকাল থাকে।

মণি। শুনতে পাই, আপনার (একটু থামিয়া) আপনার বিয়ের চেষ্টা চলছে।

বিনোদ। তুমি মিথ্যা শোন নাই।

শ্লেষপূর্ণস্বরে মণি বলিল, "বিয়ের পরেও বোধ হয় আপনার এই ভালবাসা ঠিক এমনি থাকবে।"

দৃঢ়স্বরে বিনোদ বলিল, "মরণের পরও যদি ভালবাসার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে বোধ হয় তখনও থাকবে।"

মণি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিল; বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তবু আপনি আবার বিয়ে করবেন?"

প্রশান্তস্বরে বিনোদ বলিল, "হাঁ।"

মৃদু হাসিয়া মণি বলিল, "আপনার ভালবাসাটা কিছু নূতন রকমের বটে।"

বিনোদ। কি রকম?

মণি। শুনেছি, যে যাকে ভালবাসে, তাকে সুখী করবার চেষ্টা করে।

বিনোদ। সেটা ঠিক।

মণি। আপনি কিন্তু এই স্ত্রীর জীবিত অবস্থায়—

চমকিত হইয়া মণি দেখিল, বিনোদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল সহসা বিষাদের গাঢ় ছায়ায় আবৃত হইয়াছে। মণি কিন্তু থামিল না; সে পূর্ব্বাপেক্ষা বরং একটু কঠিন স্বরে বলিতে লাগিল, "এই স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় আবার আপনি বিয়ে করতে উদ্যত হ'য়েছিলেন।"

বিনোদ। হাঁ।

মণি। আপনি আবার বিয়ে করলে ইনি বোধ হয় ঠিক সুখী হ'তেন না?

ধীর গম্ভীরস্বরে বিনোদ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রীকে চিনলে এ কথা বলতে না।"

মণি একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। বিনোদ বালিশের নীচে হইতে চাবী বাহির করিয়া মণির দিকে ছুড়িয়া দিল। বলিল, "ড্রয়ারটা খোল।"

মণি ড্রয়ার খুলিল। বিনোদ বলিল, "সামনের ঐ বাঁধান খাতাখানা দাও।"

মণি খাতাখানা আনিয়া বিনোদের কাছে রাখিল। বিনোদ উঠিয়া বসিল; এবং খাতার পাতা উল্টাইয়া একখানা চিঠী বাহির করিল। চিঠীখানায় নিজে একবার চোখ বুলাইয়া মণির হাতে দিয়া বলিল, "পড়।"

বিনোদ আবার শুইয়া পড়িল; মণি চিঠীখানা দুই হাতে ধরিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। বিনোদ বলিল, "হেঁকে পড়।"

মণি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল,—

"শ্রীচরণেষু,

পোড়া মেয়েমানুষের মন, যাতে বারণ সেই কাজই করতে চায়। মনকে এত বোঝালাম, শুনলে না, তোমাকে চিঠী না লিখে থাকতে পারলে না। রাগ কোরো না, তুমি পুরুষমানুষ, আর আমি অবুঝ মেয়েমানুষ।

কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান্ পুরুষ হয়েও এমন অবুঝের কাজ কচ্চো কেন? আমি এত কি অপরাধ করেছি যে এমন শাস্তি দিচ্চ। আমাকে ত্যাগ করাতেও কি সে শাস্তি সম্পূর্ণ হয় নি? তাই আরো দুঃখ—আরো শাস্তি দেবার সঙ্কল্প করেছ? মনে করেছিলাম, আমার তো আর অন্য কোন সুখ নাই, তুমি সুখে আছ শুনলে তবু একটু সুখী হব। সে সুখটুকুতেও আমাকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে?

বল, আমাকে কোন্ কঠিন দিব্য ক'রে বলতে হবে যে, তুমি বিয়ে করলে আমি সত্যই সুখী হ'ব। কি প্রমাণ দেখালে বুঝবে যে, তোমার বিয়ে হ'য়েছে শুনলে আমার সুখের সীমা থাকবে না। আমি ম'লে বিয়ে করবে? বল, আমি মরি। আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু তোমার সুখের জন্য আমি কোন্ পাপের ভয় করি?

দাদা মায়ের কাছে চ'লে গেছেন। বাবা যেন পাগলের মত। তিনি শীঘ্রই দেশত্যাগ করবেন। আমিও যাব। কোথায় যাব ঠিক নাই। তুমি জেনো, আমি মরেছি। আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যেও। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। কথাটা মনে

করতে এখনো চোখে জল আসে। কতদিনে এ দুর্ব্বলতাটুকু যাবে? যাবে কি না জানি না। যদি কখনো যায়, তখন পারি তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা করবো। তার আগে নয়।

মাকে আমার প্রণাম জানিও। তোমাকেও আমার এই শেষ প্রণাম। ইতি দাসী উমা।"

পত্র পড়িতে পড়িতে মণি চোখের জল রাখিতে পারিল না। পত্র শেষ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্ত্রী দেবী।"

বিনোদ কোন উত্তর করিতে পারিল না; উত্তর করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। সে শুধু জলভরা দৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তী ফটোখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মণি বলিল, "কিন্তু এমন স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে, এমন ভালবাসার অবমাননা ক'রে আবার আপনি বিয়ে করবেন?"

স্থির কণ্ঠে বিনোদ উত্তর করিল, "হাঁ।"

মণি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিল। বিনোদ বলিল, "এই স্ত্রীর চেয়েও, এই ভালবাসার চেয়েও আর একটা উচু জিনিষ আছে মণি।"

মণি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

গাঢ়স্বরে বিনোদ বলিল, "মা।"

মণি দেখিল, ভক্তির মহিমায় বিনোদের রোগমলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মণিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা যে রমানাথের ছিল না এমন নয়, কিন্তু সে ইচ্ছাটাকে সে জোর করিয়াই চাপিয়া রাখিয়াছিল, বাহিরে একটুও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। কেবল বাহিরে কেন, মনের ভিতরেও যদি কখন সে ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠিত, তবে রমানাথ মনকে ধমক দিয়া তাড়াতাড়ি তাহা চাপিয়া যাইত। ছিছি, মনটা কি উন্মাদ? কি চঞ্চল? রমানাথের ইচ্ছা হইত, এই চঞ্চল মনটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেয়। ছি ছি, মণি শুনিলে কি মনে করিবে? মণির কাছে সে এতটা স্বার্থপর বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? রমানাথের মন কখন টলিত, কিন্তু সঙ্কল্প টলিত না। মনের অনুরোধে তো টলিতই না, দিদিমার অনুরোধেও তাহা টলিল না। সে সমান উপেক্ষার সহিত জানাইয়া দিল যে, মণিকে বিবাহ করিবার জন্য সে আদৌ উৎসুক নহে।

কিন্তু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উত্ত্যক্ত হইয়া রমানাথ যে দিন হঠাৎ আপনার মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল, সে দিন যেন রমানাথের আজীবন সযত্নে রক্ষিত ধৈর্য্যের বাঁধন মুহূর্ত্তে সমূলে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে এমনই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল যে, সে যেন মণিকে বিবাহ করিবার জন্য সারাজীবন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, মণিকে পাইবার আশায় যুগযুগান্তর ধরিয়া কঠোর সাধন করিয়া আসিতেছে। দিদিমা তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মণির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পাড়াপ্রতিবাসীরা শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "ঘরেই যখন বর আছে, তখন মেয়েকে এত বড় করিয়া রাখিবার কি দরকার ছিল?"

দরকার যে কি ছিল তাহা রমানাথ ছাড়া আর কেহ জানিত না, সুতরাং কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

মহেশ চক্রবর্ত্তী রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বুঝলেন কিনা রায় মশায়, এই জন্তেই ছোঁড়ার আমার গণেশকে পছন্দ হ'লো না। ও ছোঁড়া আমার গণেশের চেয়ে সুপাত্র কিনা। গণেশ একটা বুঝলেন কিনা, তবু পাশ করেছে, আর ও বুঝলেন কিনা, আকাট মূর্খ। ছিছি বেজ মুখুজ্জের নাতনী শেষে বুঝলেন কিনা এমন একটা আকাটের হাতে পড়লো। বুড়ীটারই বা কি আক্কেল ?"

রমানাথ এদিকে বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। শ্রাবণের সতরই বিবাহের দিন স্থির হইল; তাহার এদিকে পাঁচই ছাড়া আর দিন ছিল না। কিন্তু পাঁচই তো কাল। ইহার মধ্যে কি বিবাহের আয়োজন হইতে পারে ? কিন্তু ইহার বারোটা দিনের মধ্যে কি আর একটাও দিন ছিল না ? রমানাথ পঞ্জিকাকারের উদ্দেশ্যে একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া মনের রাগ মিটাইল। তারপর দিদিমার সহিত যুক্তি করিয়া খরচের একটা ফর্দ্দ করিয়া ফেলিল। কলিকাতায় সেভিং-ব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল। দিদিমাকে অন্যান্য উদ্যোগ করিতে পরামর্শ দিয়া রমানাথ টাকা আনিবার ও বাজার করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতায় পৌছিয়া রমানাথ প্রথমে মেসে গেল। মেসের বন্ধু-বান্ধবেরা রমানাথের বিবাহ শুনিয়া উল্লাসপ্রকাশ করিল, এবং এই উৎসব উপলক্ষে রমানাথ কিরূপ ভোজ দিবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

রমানাথ কিন্তু কেবল মেসের এই কয়েকটী বন্ধুকে আপনার বিবাহ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাইল না, আরও পাঁচজনের নিকট

প্রাণের এই অধীর আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় তাহার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বেশী ছিল না। মেসের বন্ধুবর্গ ছাড়া আপিসের দুই একজন কেরাণী ছিল; আর ছিল উমার পিতা বিপ্রদাস। রমানাথ বিপ্রদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বিপ্রদাস তখনও আফিস হইতে ফেরেন নাই। উমা তাহাকে যত্ন করিয়া বসাইল, জল খাওয়াইল, পান তামাক দিল। রমানাথ তাহাকে আপনার আসন্ন বিবাহের সংবাদ দিল, এবং বিবাহের সময় তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। উমা কোন উত্তর দিল না, শুধু নতমুখে একটু হাসিল। তখন রমানাথ সন্ধ্যার পর আসিয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া উঠিল। উমা রাত্রিতে তাহাকে এখানে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলে রমানাথ সোৎসাহে তাহাতে সম্মতি দিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর রমানাথ আসিয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিপ্রদাস বাবু বলিলেন, "কি হে, এত লম্বা লম্বা ছুটী নিচ্চ যে? সাহেব যে রেগে আগুন।"

রমানাথ অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "চুলোয় যাক্ সাহেব। সাহেব রাগবে ব'লে বিয়ে ক'রব না? কাল আবার যাচ্চি, সাতদিনের ছুটী চাই।"

বিপ্রদাস বলিলেন, "তা হ'লেই চাকরীর দফা গয়া।"

রমানাথ জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "গয়াই হোক আর কাশীই হোক, আমার ছুটী চাই।"

বিপ্র। এবার হয়তো একেবারে ছুটী দিয়ে দেবে।

রমা। একেবারেই হোক আর দু'বারেই হোক, ছুটী মোদ্দা চাই। বিয়েটাতো করতে হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এত বিয়ে পাগলা হ'লে কত দিন ?"

রমানাথ বলিল, "আমি পাগল চিরকালই। দিদিমা কথায় কথায় আমাকে পাগল বলে। তবে এ পাগলামীটা দিনকতক হ'য়েছে।"

বিপ্র। সেই ঘরাঘরিই যখন বিয়ে করবে, তখন এত দেরী করলে কেন ?

রমানাথ একটু রাগতভাবে বলিল, "আমি কি বিয়ে করবার জন্য ধন্না দিয়ে পড়েছিলাম ! পাত্র যখন জুটলো না তখন কি করি ? আর সেই ধর আমাকেও তো একটা বিয়ে করতে হবে।"

অতঃপর রমানাথ বসিয়া বসিয়া মণির বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার কথা, আপনার সম্পত্তি ও মোকদ্দমার কথা, দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের কথা, বিনোদের মাতার বিবাহ প্রস্তাবের কথা, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার কথা, সকল কথাই একে একে বলিল। শুনিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "এই তুমি সেবারে বিনোদের সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য ঝুঁকেছিলে, আবার জবাব দিলে কেন ?"

বিপ্রদাসের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া, তাহাতে একটা টান দিয়া রমানাথ বলিল, "কি জান দাদা, ছেলেটা ভাল দেখেই রাজি হ'য়েছিলাম, কিন্তু শেষে দেখলাম, ওরা লোক বেশ ভাল নয়। একতো আগেকার বৌটাকে তাড়িয়ে দিলে, তার একটা খোঁজ খবরও নিলে না। তার উপর সেবারে আমার মুখের উপর এমন জবাব দিয়ে গেল যে—"

বিপ্রদাস একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া উমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "উমা কি উপরে ? তরকারীটা বোধ হয় ধ'রে গেল।"

উমা উপরে ছিল না, রান্নাঘরে উনানের সম্মুখেই বসিয়াছিল। পিতার আহ্বানে চমকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া দিল। রমানাথ হুঁকায় শেষ টান দিয়া তাহা বিপ্রদাসের হাতে দিতে দিতে বলিল, "বিনোদের যে খুব অসুখ।"

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ ?"

রমানাথ বলিল, "তা ঠিক জানি না, তবে দু'জন ডাক্তার নাকি দেখছে। শুনলাম—"

বিপ্রদাস উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিল। রমানাথ বলিল, "শুনলাম, ব্যারামটা খুব শক্ত, এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না—"

রান্নাঘরের ভিতর একটা বিকট ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। রমানাথ বলিল, "কি পড়লো ?"

বিপ্রদাস কোন উত্তর দিলেন না, গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

আহারান্তে রমানাথ চলিয়া গেলে উমা আসিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিল। বিপ্রদাস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যার উপর পড়িয়াছিলেন, ঘুমান নাই। উমা আসিয়া বসিলে তিনি চোখ মেলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়া হ'য়েছে ?"

উমা নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষিদে নাই।"

বিপ্রদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। উমা পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে উমা মৃদু কম্পিত স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বিপ্রদাস স্নেহকোমলকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন মা ?"

উমা কোন কথা বলিল না, কিন্তু বিপ্রদাস যেন পায়ে দুই ফোঁটা তপ্ত জলের স্পর্শ অনুভব করিলেন। বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিলেন, "অসুখ হ'য়েছে সেরে যাবে, তার জন্য ভয় কি ?"

উমা নীরব। বিপ্রদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি ?"

উমা নীরবে পিতার পায়ে ঘন ঘন হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিল। বিপ্রদাস বলিলেন, "কিন্তু এমন হঠাৎ যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে উমা বলিল, "এখন কি ভাল মন্দ বিবেচনার সময় আছে, বাবা ?"

একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "কিন্তু এত কাল পরে কি তোর যাবার সময় হ'লো ?"

উমা নীরবে বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিল। বিপ্রদাস স্নিগ্ধসান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "কাঁদিস্ না মা, কাল আফিসে ছুটী নিয়ে পরশু যাব।"

উমা বলিল, "ছুটী কি না নিলেই নয় বাবা ?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "ছুটী না নিলে কি চাকরী থাকবে মা। বিশেষ কাল পেমেণ্টের দিন। যেতে হ'লে টাকা কড়ি চাই তো।"

উমা ধীরে ধীরে উঠিয়া শুইতে গেল।

পরদিন বিরাজ শুনিয়া বলিল, "কিলো, বরণ করতে যাবি নাকি ?"

চোখের জলের সঙ্গে ঠোটে হাসি আনিয়া উমা বলিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর্ ভাই, যেন বিয়ে দিয়েই হাসতে হাসতে ফিরে আসতে পারি।"

ভ্রুকুটী করিয়া বিরাজ বলিল, "মরণ আর কি, ফিরে আসবি কেন ? ভগবান করুন, যেন সেই ঘরেই জন্ম জন্ম থাকিস্।"

উমা বলিল, "আমি তো এত সুখ চাই না ভাই ?"

বিরাজ বলিল, চাস্ কি না চাস্ দেখা যাবে। তবে এই অভাগীটাকে যেন ভুলে যাস্ না।"

বিরাজের চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। উমার চোখ তো জলে ভরাই ছিল।

———

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিনোদকে দেখিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মণির সহিত বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, বাহিরে বৈঠকখানায় একটী অপরিচিত লোক বসিয়া আছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিলেন, মণি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই আগন্তুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল, এবং ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পাচ্চেন না মা, আমি দীনেশ।"

দীনেশ আসিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল। ত্রিপুরাসুন্দরী মুঠা করা ডান হাতটা কপালের কাছ পর্য্যন্ত তুলিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জামাতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্মৃত-প্রায় কন্যাশোক যেন উথলিয়া উঠিল; কষ্টে তাহা রোধ করিয়া, মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া অশ্রুসজলকণ্ঠে বলিলেন, "সব ভাল তো বাবা?"

দীনেশ বলিল, "হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম মন্দ নয়। তবে ছেলেপিলের অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। আজ কতদিন ধ'রে আসি আসি করছি, কিন্তু আসা আর ঘটে উঠে না। নানান বঞ্ঝাট।"

কথা শেষ করিয়া দীনেশ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী মণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গড় কর্ মণি, তোর বাবা।"

মণি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার পিতার মুখের দিকে, আর বার দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে গিয়া পিতৃপদে প্রণত হইল।

দীনেশ তাহার মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল, "এস মা এস, রাজরাণী হও।"

ত্রিপুরাসুন্দরী জামাতাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মণি আসন পাতিয়া পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। দীনেশ পা ধুইয়া আসনে বসিলেন, এবং মণিকে তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, এতকাল কন্যাকে দেখিতে না আসার কারণ সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা-মিশ্রিত নানারূপ কৈফিয়ৎ দিয়া আপনার পিতৃস্নেহের পরিচয় দিতে লাগিলেন। মণি কিন্তু হুঁ হাঁ ছাড়া বেশী কথা বলিতে পারিল না। যাহাকে জীবনে কখন দেখে নাই, পিতা হইলেও তাহার সহিত কথা কহিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কহিতে পারিল না। সে পিতাকে পান তামাক দিয়া রন্ধনশালায় দিদিমার কাছে গিয়া বসিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী তখন জামাতার আহারের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মণিকে আসিয়া বসিতে দেখিয়া বলিলেন, "চলে এলি যে, বাপের কাছে একটু বোস্ না।"

মণি বলিল, "লজ্জা করে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "দূর ছুঁড়ি, বাপের কাছে আবার লজ্জা?"

মণি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া উনানে জ্বাল দিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "কেন এলো দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "কথা শোন, বাপ মেয়েকে দেখতে আসবে না?"

মণি বলিল, "কৈ, এতদিন তো আসে নি।"

দিদি। এতদিন আসে নি ব'লে আজ কি আসতে নাই? সংসারী লোক, কাজের গোলযোগে আসতে পারে নি।"

মণি আর কোন কথা বলিল না, উনানের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাস্তবিক যে দীনেশচন্দ্র এতদিন শুধু কাজকর্ম্মের গোলযোগেই আসিতে পারেন নাই, আর আজ সব গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ায় আসিয়াছেন তাহা নহে। আগেই বলা হইয়াছে, প্রথমা স্ত্রী অপর্ণাকে ত্যাগ করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। সে বিবাহের পূর্ব্বেই অপর্ণা স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই সে মারা গেল। দীনেশও প্রথমপক্ষের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। প্রথম পক্ষের যে একটা মেয়ে আছে এ কথা তাঁহার মনেই রহিল না। ক্বচিৎ মনে হইলেও তাহার সহিত দেখা সাক্ষাতের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি সন্তানসন্ততি তখন তাঁহার স্বভাবতঃ উৎসারিত পিতৃস্নেহের চারিপাশ ঘেরিয়া দাড়াইয়াছিল।

এইরূপে যখন দিন চলিতেছিল, তখন সহসা একদিন মহেশ চক্রবর্ত্তী গিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিলেন। দীনেশ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রথম পক্ষের কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া পিতৃপুরুষগণের নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, এবং পরিশেষে কুলমর্য্যাদাবিহীন একটা হতভাগা সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার কৌলীন্যমর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন তাঁহার চিরসুপ্ত পিতৃস্নেহ সহসা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কন্যার ভাবী মঙ্গলের ইচ্ছায় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সকল কাজ ফেলিয়া সত্বর কন্যাকে দেখিতে ছুটিলেন।

মহেশ চক্রবর্ত্তীর এই অযাচিত পরোপকার প্রবৃত্তির একটু কারণও ছিল। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার মত লোকের পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, পাঁচ জনের কাছে তাঁহাকে নিতান্ত হেয় করিয়া দিয়া, রমানাথ

নিজেই ব্রজ মুখুজ্জের নাতনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সহসা তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তিটা প্রবল হইয়া উঠিল। মেয়েটার এবং মেয়ের বাপের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বেড়গায়ে দীনেশ গাঙ্গুলীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীনেশকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও দীনেশ এ যাবৎ কন্যার সহিত কোন সম্বন্ধই রাখেন নাই, তথাপি কন্যার বিবাহে তাঁহার উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না। কেন না কন্যা অপাত্রে পতিত হইলে তজ্জন্য পিতাকে ধর্ম্মতঃ দোষের ভাগী হইতে হইবে। শাস্ত্রে আছে—"পিতৃদত্তা কন্যা, রাজদত্তা ভূমি।" বিশেষতঃ কন্যার বিবাহের উপরেই পিতার কুলমান সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রমানাথের পিতামহ গাইহাটার রায়েদের ঘরে বিবাহ করিয়া স্বকৃতভঙ্গ হইয়াছিলেন। তাহার পৌত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইলে দীনেশের আর স্বভাবত্ব থাকিবে না। অধিকন্তু তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষ তাঁহাকে নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে নিরয়গামী হইবেন। সুতরাং কন্যাকে সৎপাত্রগতা করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরোপকার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। দীনেশের দ্বিতীয় পক্ষের সহিত তাঁহার একটু আত্মীয়তার গন্ধ ছিল। সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় দীনেশ "আচ্ছা, দেখি, চেষ্টা করবো" ইত্যাদি ফাঁকা মত প্রকাশ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রথম পক্ষের কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি বিলাসপুরে উপস্থিত হইলেন।

সংসারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় পরোপকারী লোকের অভাব নাই। তাঁহাদের পরোপকার প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি দর্শনে অনেক সময় ধর্ম্মকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়।

আহারে বসিয়া দীনেশ শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, মেয়েটী তো দেখছি বড় হ'য়ে উঠেছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রন্ধনশালার দ্বারপ্রান্তে বসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "তা হ'য়েছে বৈকি বাবা, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে গেল চোতে পনরয় পা দিয়েছে।"

দীনেশ মুখের নিকট আনীত ভাতের গ্রাসটা হাতে রাখিয়াই যেন অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি, পনরো! তা হবে বৈ কি, সে কি আজকার কথা; বোধ হয় তের শো সাল, আর তের শো পনরো।"

ত্রিপুরাসুন্দরী জামাতার অলক্ষিতে আঁচলে চোখ মুছিলেন। দীনেশ ভাতের গ্রাসটা মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "তা হ'লে আর তো রাখা যায় না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কি রাখা যায়, না রাখা উচিত। কেবল পয়সার অভাব আর ছেলের অভাবেই এত দিন হ'য়ে ওঠে নি।"

ঈষৎ গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে দীনেশ বলিলেন, "ছেলের অভাব? স্বভাব দীনেশ গাঙ্গুলীর মেয়ে, কত কুলীনের বেটা কুলীন এসে পায়ে ধ'রে মেয়ে নিয়ে যাবে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী নীরবে বসিয়া আঙ্গুল দিয়া মাটীতে দাগ কাটিতে লাগিলেন। দীনেশ বলিলেন, "যাক্, কালই আমি মৃত্যুঞ্জয় ঘটককে ব'লে দিচ্চি। কোন চিন্তা নাই মা, এক হপ্তার মধ্যে যদি না বিয়ে দিতে পারি, তবে আমি শ্রীপতি গাঙ্গুলীর ছেলেই নই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ঘটকের আর দরকার নাই বাবা, বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে।"

দাবার উপর বসিয়া পড়িয়া রমানাথ জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কোন উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। রমানাথ জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া মোটের বাঁধন খুলিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ওসব এখন থাক্, আগে মুখে হাতে জল দে।"

"এই যে দিচ্চি" বলিয়া রমানাথ মোট খুলিতে লাগিল। মোটের ভিতর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের কিছুই বাদ ছিল না; কাপড় চোপড় হইতে রন্ধনের ঝাল মশলা পর্য্যন্ত ছিল। রমানাথ সে সকল একে একে বাহির করিতে করিতে কোন্ জিনিষটা কোথায় কত সস্তায় কিনিয়াছে, দিদিমার কাছে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিতে লাগিল। দিদিমা গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন, এবং নিতান্ত প্রয়োজন হইলে "বেশ, ভাল" এইরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রমানাথ কিন্তু তাঁহার এই গাম্ভীর্য্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে মোটের ভিতর হইতে নান্দীমুখের কাপড় গামছা বাহির হইল, লঙ্কা, মরিচ, ধ'নে, সুপারি বাহির হইল, টাকায় আটটা হিসাবে দুই টাকার কজলী আম বাহির হইল, বালাখানার চারি আনা সেরের তামাক বাহির হইল, পানে খাইবার পাথুরে চূণ বাহির হইল, সাবান, এসেন্স, আরসি, চিরুণী, সিন্দূরকৌটা সব একে একে বাহির করিল। এই সকল খুচরা জিনিষ বাহির করিয়া রমানাথ একটা কাগজের লম্বা চওড়া বাক্স বাহির করিল, এবং দিদিমার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "বল দেখি, এতে কি আছে?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কি জানি, কাপড় বুঝি।"

"হাঁ, বেণারসী শাড়ী" বলিয়া রমানাথ বাক্স খুলিয়া একখান বেগুনে

রংএর শাড়ী বাহির করিল। শাড়ীর বাহার দেখিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ কাপড়খানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "কাপড়খানা একবার দেখ, যেমন জমি, তেমনি কাজ। পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়েছে। তবু আলাপী দোকানদার, কেনা দরে দিয়েছে। তা নইলে এর দাম পঁয়তাল্লিশ টাকার একটী পয়সা কম নয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী কাপড়খানা দেখিয়া রমানাথের হাতে ফেরৎ দিলেন। রমানাথ তাহা বাক্সে তুলিয়া কাগজে মোড়া সেমিজ বডি বাহির করিল। ত্রিপুরাসুন্দরী একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ওসব এখন রাখ, একটু জল মুখে দে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী এক গ্লাস জল এবং কয়েকখানা বাতাসা আনিয়া দিল। রমানাথ বলিল, "শুধু জল বাতাসা দিলে হবে না, ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁয়ে যাচ্ছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "খাওয়া হয় নি নাকি ?"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "সকালে তিন পয়সার কচুরী খাওয়া হ'য়েছিল। বিপ্রদাস বাবুর বাড়ী খেতে যাবার কথা ছিল, তা বাজারে ঘুরতেই সময় গেল, যাবার আর সময় পেলাম কোথায় ? খেতে গেলে আজ আর আসা ঘটতো না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ও বেলার ভাত আছে, দেব ? না ভাত চড়াব ?"

রমানাথ বলিল, "ভাত চড়িও এর পর, এখন যা আছে তাই দাও। প্রাণটা বাঁচুক। মণি কোথায় ?"

ত্রিপু। ঘরেই আছে।

রমা। তাই হোক, আমি বলি বা শ্বশুরবাড়ী গেছে।

সম্মুখের ঘরখানার দিকে চাহিয়া রমানাথ ডাকিল, "মণি, ও মনো-

মোহিনী, একবার বেরুতে পারবে কি? একটু তামাক টামাক পাব?"

মণি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল, এবং হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে চলিল। রমানাথ বলিল, "ও তামাক নয়, এই তামাকটা একটু সাজ।"

শালপাতার মোড়কের পাশ দিয়া আঙ্গুল গলাইয়া রমানাথ একটু তামাক বাহির করিয়া মণির হাতে দিল। মণি মাথা নীচু করিয়া গম্ভীর মুখে হাত পাতিয়া তামাক লইল। রমানাথ বলিল, "ও বাবা, এরি মধ্যে মণির যে লজ্জা, এর পর বোধ হয় ওর মুখ দেখা ভার হবে।"

রমানাথ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মণি বা দিদিমা কেহই সে হাসিতে যোগ দিল না। বরং দিদিমার মুখখানা আরও একটু গম্ভীর, আরও একটু বিষাদমলিন হইল। বিস্মিতভাবে রমানাথ বলিল, "তোমাদের একি হ'লো দিদিমা? কারো মুখে কথা নাই, একটু হাসি নাই, ব্যাপার কি?"

মুখ ফিরাইয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কি আবার? যাই, ভাত বাড়ি।"

তিনি দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন, মণি পিছন ফিরিয়া তামাক সাজিতে বসিল। রমানাথ পা ধুইয়া জল খাইল। তারপর মণির দিকে চাহিয়া বলিল, "কাপড় দেখেছিস্ মণি, অনেক বেছে বেছে পছন্দ ক'রেছি। ফর্সা রঙে বেগুণে রংই মানায় ভাল, না?"

মণি কোন উত্তর করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। রমানাথ যেন বিরক্ত ভাবে বলিল, "তা মানাক্ আর নাই মানাক্, আমি তো এনেছি। তোদের পছন্দ না হ'লো তো বোয়েই গেল। মেয়ে মানুষের আবার পছন্দ। হুঁ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ডাকিলেন, "উঠে আয় রমা।"

রমানাথ বলিল, "তামাকটা খাব না ?"

ত্রিপু। খেয়ে উঠে তামাক খাস্।

রমা। সেই ভাল। বাপ, কি ক্ষিদেটাই পেয়েছে।

রমানাথ উঠিয়া রন্ধনশালার সম্মুখে গেল, এবং ভাতের থালার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ ক'রেছ কি দিদিমা, আমি আজ আসবো ব'লে কি তোমরা জান্‌তে ?"

ত্রিপু। না।

রমা। তবে এত তরকারির ঘটা ? রমানাথ ঘরে না থাকলে তোমরা বুঝি এই রকম রাজসই ক'রে খাও ?

রাগতভাবে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ খাই। তুই এখন খেতে বসবি, না দাড়িয়ে—"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "বসবো কি দিদিমা, আমি তো দেখেই অবাক হ'য়ে গেছি। এযে বর খাওয়ানর জোগাড়। তা আর দু'টো দিন পরে তো খাওয়াতেই হবে।"

রমানাথ হাসিতে হাসিতে রান্নাঘরের দাবায় উঠিল।

দীনেশ বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিলেন, "মা কোথায় গো ?"

রমানাথ বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিল। দীনেশও তাহার দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং একটু জোর গলায় বলিলেন, "সব ঠিক ক'রে এলাম মা। চক্রবর্ত্তী মশায় লোক অতি সজ্জন, টাকার খাঁই নাই। শুধু খরচ খরচার জন্য দু'শো টাকা দিতে হবে। আর মেয়েকে মল, বালা, মাকড়ী, চিরুণী। ছেলেও দেখতে শুনতে মন্দ নয়, একটা পাশ ক'রেছে। সর্ব্বাংশেই মণির উপযুক্ত পাত্র।"

মাথা ঘুরিয়া রমানাথ পড়িয়া যাইতেছিল, খুঁটাটা জড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দীনেশ বলিতে লাগিলেন, "এই সোমবারেই

দিন ঠিক ক'রে এলাম। কাল আশীর্ব্বাদ, পরশু গায়ে হলুদ। আমি একবার ওপাড়া দিয়ে ঘুরে আসি। একটা পান দে মণি।"

মণি হাত ধুইয়া পান আনিয়া দিল। পান হাতে লইয়া দীনেশ আর একবার রমানাথের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রমানাথ খুঁটা ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী কাছে আসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "ও মণির বাপ।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না, দিদিমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

ত্রিপুরাসুন্দরী ডাকিলেন, "রমা!"

রমানাথ নীরব, নিশ্চল যেন প্রাণহীন চিত্রপুত্তলিকা। ত্রিপুরাসুন্দরী গিয়া তাহার হাত ধরিলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "খাবি আয় রমা, তোর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরীর চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রমানাথ ধীরে ধীরে দিদিমার হাত হইতে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রান্নাঘরের দাবা হইতে নামিল, এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া যেখানে জিনিষপত্রগুলা বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান ছিল, সেইখানে বসিয়া পড়িল।

মণি তামাক সাজিয়া আনিয়া, হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "তামাক খাও রমা দা।"

রমানাথ উদাস দৃষ্টিতে একবার মণির মুখের দিকে চাহিল; তারপর তাহার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া এক পাশে রাখিয়া দিল। মণি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "রমা দা!"

রমানাথ নিরুত্তর। মণি বলিল, "তাই না রমা দা, তোমার কোন মৎলব ছিল না?"

রমানাথ একবার মণির মুখের দিকে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল।

মণি বলিল, "কিন্তু বড় দেরী ক'রে ফেল্‌লে। তোমার কপালটা নেহাৎ মন্দ।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না। সে দেয়ালে মাথাটা রাখিয়া হাত দুইটা বুকের উপর জড় করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকার তাহার দৃষ্টির চারিপাশে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠিয়া রমানাথ গৃহমধ্যে শয়ান দীনেশ বাবুকে শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তা হবে না দিদিমা, এতকাল পরে পিতৃত্বের অধিকার দেখিয়ে মণিকে জলে ফেলে দেবে, তা আমি দেখতে পারব না। বিনোদের চেয়ে গণেশ চক্রবর্ত্তী সুপাত্র নয়। বিনোদই মণির উপযুক্ত পাত্র। আমি বিনোদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করতে চল্‌লাম।"

রমানাথ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

দীনেশ বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন; ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাগলটা কি ব'লে গেল?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "পাগল নয় দীনেশ, ও রমা।"

একটু হাসিয়া দীনেশ বাবু বলিলেন, "যেই হোক, আমার চেয়ে যে ওর দরদ বেশী দেখছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী তীব্র দৃষ্টিতে জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া শুধু

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দীনেশ বাবু গাড়ু হাতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মণি কাছে আসিয়া বলিল, "কি দিদিমা, গালে হাত দিয়ে ব'সে যে?"

দিদিমা কোন উত্তর দিলেন না। মণি সহাস্যে বলিল, "কাল তো রমাদার ভাব লেগেছিল, আজ যে তোমারও ভাব লাগলো দেখছি।"

দিদিমা মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন, "সরে যা মণি, আমার আর হাসি তামাসা ভাল লাগে না।"

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "তবে কি ভাল লাগে দিদিমা? একটা গান? একটু নাচ?"

দিদিমা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিলেন। মণি বলিল, "তা আর দুটো দিন সবুর কর দিদিমা, দু'দিন পরে খুব নাচগান হবে।"

দিদি। দু'দিন পরে আমার শ্রাদ্ধ হবে।

মণি। শুধু তোমার?

দিদি। শুধু আমার হ'লে তো বেঁচে যেতাম। সেই সঙ্গে রমারও যে—

দিদিমা আর বলিতে পারিলেন না, অশ্রুভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মণি বলিল, "তুমি তো বেশ লোক দিদিমা, আমার বিয়ে, কোথায় আমোদ আহ্লাদ করবে, তা নয়, রমার কি হবে তাই ভেবে কাঁদতে বসেছ।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বলিলেন, "আমাকে আর জ্বালাস্ না মণি, ছোঁড়া কাল হ'তে কিছু খায় নি, মুখের গ্রাস ফেলে চ'লে এসেছে।"

দিদিমা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মণি কঠোর স্বরে বলিল, "কেন এলো? কে আসতে বললে? তার কপাল।"

চোখ মুছিয়া, হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া গভীর বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "সত্যি মণি, হতভাগা কি কপাল নিয়েই জন্মেছিল!"

দুই ফোঁটা চোখের জল টস্ টস্ করিয়া মাটীতে পড়িল। হাসিতে হাসিতে মণি বলিল, "অমন কপাল নিয়েও মানুষ জন্মায়? জন্মাতে হয় তো আমার মত কপাল নিয়ে।"

দিদিমা মুখ তুলিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মণির হাসিভরা মুখের দিকে চাহিলেন। এ কি, এ হাসির রেখা, না অন্তররুদ্ধ অশ্রুরাশির উচ্ছসিত তরঙ্গ। দিদিমা ডাকিলেন, "মণি।"

মণি। কি?

দিদি। তুই হাসছিস্?

মণি। তা নয় তো কি কাদছি?

দিদি। হাঁ, তুই কাদছিস্।

মণি দিদিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং তাঁহার হাঁটুতে মুখটা গুঁজিয়া দিয়া জোর করিয়া বলিল, "না।"

দিদিমা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহার মাথাটাকে আপনার বুকের উপর টানিয়া আনিলেন। তখন মণির চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল; তিনিও মণির মাথার উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রমানাথ বাড়ী ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা!"

দিদিমা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, মণিও ত্রস্তভাবে দিদিমার বুক হইতে মুখ তুলিয়া লইল, কিন্তু চোখের জল থামাইতে পারিল না।

রমানাথ কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না; সে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতলের আঘাত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "কেল্লা মার দিয়া দিদিমা সব ঠিক। মানুষ বলি তো বিনোদের মাকে। একবার

দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতেই একেবারে জল। উঠে পড় দিদিমা, সোমবারেই বিয়ের দিন। কাল সকালেই আশীর্ব্বাদ, বেলা এগারটার মধ্যে গায়ে হলুদ। সব ঠিক ঠাক। আমি তো ব'লেছি, রমানাথ শর্ম্মার যে কথা সেই কাজ।"

দিদিমা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ বলিল, "নাও উঠে পড়। ঘরে কিছু থাকে তো দাও, ক্ষিদেয় শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। ওকি, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে ?"

দিদিমা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি রমা ?"

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি ? আমি মানুষ, আমি হাতী, ঘোড়া, রাক্ষস, খোক্কস, ভূত, প্রেত, পশু, জানোয়ার। ব্যস্, এখন উঠে পড়। কিছু খেয়ে প্রাণটা বাঁচান যাক্। আগে নিজের প্রাণ, তারপর সব। শাস্ত্রেই বলে—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃকর্ম্ম।"

এত দুঃখের উপরেও দিদিমা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমানাথ মণির দিকে চাহিয়া বলিল, "মণি, একটু তামাক দে। সেই কাল সকালে কলকাতায় তামাক খেয়েছি। তারপর সারা দিন রাত আর হুঁকো কল্কের মুখ দেখি নি।"

মণি ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। চোখে জল, ঠোঁটে হাসি; সে হাসিতে যেন রৌদ্রবৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। আর সে সম্মিলনে রমানাথের মুখে সপ্তবর্ণে চিত্রিত রামধনু ফুটিয়া উঠিল।

———

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা হঠাৎ রমানাথ গিয়া যখন অন্নপূর্ণার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তখন অন্নপূর্ণা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাত ধরিয়া রমানাথকে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঘরের দু'টো পাগল নিয়েই অস্থির, আবার এই একটা পাগল পায়ে ধরতে এসেছে। ছি বাবা, এত পায়ে হাতে ধরতে হবে কেন? আমি তো মণিকে পেলে বর্ত্তে যাই।"

আনন্দের আবেগে রমানাথ চোখের জল থামাইতে পারিল না। সে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "তুমি বর্ত্তে যাও না মা, আমরাই বর্ত্তে যাই; আমাদের কন্যাদায়।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "দায় অদায় আবার কি? মেয়ের বিয়েও যেমন দায়, ছেলের বিয়েও তেমনি দায়। মেয়ের জন্য যেমন ভাল পাত্র খুঁজতে হয়, ছেলের জন্যও তেমনি ভাল বৌ খুঁজে বেড়াতে হয়। শুধু বৌ হ'লেই কি হ'লো? ভাল ঘরের মনের মত বৌ পাওয়া সেও কি কম ভাগ্যের কথা।"

রমানাথ মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিল, "হায়, এই দেবীকে সেদিন প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছিলাম।"

তারপর কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইল। অন্নপূর্ণা রামজয়কে ডাকাইলেন। রামজয় পাঁজি আনিয়া চোখে চশমা আটিয়া নিজেই দিন ক্ষণ সব দেখিল, পুরোহিত ডাকিবার বিলম্ব আর সহিল না। দিন ক্ষণ সব ঠিক করিয়া রমানাথ চলিয়া গেল। রামজয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই দেখ

গিন্নী মা, আমি ব'লেছিলাম, কত বেটা পায়ে ধ'রে বিনোদ রায়কে মেয়ে দেবে। দেখ আমার কথা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌লো কি না ?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বাপ বুঝি খুব গণৎকার ছিল ?"

রামজয় বলিল, "আমার বাবা রতন রায় গণনার ধার ধারতো না, এটুকু আমার মায়ের কাছে শেখা।"

গিন্নীমার উপর একটা হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রামজয় হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা উঠিয়া বিনোদের কাছে গেলেন।

বিনোদ সকল শুনিয়া মাকে বলিল, "এ আবার কি করলে মা ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছেলের জন্য মায়ের যা করা উচিত তাই করেছি।"

বিনোদ। ছেলের জন্য বার বার এত অপমান সহ্য করবে ?

অন্ন। ছেলের সুখের জন্য মা প্রাণ দিতে পারে।

বিনোদ। কিন্তু যেখানে তোমার এত অপমান, সেখানে আমি কি সুখী হ'তে পারি মা ?

অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিলেন ; বলিলেন, "পাগল ! আমার আবার অপমান কোথায় দেখলি ?"

বিনোদ। ঐ লোকটাই না তোমার মুখের উপর জবাব দিয়ে গিয়েছিল ?

অন্ন। কে বল্‌লে ?

বিনোদ। জয়া দাদা।

সহাস্যে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ঐ একটা পাগল। আমার হ'য়েছে সাত পাগল নিয়ে ঘরকন্না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কথাটা সত্য কি না ?"

অন্ন। সত্য।

বিনোদ। তবে?

অন্ন। আজ কেউ তোর সর্ব্বনাশ ক'রে কাল যদি এসে পায়ে ধরে, তাকে কি তুই ক্ষমা করবি না?

বিনোদ আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ওসব মান অপমানের কথা যেতে দে। আসল কথা মণিকে আমি বৌ করব।"

বিনোদ বলিল, "কেন মা, দেশে কি আর মেয়ে নাই?"

অন্ন। মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু সকলেই আমার ছেলের মনের মত নয়।

লজ্জায় বিনোদের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

নীচে হইতে রামজয় ব্যগ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা, গিন্নী মা!"

অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে পশ্চাতে ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, দরজার উপর এক অবগুণ্ঠিতা রমণী।

অবগুণ্ঠিতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল। অন্নপূর্ণা দুই হাত দিয়া তাহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিলেন; তাঁহার বিস্ময়প্লুত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "একি, বৌমা!"

বিনোদ বসিয়াছিল, শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িয়া, দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সকালে বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার জন্য রমানাথ যখন কাপড় জামা পরিতেছিল, তখন দীনেশ বাবু ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা আপনারাই মণিকে মানুষ ক'রেছেন, তার উপর আমার চেয়ে আপনাদেরই দাবী বেশী। আমিও আপনাদের সে দাবী নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু মেয়েটার সুখ দুঃখের দিকে তো চাইতে হয়?"

রমানাথ জামা গায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছিল; সে জামাটা দুই হাতে ধরিয়াই ত্রিপুরাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "দীনেশ বাবুকে বল দিদিমা, মণির সুখ দুঃখটা ওঁর চেয়ে আমরা খুব ভাল রকমেই বুঝে থাকি। তা নইলে রমানাথ শর্ম্মা কাল গিয়ে বিনোদের মায়ের পায়ে ধরতো না।"

দীনেশ বাবুর ভ্রু কুঞ্চিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সম্বরণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাগ ক'রো না রমানাথ, মণির সুখ দুঃখ আমার চেয়ে তোমরা যে বেশী বুঝে থাক তা আমি জানি, তবে সতীনের উপর মেয়ে দিলে মেয়ে যে কিরূপে সুখী হয়, শুধু এইটুকুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

উত্তেজিত স্বরে রমানাথ বলিল, "এটুকুও বেশ বুঝতে পারতেন, যদি জানতেন, সে সতীনের ভয় একটুও নাই, বিনোদ তাকে ত্যাগ করেছে।"

দীনেশ। বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয় রমানাথ। ত্যাগ ক'রেছে বটে, কিন্তু গ্রহণ করতেই বা কতক্ষণ?

রমা। গ্রহণ করলে এতদিন করতো। সে স্ত্রী নিরুদ্দেশ।

ত্রিপুরাসুন্দরী মৃদুস্বরে বলিলেন, "নিরুদ্দেশ নয়, সে বৌ ম'রে গেছে।"

রমানাথ বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে দীনেশের দিকে শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "এখন বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছেন দীনেশ বাবু, বিনোদের মত সুপাত্রের হাতে দিলে মণি সুখী বই অসুখী হবে না।" রমানাথ ক্ষিপ্রহস্তে জামাটা গায়ে দিয়া বোঁতাম অাঁটিতে লাগিল।

দীনেশ বাবু মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "তাই হ'তো যদি সে বৌটা যথার্থ ই ম'রে যেত।"

রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে দীনেশের মুখের দিকে চাহিল। দীনেশ বাবু বলিলেন, "সে মরে নাই, বেঁচে আছে।"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "বেঁচে আছে? আপনি দেখে এসেছেন নাকি?"

দীনেশ। ইচ্ছা হয় তুমিও দেখে আসতে পার।

রমা। কোথায়? যমালয়ে গিয়ে?

দীনেশ। অত দূরে যেতে হবে না, বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে গেলেই দেখতে পাবে। কাল সে এসেছে।

রমানাথের বোতাম অাঁটা বন্ধ হইয়া গেল। উত্তেজনার সহিত বলিল, "আসে আসুক, তাকে ওরা গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে—"

দীনেশবাবু বলিলেন, "গ্রহণ করলে কোন দোষই হবে না। চক্রবর্ত্তী মশায় বলেছেন—"

রাগে চীৎকার করিয়া রমানাথ বলিল, "মহেশ চক্রবর্ত্তী? ঐ চক্রবর্ত্তীই যত নষ্টের মূল। ঐ তো চক্রান্ত ক'রে বৌটাকে তাড়িয়েছে।"

মহেশ চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন, "বুঝলেন কি না রমানাথ বাবু, আমি কোন দোষেরই দোষী নই। পাঁচজনে কথাটা তুলেছিল, তাইতেই বুঝলে কি না, ওরা ত্যাগ ক'রেছিল। তা

এতদিন পরে মেয়েটা যখন ফিরে এসেছে, তখন বুঝলে কিনা, তাকে আবার ত্যাগ করা কি ভাল দেখায়? লোকে বলবে কি? আর ধর্ম্মেই বা বুঝলে কি না, সইবে কেন?"

রমানাথ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "খবরটা শুনেই কাল সন্ধ্যার পর—মুষলধারে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি মাথায় ক'রেই বুঝলে কি না, ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বিনোদের সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝিয়ে ব'লে এলাম, মেয়েটাকে বুঝলে কি না, আর ত্যাগ ক'রে কাজ নাই। একদিন গাঁয়ের সকলকে বুঝলে কি না, লুচি সন্দেশ ক'রে খাইয়ে দিলেই হবে। তাতে ওরাও বুঝলে কি না, স্বীকার পেয়েছে।"

চীৎকার করিয়া রমানাথ বলিল, "সব ষড়যন্ত্র! সব মিথ্যা।"

চক্রবর্ত্তী ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "সত্য কি মিথ্যা, তা রমানাথ বাবু, তুমি নিজে গিয়েই বুঝলে কি না চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে আসতে পার।"

রমানাথ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার চক্রবর্ত্তীর দিকে আর বার দীনেশের দিকে চাহিয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল; জুতাটা পায়ে দিবারও সময় হইল না, খালি পায়েই বিনোদের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাগল! বুঝলেন কি না দীনেশ বাবু, ছোকরার মাথাটা একটু খারাপ আছে।"

দীনেশ সে কথায় কাণ না দিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে মা, আর তো সময় নাই, দিনও নাই। এখন চক্রবর্ত্তী মশায়ের ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "আমি আর কি বলবো, যা ভাল হয় তাই কর।"

দীনেশ বলিলেন, "খুব ভাল হবে মা, খুব ভাল হবে। হাজার হোক আমি তো বাপ, আমি কি আর মেয়েটাকে জলে ফেলে দেব? তা হ'লে চক্রবর্ত্তী মশায়, শুভস্য শীঘ্রং, চলুন।"

চক্রবর্ত্তী একটু আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, চলুন। কি জানেন দীনেশ বাবু, আমি ভদ্রলোকের কথা বুঝলে কি না এড়াতে পারি না। যখন কথা দিয়েছি তখন বুঝলে কি না তার আর নড়চড় হবে না। এখন তারা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা!"

দীনেশ বাবু দুর্গা দুর্গা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত যাত্রা করিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী স্তব্ধভাবে দরজা ধরিয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

মণি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাড়াইল; দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো দিদিমা?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাবচি আমার মাথা আর মুণ্ড। তোদের দু'টোকে প্রতিপালন ক'রেছিলাম, কিন্তু দু'টোরই কপাল কি সমান?"

মণি সহাস্যে বলিল, "তা কি করবে দিদিমা, তোমার আদর যত্নে কপালের লেখা তো মুছে যাবে না?"

ত্রিপুরাসুন্দরী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান্! তুমিও কি তা মুছতে পার না?"

বৃদ্ধার জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জরগুলা যেন ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রমানাথ প্রায় ছুটিয়া বিনোদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে উপরে চলিল। রামজয় তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহার অনুসরণ করিল।

অন্নপূর্ণা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমানাথ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "সত্য—সত্য কি?"

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে রমানাথ? কি সত্য?"

রমানাথ জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আপনার বৌ—আগেকার বৌ—"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ রমানাথ, আমার বৌমা এসেছে, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আবাব ফিরিয়ে পেয়েছি।"

রমানাথ বসিয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "রমানাথ!"

রমানাথ নিরুত্তর। পাশের ঘর হইতে অবগুণ্ঠনবতী উমা বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া রমানাথকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিবার সময় সে ইচ্ছা করিয়াই অবগুণ্ঠনটা একটু সরাইয়া দিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে রমানাথের দিকে চাহিল। রমানাথ চমকিয়া উঠিল; সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি, উমা?"

মৃদুস্বরে উমা বলিল, "হাঁ কাকা, আমি।"

রমানাথ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল; উমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রমানাথ মুখ তুলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া বলিল, "উমা আপনার বৌ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হাঁ, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

রমানাথ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; তারপর যেন একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "ভগবান্ রক্ষা ক'রেছেন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান কা'কে রক্ষা কর্‌লেন, রমানাথ?

রমানাথ বলিল, "উমাকে। কেবল উমাকে কেন, মণিকেও রক্ষা ক'রেছেন।"

রমানাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "রমানাথ!"

রমানাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে তোমার সঙ্গেই তো মণির বিয়ে হবে?"

গম্ভীরস্বরে রমানাথ উত্তর দিল, "না।"

অন্নপূর্ণা একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "হবে না? কেন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে রমানাথ বলিল, "আমি তো তার উপযুক্ত নই মা!"

অন্ন। অনুপযুক্ত কিসে?

রমা। সর্ব্বাংশে। আমি মূর্খ, আমি গরীব, আমি পরান্নে পালিত, আমার মাথা রাখবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই।

অন্ন। কিন্তু দিনকয়েক আগে তো তুমি বিয়ে করবে ব'লেছিলে?

রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত উত্তর করিল, "ব'লেছিলাম। কিন্তু কেন ব'লেছিলাম তা জানি না। বোধ হয় তখন আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল।"

রমানাথ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিয়া শান্ত সজলকণ্ঠে বলিল, "ভগবান্, সত্যই তুমি মঙ্গলময়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক নাথ!"

রামজয় বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রমানাথ চলিয়া গেলে সে অন্নপূর্ণার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবুনের বোধ হয় একটু পাগলামীর ছিট আছে গিন্নী মা ?"

অন্নপূর্ণা গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ওকে চিনতে পারলাম না রামজয়।"

রামজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু বেশ চিনেছি, ও একটা আস্ত পাগল। ওর মতলবের একটুও ঠিক নাই।"

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন। রামজয় ট্যাঁক হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি ?"

উৎফুল্ল কণ্ঠে রামজয় বলিল, "উকিলের। এই মাত্র এসেছে। সত্যি গিন্নী মা, বৌমা যথার্থই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। মা কাল এসেছেন, আর কালই আমরা মোকদ্দমায় ডিক্রী পেয়েছি।"

অন্ন। কোন্ মোকদ্দমা ?

রাম। ঐ নপাড়ার বিষয়ের গো। যাক্, এখন গিয়ে জমি জায়গা গুলোর বন্দোবস্ত করতে হবে। বিনোদ একবার গেলেই ভাল হয়, না যেতে পারে আমিই সব ঠিক ক'রে ফেলব। এবার নবীনচন্দ্র ঘোষকে একবার দেখে নিতে হবে।"

অন্নপূর্ণার মুখখানা আরও একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বিনোদ ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং রামজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিষয়ের বন্দোবস্ত করবার আগে দানপত্রের একখানা কাগজ আনতে হবে। আজই নিয়ে এসো।"

রামজয় একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "দানপত্র! কার নামে দানপত্র হবে ?"

বিনোদ বলিল, "রমানাথের নামে।"

রামজয় বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে একবার বিনোদের মুখের দিকে, একবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, "আমি কি করবো রামজয়, যার বিষয় তার ইচ্ছা।"

রামজয় ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "তাই ব'লে এত বড় সম্পত্তিটা ঐ পাগলা ঠাকুরকে দিতে হবে?"

ঈষৎ হাসিয়া বিনোদ বলিল, "হাঁ দিতে হবে। ভাবনা কি জয়াদাদা, যখন স্বয়ং লক্ষ্মী তোমাদের ঘরে বাঁধা, তখন তোমাদের সম্পত্তির অভাব কি?"

রামজয় দাড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

রামজয় বলিল, "দিতেই হবে?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ আমাকে দিতেই হবে। তবে একটু সন্দেহ আছে, তোমার পাগলা ঠাকুর বিষয়টা নেবে কি না।"

রামজয় বিমর্ষচিত্তে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। যাইতে যাইতে রমানাথ যাহাতে বিষয়টা লইতে অস্বীকৃত হয়, তজ্জন্য যত ঠাকুরের নাম মনে পড়িল, সকলকেই কিছু না কিছু মানসিক করিল। কিন্তু ঠাকুরদের উপর ভার দিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কেন না বিষয় দিলে লইতে চায় না, এমন লোক কি জগতে আছে? যে যতই পাগল হউক, টাকা পয়সার বেলায় সকলেই সতর্ক—'পাগল বুঁচকি আগল।'

বিনোদ মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "কাজটা কি অন্যায় হ'লো মা!"

অন্নপূর্ণা পুত্রের মুখের উপর হর্ষসমুজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া স্ফীত কণ্ঠে বলিলেন, "একটু অন্যায় হ'য়েছে বিনোদ, আমাকে এই কাজটা

কর্‌বার সুযোগ দিলি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোর মত মহাপ্রাণ ছেলে যেন জন্মে জন্মে পাই।"

বিনোদ মস্তক নত করিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রমানাথ বাড়ী ফিরিয়া দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দীনেশ বাবু কোথায় গেলেন, দিদিমা ?"

দিদিমা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।"

রমানাথ ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন, ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে নাকি ?"

দিদিমা বলিলেন, "হুঁ।"

রমানাথ তাড়াতাড়ি আন্‌লা হইতে চাদরখানা লইয়া, চটী জুতাটা পায়ে দিয়া উঠানে নামিল। দিদিমা ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কোথায় যাস্ ?"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "কোথায় বল দেখি ?"

দিদি। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

রমা। ঠিক ধ'রেছ।

দিদিমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, তোর গিয়ে কাজ নাই।"

দিদিমার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ বলিল, "যাব না ? কেন ?"

দিদিমা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, ভাবিয়া হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভয় নাই দিদিমা, আমি গোলযোগ বাধাতে সেখানে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি বরকে আশীর্ব্বাদ করতে।"

দিদিমা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আশীর্ব্বাদ করবি ?"

রমানাথ বলিল, "আমি করব না তো কে করবে ? মণির বিয়েতে আমার চেয়ে আনন্দ কার হবে ? আমি তার বরকে আশীর্ব্বাদ করব না ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "না। কে আবার মণির বর ? মণির বর তো তুই।"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, "ছি ছি ! তুমি কি পাগল হ'লে দিদিমা ? অমন কথা কি বলতে আছে ?"

উচ্চকণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "খুব বলতে আছে। তবে শোন্ রমা, আমি জোর ক'রে তোর সঙ্গে মণির বিয়ে দেব। দেখি কে বাধা দিতে পারে।"

রমানাথ স্থির দৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি বাধা দেব।"

দিদি। তা হ'লে এই আমি বলচি রমা, আমি গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব, মণিকে বিষ খাইয়ে মারব।"

রমানাথের মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমিও তবে শোন দিদিমা, তা যদি কর, তবে এই মুহূর্ত্তে আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব। যদি না যাই তবে আমি বামুনের ছেলেই নই।"

দিদিমা হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ; নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া রমানাথ বলিল, "ছিঃ, তুমি আমাকে এতটা অপদার্থ মনে কর দিদিমা ?"

দিদিমার মুখের উপর একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

সানায়ে ভৈরবীর কোমল রাগিণীতে মিলন-সঙ্গীতের মধুর তান প্রভাতবায়ুস্তর কম্পিত করিয়া যখন দিগন্তে বিলীন হইল, তখন রমানাথ বধূবেশে সজ্জিতা মণির নিকট গিয়া ডাকিল, "মণি!"

মণি নত দৃষ্টিতে করুণকণ্ঠে উত্তর করিল, "রমা দা!"

রমানাথ বলিল, "দুঃখ করিস্ না মণি, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য।"

মণি কোন উত্তর করিল না, নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। রমানাথ আপনার দক্ষিণ হস্তখানি তাহার মাথার উপর রাখিয়া ধীর প্রশান্ত স্বরে বলিল, "স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা, ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব; মূর্খ হোক্, দরিদ্র হোক্, পাষণ্ড হোক্, সকল অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রীর পূজ্য, স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। আশীর্ব্বাদ করি মণি, তুই সুখী হ'।"

মণি অবনত মস্তকে রমানাথের পদধূলি গ্রহণ করিল।

বরকন্যা বিদায় হইল, বাড়ীতে বিজয়া দশমীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রমানাথ স্তব্ধভাবে বৈঠকখানায় বসিয়া রহিল।

বিনোদ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে রামজয়। বিনোদ ডাকিল, "রমানাথ বাবু!"

রমানাথ মুখ তুলিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। বিনোদ পকেট হইতে একখানা রেজেষ্টারী দলিল বাহির করিয়া রমানাথের হাতে দিল। রমানাথ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি এ?"

বিনোদ বলিল, "দানপত্র। বিমলাবাবুর যে সম্পত্তি আমার নামে ডিক্রী হ'য়েছিল, আমি সেই সম্পত্তি আপনাকে দানপত্র ক'রে দিলাম।"

রমানাথ মৃদু হাসিল; বলিল, "কেন দিলেন?"

বিনোদ। বিষয় প্রকৃতপক্ষে আপনার।

রমা। আমার হ'লে আপনার নামে ডিক্রী হ'তো না।

বিনোদ। আদালতে সব সময়ে ন্যায় বিচার হয় না।

রমানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু আর আমার বিষয় নিয়ে কি হবে বিনোদ বাবু?"

বিনোদ বলিল, "সংসারে থাকতে হ'লে বিষয় সম্পত্তিতে সকলেরই দরকার থাকে।"

রমানাথ বলিল, "আমার কিন্তু কিছুমাত্র দরকার নাই।"

রামজয় হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিল, "দরকার না থাকলেও আপনাকে নিতে হবে। অন্ততঃ আমার অনুরোধে, উমার অনুরোধে নিতে হবে।"

রমা। নিয়ে কি করব?

বিনোদ। বিষয়ে করবার কাজ অনেক আছে। আপনার নিজের কিছু না থাকে, পরের কাজেও লাগাতে পারেন।

রমানাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বিনোদ ও রামজয় স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করুন, অর্দ্ধেক বিষয় মণির নামে লেখাপড়া ক'রে দিন।"

রমানাথ দানপত্রখানা ফিরাইয়া বিনোদের হাতে দিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "বাকী অর্দ্ধেক?"

রমা। আপনাকে দিলাম।

বিনোদ। আমার যা আছে তাই যথেষ্ট।

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "তা হ'লে আর একটা কাজ করুন। দেখছি, কন্যাদায়ের মত দায় আর নাই। বাকী অর্দ্ধেক বিষয়ে কন্যা-দায়গ্রস্ত লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।"

রামজয় আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রমানাথকে প্রণাম করিতে করিতে গদগদ কণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর, তুমি সত্যিকার একটা মানুষ।"

রমানাথের পায়ের ধূলা লইয়া রামজয় মাথায় দিল।

সম্পূর্ণ।